নহে, তদ্দ্বারা আবার এক স্থানের বস্তুও স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। তড়িতের এই পরমাশ্চর্য্য ক্রিয়া হইতে ভবিষ্যতে অবশ্যই মহৎ ফল সকল উৎপন্ন হইবে; সুতরাং বোধ হয় এক্ষণে সকলেই এই অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্যের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিলে তৃপ্ত হইবেন।

ভৌতিক পদার্থ সকল তড়িৎ প্রভাবে কি রূপে স্থানান্তরিত হয়, তাহা সামান্য আয়াস স্বীকার করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তড়িৎ যন্ত্রের * যে দুইটি প্রান্ত থাকে, তাহা কোন মিশ্র পদার্থে প্রয়োগ করিলে প্রবাহিত তড়িৎদ্বয়ের প্রভাবে তাহার উপাদান সকল পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিয়োগ কালে উপাদান গুলির মধ্যে কিয়দংশ তড়িৎ যন্ত্রের এক প্রান্ত অভিমুখে এবং অপরাংশ অপর প্রান্ত অভিমুখে ধাবিত হয়। তড়িতের এবম্বিধ প্রকৃতি অবগত হইয়া ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তড়িৎ দ্বারা পদার্থ সমূহের স্থানান্তর করণ সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা এস্থলে তাহার কতিপয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(১) যদি তড়িৎ-যন্ত্রের স্ত্র্যাকার প্রান্ত কোন পাত্রস্থ জলের সহিত সংযোজন এবং তাহার পুরুষাকার প্রান্ত এক হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অপর হস্তের অঙ্গুলি সেই জলের সহিত সংস্পৃষ্ট করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে শরীরাভ্যন্তর হইতে বিবিধ অম্ল পদার্থ (লবণ দ্রাবক, গন্ধক দ্রাবক ইত্যাদি) বহির্গত হইয়া গিয়া উক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইবে। আবার যদি তড়িৎ যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্ত জলের সহিত সংযোজন এবং স্ত্র্যাকার প্রান্ত এক হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অপর হস্ত দ্বারা উক্ত জল স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শরীর হইতে বিবিধ ক্ষার পদার্থ বহির্গত হইয়া গিয়া ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হইবে। যে সকল ক্ষার ও অম্ল পদার্থ পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণে মিলিত হইয়া শারীর পদার্থ রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই তড়িৎ প্রভাবে পরস্পর বিযুক্ত হইয়া গিয়া দুই প্রান্তের নিকট উপস্থিত হয়।

(২) যদি আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের দ্রবে বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া তাহা বাম হস্তে এবং গঁদের জলে অপর বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া তাহা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করা যায় এবং যদি তড়িৎ যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্তের সহিত বাম হস্তস্থিত দ্রব ও স্ত্র্যাকার প্রান্তের সহিত দক্ষিণ হস্তস্থিত দ্রব সংলগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাম হস্তস্থিত আইওডাইড অব্ পটাসিয়মের আইওডিন অংশ শরীরাভ্যন্তর ভেদ করিয়া যাইয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত গঁদের সহিত মিলিত হইবে এবং বস্ত্র খণ্ডকে নীলবর্ণ করিয়া তুলিবে। গঁদের সহি[illegible]ডিন মিলিত হইলে নীল বর্ণের

* বহুবিধ তড়িৎ যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে যেরূপ যন্ত্র দ্বারা প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ বশতঃ কার্য্যকারী হয়। একটি কাচের চোঙ্গার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ জল যুক্ত গন্ধক দ্রাবক রাখিয়া তাহাতে এক খণ্ড দস্তা প্রায় নিমগ্ন করিয়া রাখ এবং একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত চোঙ্গার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ নির্জ্জল নাইট্রিক এসিড্ বা যবক্ষার দ্রাবক রাখিয়া তাহাতে এক খণ্ড প্লাটিনম, স্বর্ণ বা অঙ্গার প্রায় নিমগ্ন করিয়া রাখ। ইহার পর যদি প্রথমোক্ত কাচের চোঙ্গার মধ্যে শেষোক্ত মৃত্তিকার চোঙ্গা স্থাপন কর এবং দুইটি চোঙ্গার মধ্যস্থিত দুই খণ্ড ধাতুর সহিত দুইটি তাম্র তার সম্বদ্ধ করিয়া দেও, তাহা হইলে উত্তম তড়িৎ যন্ত্র নির্ম্মিত হইবে। উক্ত দুইটি তারই যন্ত্রের প্রান্ত। উহার একটি দিয়া পুরুষাকার (Positive) তড়িৎ এবং আর একটি দিয়া স্ত্র্যাকার (Negative) তড়িৎ প্রবাহিত হয়। যেরূপ একটি যন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহার অনেক গুলি একত্রিত করিলে প্রভূত বলশালী যন্ত্র হইতে পারে।

উৎপত্তি হয়; সুতরাং যখন দক্ষিণ হস্তস্থিত বস্ত্র খণ্ড নীলবর্ণ হইতে থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বাম হস্তস্থিত আইওডিন অবশ্যই তথায় গমন করিতেছে। যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হস্তে হস্তে পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকেন, তাহা হইলেও এই রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এক প্রান্তস্থিত ব্যক্তির বাম হস্তগত পদার্থ অপর প্রান্তস্থিত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে যাইয়া উপস্থিত হইবে। এই রূপ পরীক্ষা দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কত দুর উন্নতির সূত্র পাতিত হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তৎসম্বন্ধে এস্থলে এই মাত্র বলিলেই সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে যে অধুনা এই রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন তড়িৎ-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক প্রয়োজন অনুসারে রোগীর শরীরে বিবিধ ঔষধ দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া এবং তাহা হইতে পারদ, শিম্বলক্ষার প্রভৃতি ধাতু ঘটিত বিষ দ্রব্য সকল বাহির করিয়া নানা প্রকার উৎকট রোগ আরোগ্য করিতেছেন। যখন শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন বিশেষ স্থান বা যন্ত্রের রোগ নিবারণার্থে ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তখন সেই ঔষধ বাহ্যে প্রলেপ বা মুখ দ্বারা সেবন করা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়া দ্বারা পীড়িত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিলে অল্প ক্ষণেই বিস্তর উপকার দর্শে। বোধ হয় এই রূপ ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী দ্বারা ভবিষ্যতে সকল পীড়াই সহজে আরোগ্য হইতে পারিবে।

(৩) যদি একটি হংস ডিম্ব তপ্ত জলে সিদ্ধ করিয়া তাম্র পাত্রের উপর স্থাপন করা যায় এবং যদি তড়িৎ-যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্তের সহিত সেই পাত্র ও স্ত্র্যাকার প্রান্তের সহিত সেই অণ্ড সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প [illegible] ধ্যেই নিম্নস্থিত পাত্র হইতে তাম্রকণা সকল বিযুক্ত হইয়া ডিম্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাম্রকণা সকল যে ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার প্রমাণ এই যে, ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ সমুদায় পদার্থ যেমন হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়, তেমনি আবার তাহা তাম্র-ধাতুর আস্বাদ-যুক্ত হইয়া উঠে।

(৪) তড়িৎ দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানেও বস্তু সকল প্রেরণ করা যাইতে পারে। যদি এক স্থানে একটি গোল-আলুর মুখচ্ছেদ করিয়া তাহার সহিত তড়িৎ যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্ত ও দুরস্থিত অন্য স্থানে একটি পাত্রে আইওডিনের দ্রব বা অরিষ্ট রাখিয়া তাহার সহিত ঐ যন্ত্রের স্ত্র্যাকার প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায় এবং যদি একটি প্লাটিনম ধাতুর তার দ্বারা উক্ত আলু ও আইওডিনের দ্রব পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দ্রব অল্প কালের মধ্যেই পাত্রস্থ দ্রবের মধ্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঐ তারের গাত্র দিয়া গমন পূর্ব্বক গোল-আলুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। গোল আলুতে আইওডিন যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে আলুর যে স্থানে প্লাটিনম ধাতুর তার নিবদ্ধ থাকে সেই স্থান ঘোর নীলবর্ণ যুক্ত হইয়া উঠে। শ্বেতসার বা গঁদের সহিত আইওডিন মিশ্রিত হইলে উভয়ে মিলিয়া এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয়। আলুতে যে শ্বেতসার থাকে, তাহার সহিত আইডিন যাইয়া সংযুক্ত না হইলে নীলবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হইবে কেন। এই রূপে ভৌতিক পদার্থ সমুদায় স্থানান্তরিত করিবার উপায় প্রাপ্ত হইয়া মানব জাতি যে ক্রমশঃ সুখ স্বচ্ছন্দতার উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতেছেন, সম্প্রতি তাহার একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

অল্প দিন হইল সংবাদ পত্র পাঠ

করিয়া অনেকেই অবগত হইয়াছেন যে আমেরিকায় এক ব্যক্তি মেদ রোগ বশতঃ এতদুর স্থূলকায় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তিনি সহজে গমনাগমন বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। একজন ডাক্তর তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিয়া দিবার আশ্বাস দিয়া একটি টেলিগ্রাফ্ আফিসে লইয়া গেলেন। ডাক্তার তথায় গিয়া ঐ ব্যক্তির গাত্র হইতে প্রায় সমুদায় বস্ত্র ও পাদুকা উন্মোচন করিয়া লইলেন এবং তত্রত্য বৃহদাকার তড়িৎ যন্ত্রের এক প্রান্ত তাঁহার শরীরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ করিবার পরক্ষণ হইতেই তাঁহার শরীরের বসা ক্রমশঃ অলক্ষিত ভাবে অন্তর্হিত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টাক্ষরে শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রবল তড়িৎ প্রবাহ বশতঃ তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে বিষম জ্বালা উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু দিনের অসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাধি হঠাৎ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার শরীর যেমন শীর্ণ হইতে লাগিল, ওদিকে আবার নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে সংবাদ আসিল যে 'তোমরা শীঘ্র ক্ষান্ত হও, আমাদিগের আফিশ-গৃহ মনুষ্যবসায় পূর্ণ প্রায় হইয়া উঠিল'। এই রূপ সংবাদ পাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন এবং উভয়ে মহানন্দে প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদটি পাঠ করিয়া কত জনে যে কত কথা কহিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি অনেকে সংবাদটির বাস্তবিকতা বিষয়ে এতদুর অবিশ্বাস করিয়াছেন যে লেখকের প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি করিতেও ক্রটি করেন নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে সকল পরীক্ষার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর[illegible] অব্যা-

বতের বাস্তবিকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে কেহই বোধ হয় আর কখন এইরূপ সংবাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন না। যদি তড়িৎ প্রভাবে শরীরস্থ ক্ষার বা অম্ল পদার্থ পৃথক্ হইয়া বাহির হইতে পারে, যদি আইওডিন পদার্থ ধাতু-তার সহযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণ তড়িতের কার্য্য কারিতায় মনুষ্য-শরীর হইতে বসা পৃথক্ রূপে বাহির হইয়া অন্য ষ্টেসনে যাইতে পারিবে না কেন? উক্ত ডাক্তার কি প্রণালীতে তড়িৎ প্রয়োগ করিয়া শরীরের বসা স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন, তাহা সংবাদ পত্রিকায় লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহা যে আমরা অনুমান করিতে পারি না এমত নহে। শারীরিক ক্ষার ও বসা পরস্পর বিপরীত গুণ বিশিষ্ট। তড়িৎ দ্বারা বিয়োজিত হইলে ক্ষার-পদার্থ পুরুষাকার প্রান্ত অভিমুখে এবং বসা স্ত্র্যাকার প্রান্ত অভিমুখে গমন করে। এই পরীক্ষিত সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে উক্ত ডাক্তারের কার্য্য প্রণালী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বোধ হয় তিনি রোগীর শরীরের সহিত টেলিগ্রাফ্ আফিশস্থ বৃহৎ তড়িৎ-যন্ত্রের পুরুষাকার প্রান্ত সংযুক্ত করিয়া ঐ যন্ত্রের যে স্ত্র্যাকার প্রান্ত অপর ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা তত্রত্য লোকদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। প্রান্তদ্বয় এইরূপে সংস্থাপিত হইলে উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী অথচ সংযোজক যে ভূমি খণ্ড, তাহা তড়িতের উত্তম পরিচালক বলিয়া তাহার মধ্য দিয়া রোগীর শরীরের বসা যাইয়া অপর ষ্টেশনস্থ স্ত্র্যাকার প্রান্তের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ৪র্থ পরীক্ষায় আইওডিন যে রূপে গোল আ-

[illegible] বসাও সেইরূপে এক স্থান

হইতে অন্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে। তড়িৎ-বেগ বশতঃ যখন যে পদার্থ মধ্যবর্ত্তী কোন পরিচালক বস্তুর মধ্য দিয়া তড়িৎ-যন্ত্রের প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহা পথি মধ্যে অন্য কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় না—তাহা অবিকৃতই থাকে। তড়িতের এবম্বিধ অসাধারণ কার্য্য কারিতা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এক্ষণে সকলেই যে পরিমাণে বিস্মিত হইতেছেন, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা যে কত গুণে অধিক হইতে হইবে, তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয়তা নাই। তড়িতের প্রভাব অসামান্য ও অননুমেয় কিন্তু যে প্রভাব হইতে তড়িৎ আর আর ভৌতিক পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা দ্বারা তড়িৎ সামান্য লোষ্টের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে, তাহাকে যে কি বলা যাইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে সকলেরই মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যায়। সেই প্রভাব যথার্থই বাক্য মনের অতীত।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ আর তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে সমর্থ হইবেন না।

আগামী ৫ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ সাত ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪০৫ ৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩২১৸৫
সমষ্টি	৭২৭ /০
ব্যয়	২৯০৸/০
স্থিত	৪৩৬।৶

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১১ (১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪৮৸৶০
পুস্তকালয়	৯ /১০
যন্ত্রালয়	২০৭।৵১০
গচ্ছিত	২৮৸০
সমষ্টি	৪০৫ ৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৮ (১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯০ ৶১০
পুস্তকালয়	১৮॥৶১০
যন্ত্রালয়	৫৮ ৶৫
গচ্ছিত	৩৫॥৵০
সমষ্টি	২৯০৸/০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ...	৫
" মণিলাল মল্লিক ...	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	২
দানাধারে প্রাপ্ত	২ (১৫
	১১ (১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯[illegible]। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ আশ্বিন বুধবার।

Registered No 58.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৪ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৭৯৬ শক ব্রাহ্মসং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব· ক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।
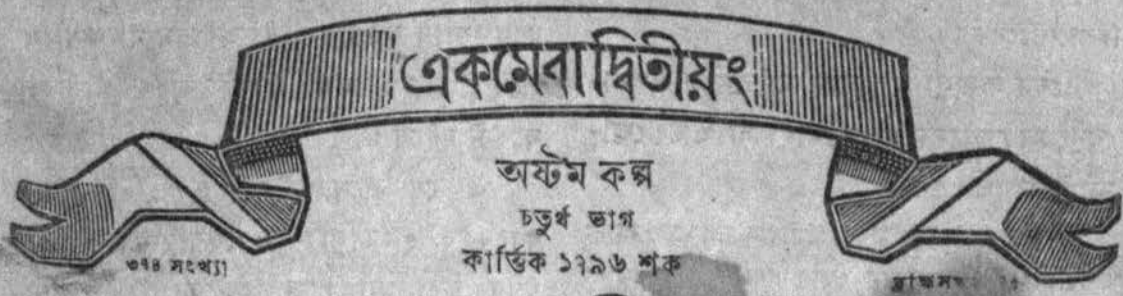
তৃতীয় খণ্ড।

দ্যৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমা-দিত্যএবোদ্বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্‌য-জুর্ব্বেদোগীঃ ঋগ্বেদস্থং। দুগ্ধেস্মৈ বাগ্‌দোহং যোবাচো দোহঃ। অন্নবানন্নাদো ভবতি যএতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উ-দ্‌গীথইতি। ৭।

'দ্যৌঃ এব উৎ' উচ্চৈঃ স্থানাৎ 'অন্তরিক্ষং গীঃ' গিরণাৎ লোকানাং 'পৃথিবী থং' প্রাণিস্থানাৎ। 'আ-দিত্যঃ এব উৎ' উর্দ্ধত্বাৎ 'বায়ুঃ গীঃ' অগ্ন্যাদীনাং গিরণাৎ 'অগ্নিঃ থং' যজ্ঞীয়কর্ম্মাবস্থানাৎ। 'সামবেদঃ এব উৎ' স্বর্গসংস্তুতত্বাৎ 'যজুর্ব্বেদঃ গীঃ' যজুষা প্রত্তস্য হবিষো দেবতানাং গিরণাৎ 'ঋগ্বেদঃ থং' ঋচি অস্ফুটত্বাৎ সাম্নঃ। উদ্‌গীথাক্ষরোপাসনফলমুচ্যতে 'দুগ্ধে' দোগ্ধি 'অস্মৈ' সাধকায 'বাক্' 'দোহং' কোসৌ দোহঃ 'যঃ বাচঃ দোহঃ' ঋগ্বেদাদিশব্দসাধ্যং যৎ ফলং তৎ বাচো-দোহস্তং স্বযমেব বাক্ দোগ্ধি আত্মানমেব দোগ্ধি কিঞ্চ 'অন্নবান্' প্রভূতান্নঃ 'অন্নাদঃ' দীপ্তাগ্নিঃ চ 'ভবতি' 'যঃ এতানি' যথোক্তানি 'এবং' যথোক্তগুণানি উদ্‌গীথাক্ষরাণি 'বিদ্বান্' সন্ 'উপাস্তে উৎ গী থ ইতি'। ৭।

স্বর্গই উৎ, অন্তরিক্ষ গী, পৃথিবী থ; আদিত্যই উৎ, বায়ু গী, অগ্নি থ'; সামবেদই উৎ, যজুর্ব্বেদ গী, ঋগ্বেদ থ; যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনা করেন, বাক্য তাঁহার জন্য বাগ্‌দোহ অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান দোহন করেন, এবং তিনি অন্নবান্ ও অন্ন ভোক্তা হয়েন। ৭।

অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপা-সীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাত্তৎসামোপধা-বেৎ। ৮।

'অথ খলু' ইদানীং 'আশীঃসমৃদ্ধিঃ' আশিষঃ কামস্য সমৃদ্ধির্যথা ভবেৎ তৎ উচ্যতে, 'উপসরণানি' উপসর্ত্তব্যানি ধ্যেয়ানি 'উপাসীত' কথমুপাসীত 'যেন সাম্না' বিশেষেণ 'স্তোষ্যন্' স্তুতিং করিষ্যন্ 'স্যাৎ' ভবেৎ উদ্‌গাতা 'তৎ সাম' 'উপধাবেৎ' উপস্মরেৎ চিন্তয়েৎ উৎপত্ত্যাদিভিঃ। ৮।

অনন্তর কামনার সমৃদ্ধি যে প্রকারে হয়, তাহা উক্ত হইতেছে, ধ্যেয় বিষয়ের উপাসনা করিবেক, অর্থাৎ উদ্‌গাতা যে সাম দ্বারা স্তব করেন, সেই সামের চিন্তা করিবেক। ৮।

যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দেবতামুপধা-বেৎ। ৯।

'যস্যাং ঋচি' তৎ সাম আস্তে 'তাং ঋচং' 'যদার্ষেয়ং' তৎ সাম 'তং ঋষিং' 'যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতাং উপধাবেৎ'। ৯।

যে ঋকের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাম আছে সেই ঋক ও যদা[illegible]ক্ত সাম সেই ঋষি এবং

উদ্‌গাতা যে দেবতার স্তব করেন, সেই দেবতার চিন্তা করিবেক। ৯।

যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্তচ্ছন্দ উপধাবেদ্‌যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ। ১০।

'যেন ছন্দসা' গায়ত্র্যাদিনা 'স্তোষ্যন্ স্যাৎ তৎ ছন্দঃ উপধাবেৎ, 'যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমং উপধাবেৎ'। ১০।

যে ছন্দ দ্বারা উদ্‌গাতা স্তব করেন সেই ছন্দ চিন্তা করিবেক এবং যে স্তোম দ্বারা স্তব করেন সেই স্তোম চিন্তা করিবেক। ১০।

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দিশমুপধাবেৎ। ১১।

'যাং দিশং অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশং উপধাবেৎ' অধিষ্ঠাত্রাদিভিঃ সহ। ১১।

উদ্‌গাতা যে দিক্ অভিমুখ হইয়া স্তব করেন সেই দিক চিন্তা করিবেক। ১১।

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত, কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽভ্যাসো হ যদস্মৈ সকামঃ সমৃদ্ধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎকামঃ স্তুবীতেতি। ১২।

'আত্মানং' স্বরূপং 'অন্ততঃ' অন্তে 'উপসৃত্য' উদ্‌গাতা 'স্তুবীত' 'কামং ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ' স্বরোষ্ম্যব্যঞ্জনাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্ব্বন্ ততঃ 'অভ্যাসঃ' ক্ষিপ্রমেব 'হ' 'যৎ' যত্র 'অস্মৈ' এবং বিদে 'সঃ কামঃ' 'সমৃদ্ধ্যেত' সমৃদ্ধিং গচ্ছেৎ কোঽসৌ 'যৎকামঃ' সন্ 'স্তুবীত ইতি' দ্বিরুক্তিরাদরার্থা। ১২।

শেষে আত্ম স্বরূপ চিন্তা করিয়া স্তব করিবেন এবং প্রমাদ শূন্য হইয়া কামনানুরূপ ধ্যান করিবেন, এই প্রকার জানিয়া যিনি যাহা কামনা করিয়া স্তব করেন, তাঁহার সেই কামনা সিদ্ধ হয়। ১২।

সাংখ্য দর্শন।

আধ্যাসিক-জ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান।

ইত্যগ্রে ভ্রম-জ্ঞানের লক্ষণ প্রায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আর বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। ফল, [illegible] সাধারণ লক্ষণ এই যে, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়া। ইহাই ভ্রম বা অধ্যাস শব্দের প্রকৃত অর্থ, ইহাই স্মরণ থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

এক্ষণে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং তাহার অবান্তর প্রভেদ কিছু বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে। কারণ, ভ্রম-জ্ঞানেরও কোন না কোন ফল দেখা যায়। রজ্জু-সর্প দর্শনের অনন্তর ভয়ও জন্মে কম্পও জন্মে—পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকা দর্শনেও পানীয় আহারণার্থে ধাবিত হয়। যদ্যপি ভ্রম মাত্রই মিথ্যা বা অসদ্বস্তু বিষয়ক, তথাপি সকল ভ্রমের ফল সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ফল দৃষ্ট হয়। ফল ভেদ দৃষ্টে ভ্রম-জ্ঞানেরও শ্রেণী ভেদ কল্পনা করা যায়। প্রথমত, সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই প্রকার—অনন্তর উক্ত উভয় বিধের মধ্য হইতে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক-আহার্য্য, এই চারি প্রকার বহুতি কল্পনা করা যায়।

সোপাধিক ভ্রম।

যদি দুই বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধান বশত এক বস্তুর গুণ বা যে কোন ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা সত্য ভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে উপহিত বলা যায়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গ বশত এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম। যেমন রক্তবর্ণ স্ফটিক—স্ফটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ কিন্তু কখন কখন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধান বশতঃ পীত বা লোহিত বলিয়া প্রতীতি হইয়া [illegible]। তত্রত্য রঞ্জক বস্তু তৎকালে প্রত্যক্ষ

গোচর হউক বা না হউক, "রক্তবর্ণ স্ফটিক" এই জ্ঞান ভ্রম এবং উহাই সোপাধিক ভ্রম।

নিরুপাধিক ভ্রম।

যে স্থলে উক্ত প্রকার কোন উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান হয়, (বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার—জ্ঞান হয় অন্য প্রকার) সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যথা নীল-আকাশ,—বস্তুত আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থায়ও আকাশ প্রগাঢ় নীলবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এই স্থলে আকাশের নীলিমাকে নিরুপাধিক ভ্রম বলিয়া গণ্য করা হয়।

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম।

ভ্রম-প্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয়, এই সিদ্ধান্তই স্থির; কিন্তু কখন বা কাকতালীয় ন্যায়ে সফলও হয়। যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে ফল লাভ হয়, সেই স্থলে সেই ভ্রমের নাম সম্বাদী ভ্রম—যে স্থলে ফল লাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, সেই স্থলে তাদৃশ ভ্রম বিসম্বাদী নামে ব্যবহৃত হয়। এই বিসম্বাদী ভ্রমই প্রায়শঃ,—সম্বাদী ভ্রম কদাচিৎ।

মনে কর, কোন ব্যক্তির দুর হইতে বাষ্পেতে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, অগ্নি আহরণার্থে উপস্থিত হইয়া, দৈবাধীন তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল। এমত স্থলে, ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তির ধূম ভ্রম সম্বাদী হইয়াছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার সেই ধূম জ্ঞান বিসম্বাদী হইত।

আহার্য্য ও ঔপাধিক-আহার্য্য ভ্রম।

যত্ন পূর্ব্বক বা ইচ্ছা পূর্ব্বক, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম বা আহার্য্যারোপ। যথা মৃৎপিণ্ডে দেবতা বুদ্ধি (দেব-দেবীর প্র[illegible]ন্যায় দেবত্ব বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পুজা করা) রেখাতে অক্ষর বুদ্ধি। এই আহার্য্যারোপের জঠরে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের জন্ম, সাংখ্য শাস্ত্রের উপাসনা কাণ্ডও ইহার অধীন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকে ঔপাধিক-আহার্য্য ভ্রম বলা যায়। যথা, চন্দ্র এক—কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র প্রান্ত চাপিয়া দেখিলে, দুই বা ততোধিক চন্দ্র দেখা যায়। আকাশে মেঘ নাই, অথচ বিদ্যা-বলে (ঐন্দ্রজালিক) তৎক্ষণাৎ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু দর্শন হইল। ক্ষুদ্রতম অক্ষর বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচ বিশেষের সংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম রূপে দর্শন করিয়া থাকি। ইত্যাদি নানা জাতীয় নানা প্রকার ঔপাধিক আহার্য্যের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। কি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান,—কি যৌক্তিক জ্ঞান, কি ঔপদেশিক জ্ঞান,—সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানেই উক্ত প্রকার শত শত ভ্রম জগতে বিদ্যমান আছে, তত্তাবতের নিবৃত্তি না হইলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি?

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানত তিনটি। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার।

দোষ,—দোষ নানা প্রকার। নিমিত্তগত দোষ, কালগত দোষ ও দেশগত দোষ। নিমিত্তগত দোষ,—যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের নিমিত্ত, তদ্গত পিত্তাদি দুষ্ট পদার্থ দ্বারা সেই ইন্দ্রিয় কলুষিত থাকাই নিমিত্ত গত দোষ। কালগত দোষ,—সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতিই কাল দোষ। আর দেশগত দোষ এই যে, দুরত্বসামীপ্যাদি দোষ, ইহা অতি সামান্য।

সম্প্রয়ো[illegible]যোগ শব্দের অর্থ এই

যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া, অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার.—সংস্কার শব্দে এখানে কোন সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে।

কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যকেই ভ্রমোৎপত্তির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা আছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে, ভ্রম জন্মিতে পারে না। রজ্জুতে সর্প ভ্রমই জন্মে, ব্যাঘ্র ভ্রম কস্মিন্ কালেও জন্মে না। অতএব সাদৃশ্যবান্ বস্তুতেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশত ভ্রম জন্মিয়া থাকে। শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে বা জল-ধারায় সর্প, স্থাণু বা বল্মীক-স্তূপে পুরুষ-ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

যৎকালে শুক্তিতে, "ঐ রজত" ইত্যাকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেই,"ঐ" এই অংশের দ্বারা পুরোবর্ত্তী শুক্তিই পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকার দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ উপস্থিত হওয়াতে অর্থাৎ শুক্তির সর্ব্বাংশ ভান না হওয়াতেই, তৎকালে শুক্তি বলিয়া জ্ঞান জন্মে নাই, কেবল মাত্র চাকচিক্যের ভান হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন চাকচিক্যবান্ বস্ত্বন্তর অর্থাৎ রজতের স্মরণ হইয়াছিল। এই স্মরণাত্মক জ্ঞান পৃথক্ রূপে দণ্ডায়মান না হইয়া, "ঐ" ইত্যাকার পুরোবর্ত্তী সম্মুখ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া "ঐ রজত" ইত্যাকারে পরিণত হইয়াছিল। মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞান, বস্তুর বিশেষণ সমস্ত অবগাহন করিয়া বিশেষ্যে পর্য্যবসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শুক্তি-রজত স্থলে জ্ঞান চাকচিক্য রূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া তৎকালে প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতেই অন্য বি[illegible] পর্য্যবসন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সে জ্ঞান যথার্থ হয় নাই। আহার্য্য ভ্রম ব্যতিরেকে সকল ভ্রমেরই প্রণালী এইরূপ,এই প্রণালী অনুসারে সর্ব্বত্রই এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়। যাবৎ না উহার অধিষ্ঠান সর্ব্বাংশে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত উহার বাধ হয় না। সাংখ্য মতে এই রূপ ভ্রম প্রণালীর নাম অন্যথা খ্যাতি। অন্যান্য দার্শনিকদিগের ভ্রম প্রণালী অন্যবিধ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির প্রধান কারণ অজ্ঞান। অজ্ঞান কি পদার্থ?—তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না; ফল, অজ্ঞানকে দোষ স্থানীয় বলিলেও বলা যায়। দোষযুক্ত-অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ একবার তাহার অধিকার ভুক্ত হয়, তবে সে, সেই বস্তুতে তৎসদৃশ এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় হওয়াতেই সে তাহাতে এক মিথ্যা রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে ঐ রূপ স্বভাব, এমত নহে; দোষবদ্বস্তু মাত্রই বিপরীত সৃষ্টিকারী। বেত্র বীজ অগ্নিদুষ্ট হইলে বেত্রাঙ্কুরের উৎপত্তি না করিয়া কদলী বৃক্ষের সৃষ্টি করে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রই সত্য অর্থাৎ সদ্বস্তু বিষয়ক। জগতে মিথ্যা জ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। তবে যে শুক্তি রূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বাল-প্রবাদ মাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তি জ্ঞানই হইয়াছিল, রজতাকার জ্ঞান রজতেই হইয়াছিল, দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়াতেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ।

যাহা হউক, উক্ত-বিধ অধ্যাসের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতা আছে। তত্তাবৎ বিস্তার করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হয় এবং সাংখ্য-

অধিকারের বাহিরে যাইতে হয়, যদ্যপি তাহা আমাদের ইষ্ট নহে, তথাপি আর একটু না বলিলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সুতরাং বলিতে হইল। অধ্যাসের আর দুইটি মূর্ত্তি আছে। একটির নাম তাদাত্ম্যাধ্যাস অপরটির নাম সংসর্গাধ্যাস। একীভূত অধ্যাসকে তাদাত্ম্যাধ্যাস আর সম্বন্ধ মাত্র অধ্যাসকে সংসর্গাধ্যাস বলা যায়। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইলে লৌহেতে যে অগ্নির অধ্যাস জন্মে, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। "আমার পুত্র" "আমার কলত্র" ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্ম সম্বন্ধ অধ্যাস করা হইতেছে বলিয়া উহা সংসর্গাধ্যাস হইবে। যত প্রকার অধ্যাস ভেদ উক্ত হইল, সর্ব্ব প্রকার অধ্যাসই বাহ্য-পদার্থের ন্যায় অধ্যাত্ম পদার্থে বর্ত্তমান আছে। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া "আমি" হইতেছি। যথা—আমি কাণা, আমি খঞ্জ ইত্যাদি। কখন বা দেহের উপর আত্মত্ব স্থাপন করিয়া আমি হইতেছি; যথা আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত আমি কি রূপ?—তাহা আমরা অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে আজীবন এক রূপ ব্যবহারই চলিত, কিন্তু তাহা চলে না। আমরা একবার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া "আমি" বলিতেছি, অন্য বার তাহাকেই আবার "আমার" বলিতেছি। প্রকৃত আমি স্থির থাকিলে কখনই ওরূপ হইত না, দুঃখেরও লাঘব হইত। বিবেচনা করিয়া দেখ যদি কোন ইন্দ্রিয়কে আমি বলিয়া সিদ্ধান্ত থাকে, তাহা হইলে শরীরের দোষাদোষে "আমি" লিপ্ত হইব কেন?—অতএব যাহা প্রকৃত আমি, তাহাতে আমি ভিন্ন কোন বস্তুর অধ্যাস আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই অধ্যাস কখন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সম্বন্ধ মাত্র প্রকাশ করিতেছে। এই রূপে বাহ্য জগৎ ও আধ্যাত্মিক ভাব এই উভয়বিধ অধ্যাস চলিতেছে, কদাচিৎ বাহ্য অধ্যাস কারণ বিশেষ উপস্থিত হইলে নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় কিন্তু আধ্যাত্মিক অধ্যাস আর নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল না।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি?—অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই উভয়বিধ বস্তুর বিবেক জ্ঞান লাভ। অধিষ্ঠানের যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবার উপায় কেবল বিশেষ দর্শন। বিশেষ দর্শন শব্দের অর্থ স্থল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও বা বারংবার দর্শন—কোথাও বা প্রকারান্তরে পরীক্ষা। যে পরীক্ষা দ্বারা দোষও সম্প্রয়োগ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উপযুক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সন্দেহ নাই। দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না?—তাহার পরীক্ষার নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র পরীক্ষা আবশ্যক হয় না, কেন না, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে, সেই জ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে, অবিচলিত বিশ্বাস জন্মাইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। উক্ত প্রকার অধ্যাস নিবৃত্তি ঘটিত আরও গুটিকতক নিয়ম দৃষ্ট হয়—অপরোক্ষ অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম, যুক্তি বা উপদেশ দ্বারা নিবৃত্তি হয় না। সাক্ষাৎ ভ্রমে, বস্তুর সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক,—কেন না, দেখা যায় দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শত শত উপদেশ—শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিলেও তাহার দিগ্‌ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয় না। এই রূপ ঔপদেশিক ভ্রম যুক্তি দ্বারা বাধিত হয়, কিন্তু যৌক্তিক ভ্রম উপদেশ দ্বারা বাধিত হয় না, পরন্তু সাক্ষাৎকার দ্বারা বাধিত হইতে দেখা

যায়। এতাবতা ইহাই নির্ণীত হইতেছে, সাক্ষাৎকার ঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রম অনেক আছে, তত্তাবৎ উপরোক্ত প্রণালী ক্রমেই জন্মিয়া আছে। সেই সকল ভ্রম নিবৃত্তির জন্য, সাংখ্য শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রান্তরে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ করা হইয়াছে। কেন না, অনাদি কালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্তি করিতে, সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, এই তিন জাতীয় পরীক্ষার আবশ্যক হইবে, একটি দ্বারা উক্ত আধ্যাত্মিক ভ্রম কদাচ নিবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রবণ ও মনন এই দুইটি, যুক্তি ও উপদেশ জাতীয়। নিদিধ্যাসনটি প্রত্যক্ষ জাতীয়। "প্রত্যক্ষ জাতীয়" এই কথায় ভ্রান্ত জীব মাত্রে আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবেন, সে সংশয় উচ্ছেদ করা কেবল শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে, সংশয়িত ব্যক্তির যোগ বল থাকাও আবশ্যক। ফল, চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু সাংখ্য দর্শনের মতে আত্মা মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারেন। কেন না, কোন কোন বস্তু কেবল মাত্র মনের দ্বারাই পরিগৃহীত হইতে দেখা যায়*।

গুরু পুরোহিত।

সকল ধর্ম্মে গুরু পুরোহিত আছে। পৃথিবীতে এমত কোন ধর্ম্ম এপর্য্যন্ত উদিত হয় নাই, যাহাতে গুরু পুরোহিত ছিল না অথবা নাই।

সকল লোকের বুদ্ধি সমান নহে। সকল লোক ধর্ম্ম বিষয়ে সমান রূপে অভিজ্ঞ নহে। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে এক জন অজ্ঞ লোককে তাহা অপেক্ষা অভিজ্ঞতর লোকের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা মনুষ্যের প্রিয় পদার্থ। যিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, যিনি আমাদিগকে দুস্তর সংসার পারের এক মাত্র উপায় আমাদিগকে প্রদর্শন করেন, তিনি আমাদিগের কত কৃতজ্ঞতার পাত্র! লোকে যে গুরুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শনের প্রতি আমাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্তু অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় এই প্রবৃত্তিকেও সংযত করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে গুরুর প্রতি ভক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই ঈশ্বরদত্ত অমূল্য নিধি যেন না হারাই। পিথাগোরস্ নামক গ্রীসদেশীয় জ্ঞানীর শিষ্যদিগের মধ্যে অধীত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে যদি কেহ বলিত "গুরু এইরূপ বলিয়াছেন" তাহা হইলে আর সকলেই নিরস্ত হইত। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এইরূপ ব্যবহার যেন না করি। গুরু যাহা বলিবেন তাহা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত বিবেচনা শক্তিকে নিয়োগ করিয়া তাহার সত্যাসত্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। গুরুকে যথোচিত ভক্তি করিতে হইবে কিন্তু তিনি যাহা বলিবেন অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে এইরূপ হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায়। গুরু যদি এইরূপ বিবেচনা করেন যে লোকে যেমন তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করে, তেমনি বালক, পশু অথবা

---

* "নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" "যুক্তিতো২পি ন বাধ্যতে, দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে" এই কাপিল সূত্র দ্বয়ের মর্ম্ম লইয়া এবং অন্যান্য আচার্য্যাদিগের মত লইয়া অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় ঘটিত বাক্য গুলি সংকলিত হইল।

বস্তু হইতেও লোকে কখন কখন ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া থাকে; তাহা হইলে তাঁহার অহঙ্কার অনেক পরিমাণে খর্ব্ব থাকিতে পারে; আর শিষ্য যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে তিনি একটি পুরুষ, তিনি বস্তু নহেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুভক্তি সংযত ভাব ধারণ করিতে পারে।

ধর্ম্মে যেমন গুরু আবশ্যক, তেমনি পুরোহিতও আবশ্যক। বিবাহাদি অনেক গৃহ্য ক্রিয়া এমন আছে যাহা কেবল গৃহস্থ দ্বারা সম্পাদিত হইলে ভাল দেখায় না, আর তাহা সে রূপে সম্পাদিত হওয়াও উচিত নহে, সুতরাং সেই সকল ক্রিয়া সম্পাদনে পুরোহিতের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু পুরোহিতকে ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান করা উচিত হয় না। পুরাকালে ও এখনও সকল ধর্ম্মের অজ্ঞ লোকদিগের এই সংস্কার যে ধার্ম্মিক মনুষ্য অথবা ধার্ম্মিক মনুষ্যের বংশোদ্ভব ব্যক্তি দ্বারা ধর্ম্ম ক্রিয়া সকল সম্পাদন করাইলে ঈশ্বর অধিকতর প্রসন্ন হয়েন। এই সংস্কার ধর্ম্ম-যাজক মণ্ডলীর অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি। ধর্ম্ম-যাজকেরা চিরকাল এই সংস্কারকে আপনাদিগের সাংসারিক উন্নতির উপায় স্বরূপ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য যজমানদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার অমূলক ভয় প্রদর্শন করেন; তাহারা সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই করে। ক্রিয়া কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক বোধ করেন; তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে যত ক্রিয়া কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ততই তাঁহারদিগেরই লাভ, এই রূপে সকল দেশে উপধর্ম্মের বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম-যাজন ব্যতীত যাজক মণ্ডলীর অন্য কর্ম্ম নাই সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন কার্য্য জন্য অনেক অবকাশ পায়েন কিন্তু অনেক স্থলে ধর্ম্মের এই রূপ কায়পুষ্টি সুস্থতার চিহ্ন না হইয়া অসুস্থতার চিহ্ন হইয়া উঠে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম সকল এক্ষণে যেমন অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে, প্রথমে সে রূপ অবিশুদ্ধ ছিল না, ধর্ম্মযাজকদিগের কল্পনা শক্তি তাহাদের উপর এত কাল ধরিয়া নিয়োজিত হওয়াতে তাহারা বর্ত্তমান কালে অতি অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে। সকল দেশে সকল কালেই যাজক মণ্ডলী পুরাতন ব্যবস্থার একান্ত অনুমোদনকারী, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে পুরাতন ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাঁহাদিগের স্বার্থের বিলক্ষণ হানি হইবার সম্ভাবনা। সকল দেশে সকল কালে ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা ঐ মণ্ডলী হইতেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতাচরণ প্রাপ্ত হয়েন।

সকল ধর্ম্মে গুরু পুরোহিত আছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মেও থাকিবে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরু শিষ্যের স্বাধীনতা হরণ করিতে অভিলাষ করেন না; শিষ্যও তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেবাবতার অথবা অভ্রান্ত মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মে পুরোহিত আছে বটে কিন্তু পুরোহিতেরা নিজে মধ্যবর্ত্তী হইতে চাহেন না, যজমানেরাও তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না। যজমানেরা তাঁহাদিগকে উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতে দেন না; তাঁহারাও নিজে উন্নতির ব্যাঘাত দেন না যে হেতু তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ আছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতিশীল ধর্ম্ম, উন্নতিই তাহার প্রাণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই ভাব আমাদের চির কাল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সাবধান! অন্যান্য ধর্ম্মে গুরু পুরোহিতের যেরূপ ভাব আছে, সেরূপ ভাব [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ না করে।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৩ সংখ্যক পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠার পর।

কোন দেশের কোন ব্যক্তি বা কোন আকস্মিক ঘটনা দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্র পাতিত হয় নাই—বহু দেশের বহুজনের শ্রম হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে আসিয়া খণ্ডের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই শাস্ত্ররূপ প্রাসাদের প্রথম সূত্র পাতিত হয়, মধ্য কালে ইউরোপ খণ্ডের লাভয়সিয়ায়, ব্লাক ও প্রিষ্টলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি সকল গ্রথিত হয় এবং অধুনা সমুদায় সুসভ্য দেশের পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহার দ্বিতীয় তল নির্ম্মিত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কালে যে কয়েকটি দেশ সভ্য পদবীতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন্‌টিতে যে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন গ্রীস দেশে এই শাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন হইয়াছিল, কারণ খৃষ্ট জন্মের পর একাদশ শতাব্দীতে সুইদাস নামক জনৈক গ্রীক যে অভিধান প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি কিমিয়া শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া তাহার অর্থস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে উহা দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী বুঝায়। ওলস বরিকিয়স্‌ নামক জনৈক ইতিহাস লেখক আবার গ্রীসের পক্ষ সমর্থনার্থে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থাদির উল্লেখ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন গ্রীক ভাষায় লিখিত যে কয়েক খানি রসায়ন শাস্ত্রীয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পারিস্‌, মিউনিচ্‌, মিলান্‌, ভিনিস্‌, হামবর্গ ও মাড্রিডের রাজকীয় পুস্তকালয়ে আছে, তৎসমুদায় পঞ্চম শতাব্দী র[illegible] কিয়ৎকাল পরে গ্রীকদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি যে কি কারণে উক্ত পুস্তক গুলিকে পঞ্চম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালের গ্রীকদিগের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা আর কেহই বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ ঐ সকল পুস্তকের নামাভিধান* দেখিয়া অন্যান্য অনেক ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে খৃষ্ট জন্মের পর নবম ও দশম শতাব্দীতে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া ও কনেষ্টাণ্টিনোপল্‌ নগরদ্বয়ে রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের যে সকল উদাসীন বাস করিতেন, তাঁহারাই ঐ সকল পুস্তকের যথার্থ প্রণেতা। অতএব কেহ কেহ যে অনুমান করেন গ্রীস দেশে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন হইয়াছিল, তাহাতে কোন মতে অনুমোদন করা যাইতে পারে না।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন আরব দেশে এই শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা ঐ রূপ বলেন, তাঁহারা স্বীয় মতের পোষণার্থে যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহারা বলেন আরব দেশের জিবার নামক পণ্ডিত রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন; ঐ পুস্তক খৃষ্ট জন্মের পর অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল

* ঐ সকল পুস্তকের নামাভিধান এই, যথা (১) Cosma the monk on his interpretation of the art of making gold (২) Heliodorus on the art of making gold (৩) John the High Priest, in the Holy City, concerning the Holy Art. (৪) Isis the Prophetess to her son Orus. (৫) Moses the Prophet on chemical composition (৬) Cleopetra on the art of making gold. (৭) Democritus the Abderite, the Natural Philosopher, on the Tincture of Gold and Silver and on Precious Stones and Purple.

বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তাঁহারা এই শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কোন দেশে ঐ পুস্তকের পূর্ব্ব লিখিত কোন পুস্তক দেখিতে না পাইয়া স্থির করিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে আরবেরাই রসায়ন শাস্ত্র ভূতলে প্রকাশ করে। আরবী ভাষায় রসায়ন শাস্ত্র আলকেমি অর্থাৎ গুপ্ত বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাকে গুপ্ত বিদ্যা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব কালে সেই দেশে যাঁহারা ইহাতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, তাঁহারা ইহার সাহায্যে কেবল নিকৃষ্ট ধাতু সকল উৎকৃষ্ট ধাতু রূপে পরিবর্ত্তিত করিতেন, (তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইতেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই)। যাহা হউক যদি জিবার প্রণীত পুস্তক অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমরা উপরোক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহিত এক বাক্য হইয়া আরব দেশকেই রসায়ন শাস্ত্রের জন্ম ভূমি বলিতে পারি কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মধ্যকালে যখন ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্ব স্থান সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মূর্খতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আরবেরা স্পেন দেশ অধিকার করিয়া তথায় নানা রূপ বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য ছাত্র মণ্ডলীকে স্বদেশীয় সমুদায় বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। স্পেন দেশীয়েরা যে সমুদায় আরবীয় শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহাদিগের দ্বারা তাহা আবার ক্রমে ইউরোপের সর্ব্ব স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় হইতে ইউরোপ বাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা অদূরদর্শী, তাঁহাদিগের এই রূপ সংস্কার হইয়া রহিয়াছে যে কি রসায়ন শাস্ত্র, কি জ্যোতিষ্ শাস্ত্র, কি গণিত শাস্ত্র, কি অন্যান্য শাস্ত্র সমুদায়ই সর্ব্বাগ্রে আরব দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। আরবেরা কোথা হইতে কোন্ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা একবারও অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। যেমন আমাদিগের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে মনে করেন যে ইংরেজেরা এদেশে যে সকল বিদ্যা ও শিল্প প্রচার করিতেছেন, তৎসমুদায়ই ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্ব কাল হইতে মনে করিয়া আসিতেছেন যে আরবেরা স্পেন দেশে যে সকল বিদ্যা প্রচার করেন, তৎসমুদায়ই তাঁহাদিগের নিজ বুদ্ধি বলেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংরেজেরা এক্ষণে এদেশে যে সকল শাস্ত্র ও শিল্প প্রচার করিতেছেন, তাহা যেমন কতক তাঁহাদিগের স্বদেশ-আবিষ্কৃত ও কতক অন্যান্য সভ্য দেশ হইতে সংগৃহীত, তেমনি, আরবেরাও যে সকল শাস্ত্র স্পেন দেশে প্রচার করেন, তাহাও কতক তাঁহাদিগের স্বদেশ-জাত ও কতক অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত। ইউরোপীয়েরা যে আরবদিগের নিকট হইতে রসায়ন শাস্ত্রের উপক্রমণিকা শিক্ষা করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে উহার জন্মদাতা জ্ঞান করেন, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে ইউরোপীয়েরা যে কিমিষ্ট্রি (Chemistry) শব্দ দ্বারা উক্ত শাস্ত্রের নামকরণ করেন, তাহা আরবদিগের আলকিমি (Alchemy) শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আরবী ভাষায় আর দুই চারিটি শব্দও ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রে এখনও যথাবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, আলকোহল (Alcohol), আলকালি (Alkali) ইত্যাদি। আরবেরা কোন্ দেশ হইতে রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করেন, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন বটে, কিন্তু কোন্ দেশে যে ঐ শাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে।

রসায়ন শাস্ত্র যে ঠিক্ কোন্ কালে পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বোধ হয় ইহাকে আর আর সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেই ইহার যথোচিত সম্মান করা হয়। কেন ইহাকে সমুদায় শাস্ত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলা উচিত, তাহা, যাঁহারা ইহার যথার্থ লক্ষণ অবগত নহেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। পূর্ব্ব কালে গ্রীস্, আরব, মিসর, প্রভৃতি দেশীয় লোকদিগের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, যে শাস্ত্রের সাহায্যে সীস, রাঙ্গ, লৌহাদি নিকৃষ্ট ধাতুকে রৌপ্য ও স্বর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহাই রসায়ন শাস্ত্র। এইরূপ সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কত জনে যে কত প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্রের ওরূপ লক্ষণ প্রচলিত ছিল না বটে কিন্তু এককালে এখানে বস্তু মাত্রকে স্বর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এক সময়ে প্রায় সকল সভ্য দেশেই বস্তু মাত্রকে স্বর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা বিশেষ আগ্রহ সহকারে হইয়াছিল বলিয়াই কোন কোন দেশে ফিলজফার্স ষ্টোন (Philosopher's Stone) এবং অস্মদ্দেশে স্পর্শমণি কল্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা যে রসায়ন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রকৃত লক্ষণ অন্য রূপ। যে শাস্ত্র দ্বারা মিশ্র বস্তু মাত্রের উপাদান সকল বিয়োজন পূর্ব্বক তাহাদিগের স্বরূপ নির্ণয় ও একাধিক উপাদান একত্রে সংযোজন পূর্ব্বক মিশ্র পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায়, তাহারই নাম রসায়ন শাস্ত্র। দুগ্ধের উপ[illegible] যে নবনীত, ছানা, জল ও অম্লাদি পদার্থ, তৎসমুদায় পরস্পর বিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণাগুণ নির্ণয় করা এবং গন্ধক, সোরা, ও অঙ্গার প্রভৃতি উপাদান একত্রে মিশ্রিত করিয়া বারুদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা রসায়ন শাস্ত্রেরই কার্য্য।

এইরূপ সংযোগ বিয়োগ সাধন করাই যদি রসায়ন শাস্ত্রের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রথমে কোন্ দেশে যে ইহার অনুশীলন হইয়াছিল, তাহা অল্প আয়াস স্বীকার করিলেই অবধারণ করা যাইতে পারে। খনিজ পদার্থ সমূহ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহাদি ধাতু পরিষ্কৃত অবস্থায় পৃথক্ করিয়া লওয়া এবং এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতু বা এক ধাতুর সহিত অন্যবিধ পদার্থ সংযোগ করিয়া তৃতীয় বস্তু উৎপাদন করা রসায়ন শাস্ত্রীয় কার্য্য। বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট নানা প্রকার বস্তু অগ্নি সন্তাপে একত্রে রন্ধন করিয়া উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ একত্রে মিশ্রিত করিয়া নব নব মনোহর বর্ণ সকল উৎপাদন করাও রসায়ন শাস্ত্রীয় কার্য্য। ইক্ষু রস হইতে পরিষ্কৃত শর্করা, দুগ্ধ হইতে ছানা ও দধি এবং সুরকি ও চূর্ণ হইতে ইষ্টক গৃহ নির্ম্মাণ উপয়োগী পদার্থ প্রস্তুত করাও রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। এবম্বিধ কার্য্য সমুদায় যে দেশে প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দেশেই যে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাতিত হইয়াছিল, তাহাতে আর কাহারও কিছু মাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যেরূপ কার্য্য সমুদায়ের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহাদিগের অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি ও সভ্যতা সাপেক্ষ; সুতরাং যে দেশের অধিবাসীগণ যত দিন ঘোর অসভ্য অবস্থায় ছিলেন, তত দিন সে দেশে এবম্বিধ কার্য্য কলাপের

অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, কল্পনাও ছিল না। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা মধ্য-আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের চরিত পাঠ করিলেই প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মানবগণ যতই সভ্যাবস্থায় পাদ বিক্ষেপ করিতে থাকেন, ততই সুখ স্বচ্ছন্দতার উদ্দেশে উল্লিখিত রাসায়নিক কার্য্য কলাপের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে অল্পই হউক আর অধিকই হউক রসায়ন শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন জাতিই বন্যাবস্থা হইতে বহির্গত হইয়া সভ্যতার সোপানে পাদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং হইতেও পারেন না। সভ্যতার প্রথম সোপানে জ্যোতিষ্ ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না। যিনি কিঞ্চিন্মাত্র মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের নিত্য গৃহ কার্য্য ও জীবিকা সাধক বাহ্য কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি সহজেই স্বীকার করিবেন যে রাসায়নিক যোগ বিয়োগ ব্যতিরেকে আমরা এক দিবসও স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারি না। অতএব রসায়ন শাস্ত্রের জন্ম ভূমি অনুসন্ধান করিতে হইলে কোন্ দেশ সর্ব্ব প্রথমে আদিম অবস্থা হইতে সভ্যতার প্রথম সোপানে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই দেখা আবশ্যক। যে দেশ যে সময় হইতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত, সেই দেশ সেই সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের মাতৃ ভূমি হইয়াছে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে যেরূপ প্রাচীন কালে সভ্যতার অরুণ উদিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কোন দেশেই হয় নাই। মহর্ষি বেদব্যাস যে সময়ে বেদ সকল সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করেন, তখন এদেশে সভ্যতার আলোক যে কত দূর প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বেদব্যাস যে কোন্ সময়ে উক্ত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন তাহা পণ্ডিতবর কোলব্রুক ও আর্চডিকন প্রাট্ মহোদয়দ্বয় কর্ত্তৃক এক প্রকার নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেব বলেন যে বেদ সকল খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ শত বৎসর এবং আর্চডিকন প্রাট্ সাহেব বলেন খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে গণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একের গণনা হইতে অন্যের গণনা এক শত বৎসর ন্যুন হইল কেন, তাহা আমরা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। যাহা হউক যদি শেষোক্ত সংখ্যাটিকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও সকলকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আর আর সমুদায় দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই সভ্যতার জ্যোতি অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ শতাব্দী পূর্ব্বে কি গ্রীস, কি মিসর, কি আরব, কি চীন, কি ফিনিসিয়া, কি কালডিয়া কোন দেশেরই শ্রবণ যোগ্য কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারত ভিন্ন আর যে দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, তাহাতেই দেখিতে পাইবে খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই দেশে ধর্ম্ম শাস্ত্র কাহাকে বলে, বিজ্ঞান শাস্ত্র কাহাকে বলে, এমন কি লিখন পঠন কাহাকে বলে তাহা তদ্দেশের কেহই মুখাগ্রেও আনিত না। এতদ্ব্যতীত চীন, আরব ও মিসর সম্বন্ধে আবার এরূপও প্রমাণ

পাওয়া গিয়াছে যে তত্রত্য পূর্ব্বতন অধিবাসীগণ এদেশের সভ্যতার ফল ভোগ করিয়াই উন্নত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত এসিয়াটিক রিসার্চ পুস্তকের অনেক স্থানে এইরূপ সপ্রামাণিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব কালে এখানকার লোকেরা যাইয়াই চীন দেশে বসতি করেন, আরব দেশীয়েরা এখান হইতে ভাস্করাচার্য্য ও আর্য্যভট্ট প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট জ্যোতিষ্ ও গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং পূর্ব্ব কালে এখান হইতেই কতিপয় ব্রাহ্মণ বেদের কোন কোন অংশ লইয়া গিয়া মিসর দেশে বসতি করেন। এবম্বিধ প্রমাণাদির প্রতি নির্ভর করিয়া যদি ভারতবর্ষকেই প্রথম সভ্য দেশ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীগণ সভ্যতার সোপানে উত্থিত হইয়া যে সকল সংযোগ বিয়োগাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তদ্দ্বারাই বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্র পাতিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করিবেন যে ভারতবর্ষ প্রথম সভ্য দেশ বলিয়াই যে তাহাতে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা কেবল অনুমান মাত্র, তাঁহাদিগের প্রত্যয় নিমিত্ত দুই চারিটি ধ্রুব প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। যখন বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য, দধি ও ছানা, সুরা, ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন কে না স্বীকার করিবেন যে যে সময়ে বেদ সকল সংগৃহীত হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোকেরা এখানে বিবিধ উপায় দ্বারা খনিজাত মিশ্র পদার্থ সকল হইতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি পৃথক্ করিয়া লইতে পারিতেন, দুগ্ধের সহিত অম্ল পদার্থাদি স[illegible]গ করিয়া তাহাকে দধি রূপে পরিণত এবং তাহা হইতে ছানা পৃথক্ করিয়া লইতে পারিতেন, বিবিধ ঔদ্ভিজ্জ রসের সহিত বস্তু বিশেষ যোগ দ্বারা সুরা এবং ইষ্টক চূর্ণের সহিত প্রস্তর ভস্ম বা চূর্ণ সংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা গ্রন্থন-উপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করিতেন? বেদ সংগ্রহের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালে যে এদেশে রসায়ন শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত যে আয়ুর্ব্বেদ তাহাতেই সকলে প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আগামীতে অয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ সকলের সার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। সে সকল প্রমাণ এমনই প্রতীতি জনক যে সকলেই বোধ হয় অবাধে স্বীকার করিবেন যে যদিও অস্মদ্দেশীয় পুরাতন গ্রন্থাবলির মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না বটে, তথাচ এই দেশেই যে এক সময়ে তাহার প্রথম সূত্রপাত ও বিস্তর অনুশীলন হইয়াছিল, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

অত্রি সংহিতা।

অতঃপর অসৌচ নির্ণয় কহিতেছি, ইহার পর পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিব। অগ্নিহোত্রী, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধ হয়েন, কেবল মাত্র বেদ-পারগ হইলে তিনি তিন দিনে শুচি হয়েন এবং নিগুর্ণ ব্রাহ্মণের দশ দিনে অশৌচান্ত হয়। শাস্ত্রানুসারে গৃহীত-ব্রত, আহিতাগ্নি রাজার অশৌচ হয় না এবং ব্রাহ্মণেরা যাঁহার শুচিত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহারও অশৌচ হয় না। ব্রাহ্মণ দশরাত্রে শুদ্ধ হয়েন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুচি হয়েন, বৈশ্যের পঞ্চদশাহে শুদ্ধি হয় এবং

শূদ্রের এক মাসে অশৌচান্ত হয়। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড এবং প্রত্যেক সপিণ্ড হইতে গণনা করিয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকে গোত্রজ কহে, ইহার মধ্যেই পিণ্ড দান, তর্পণ, মরণাশৌচ ও জননাশৌচ বিহিত হয়। চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত দশরাত্র অশৌচ হয়, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত ছয় দিন, ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, অথবা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তিন দিন, অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত একাহ, নবম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রহরদ্বয় অশৌচ হয় এবং দশম পুরুষ পর্য্যন্ত স্নান মাত্রে শুচি হয়, তাহার পর আর অশৌচ হয় না। স্বামী বর্ত্তমানে অনুলোমজাতা পত্নীদিগের স্বামীর সমান অশৌচ এবং স্বামী অবর্ত্তমানে পিতৃ জাতীয় অশৌচ হয়। তৃতীয় পরম্পরায় শবস্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবেক এবং চতুর্থ পরম্পরায় শবস্পর্শে ভিক্ষাচরণে শুদ্ধ হইবেক। একত্র সংস্কৃত ও এক দ্রব্য-ভোজী স্ত্রীদিগের স্বামি জাতীয় অশৌচ এবং বিভক্ত হইলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শুচি হয়।

উষ্ট্রী দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ, অশৌচান্ন, পাচকান্ন এবং শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণে শুদ্ধ হয়। অথবা অশৌচান্ন অধর্ম্মজনক; তাহা ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও এক রাত্র জলে বাস করিবেক। জননাশৌচ বা মরণাশৌচে মহাযজ্ঞ বিধান করিবেক না, কিন্তু শুষ্কান্ন বা ফল দ্বারা হোম করিতে পারিবেক।

যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ দিবসের মধ্যে বালক মরে, তাহা হইলে সদ্যই শুদ্ধি হয়, জনন বা মরণ কোন অশৌচ হয় না। চূড়াকরণ হইলে পিণ্ডোদক দানে অধিকার জন্মে এবং সে নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বধা কহিতেও পারে, ব্রহ্মচারী ও যতিরাও ঐ রূপ করিতে পারেন। যজ্ঞে ও বিবাহকালে সদ্যঃ শৌচ বিধান করিতেছি, বি[illegible] ও উৎসব এবং যজ্ঞের মধ্যকালে যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব সংকল্পিত অর্থে দোষ জন্মায় না, ইহা অত্রি কহিয়াছেন। সদ্যো ভূমিষ্ঠ শিশু স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ আচমনে শুদ্ধ হয়েন, ক্ষত্রিয় পঞ্চমদিনে স্পর্শ করিবে, সপ্তম দিনে বৈশ্য, দশম দিনে শূদ্র এবং শূদ্র এক মাসে স্বয়ং শুদ্ধ হইবেক। ব্যাধিগ্রস্ত, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্ত, পরাধীন, স্বাধ্যায়-বিহীন ও ব্রত হীন, ইহারা সর্ব্বদাই অশুচি থাকে। পরিবিত্তি(১) দুই কৃচ্ছ্র, ব্রতে শুদ্ধ হয়, কন্যা কৃচ্ছ্র, ব্রতে শুদ্ধ হয়। কন্যার ও পাত্রের মাতা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, ব্রত করিবেক, পরিবেত্তা (২) সান্তপন ব্রত করিবেক। জ্যেষ্ঠ যদি কুব্জ, বামন, খঞ্জ, গর্হিত, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হয়, তাহার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষী হয় না। জ্যেষ্ঠ যদি ক্লীব, দেশান্তরস্থ, পতিত, প্রব্রজিত বা যোগশাস্ত্রাভিযুক্ত হয়, তাহাতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষ হয় না। যাহার পিতা পিতামহ বা অগ্রজ অগ্নিহোত্রে অনধিকারী এরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিবেদনে দোষী হয় না। জ্যেষ্ঠ যদি দেশান্তর গত বা মহাপাতকী কিম্বা মৃতপত্নীক হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ বিবাহে অনধিকারী নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি ভ্রষ্টাচারী বা চিররোগী হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমতিতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষী হয় না, ইহা শংখ কহিয়াছেন। অগ্নি, বেদ বা তপস্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অগ্র পশ্চাতে দোষ নাই কিন্তু জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা ব্যতীত কনিষ্ঠ শ্রাদ্ধে অধিকারী

---

(১) জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে যদি কনিষ্ঠ বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই জ্যেষ্ঠকে পরিবিত্তি বলে।

(২) অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে বিবাহ-কর্ত্তা ক[illegible]ষ্ঠকে পরি[illegible]

নহে। অতএব স্বর্গসাধন শ্রৌত স্মার্ত্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি ও কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপৎ অবধি চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া অন্ন ভোজন এবং অমাবস্যায় উপবাস করাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত কহে। নয় দিন এক এক গ্রাস অন্ন ভোজন করিয়া পরে তিন দিন উপবাস করার নাম অতি কৃচ্ছ্র ব্রত.মহাপাতকনাশক ব্রত এই কহিলাম। বেদাভ্যাস রত, ক্ষমাশীল ও মহাযজ্ঞ ক্রিয়া পর ব্যক্তিকে মহাপাতক জনিত পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। বায়ু মাত্র ভক্ষণ করত দিবসে সূর্য্যে নিয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও রাত্রিতে জলে বাস করিয়া সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত অন্য তিন প্রকার মহাপাতক নষ্ট হয়। পদ্ম পত্র, উড়ুম্বর পত্র, বিল্বপত্র, কুশপত্র ও অশ্বত্থ পত্রের জল মাত্র পান করাকে পর্ণ কৃচ্ছ্র কহে। পঞ্চগব্য, গোদুগ্ধ. গব্য দধি. গোমূত্র, গোময় এবং গোঘৃত মাত্র ভক্ষণ করিয়া পরদিন উপবাস করার নাম সান্তপন ব্রত। ছয় প্রকার সান্তপন দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য মাত্র এক এক দিন ভোজন করিয়া সপ্তম দিবসে উপবাস করিলে. তাহাকে মহা সান্তপন কহে। তিন দিন সায়ংকালে. তিন দিন প্রাতঃকালে. তিন দিন অযাচিত ভোজন করিয়া শেষ তিন দিন উপবাস করার নাম প্রাজাপত্য ব্রত, কিন্তু ইহাতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস, অযাচিতে চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস এবং পরে তিন দিন অনশন জানিবে। কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ অথচ যাহার মুখে যে প্রকার গ্রাস প্রবিষ্ট হয়,দেহ শুদ্ধির নিমিত্তে তদ্রূপ গ্রাস প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ, তি[illegible] ঘৃত পান করিয়া পরে তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিলে তাহার নাম তপ্ত কৃচ্ছ্র. কিন্তু তাহাতে জল ছয় পল পরিমাণ, দুগ্ধ তিন পল পরিমাণ এবং ঘৃত এক পল প্রমাণ মাত্র জানিবে। তিন দিন দধি সংযুক্ত, তিন দিন ঘৃত সংযুক্ত, তিন দিন দুগ্ধ সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিলে তাহাকে বৈদিক কৃচ্ছ্র বলে কিন্তু তাহাতে দধি ও দুগ্ধ তিন পল মাত্র, এবং ঘৃত এক পল মাত্র জানিবে। এক দিন একবার মাত্র ভোজন. এক দিন রাত্রি ভোজন এবং এক দিন অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এক দিন উপবাস করার নাম পাদ কৃচ্ছ্র। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করাকে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র কহে এবং দ্বাদশ দিন উপবাসের নাম পরাক ব্রত। তিন দিন পিণ্যাক, দধি ও শক্তুর এক এক গ্রাস ভোজন এবং এক দিন উপবাস. বার দিন এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সৌম্য কৃচ্ছ্র কহা যায়। পিণ্যাকাদি দ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক গ্রাস তিন দিন ভোজন ও দুই দিন উপবাস, এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে তুলা পুরুষ ব্রত কহে। কপিলা গো দোহন সময়ে ধারোষ্ণ দুগ্ধ মাত্র পান করাকে ব্যাস কৃচ্ছ্র বলে এবং তাহা চণ্ডাল প্রভৃতিকেও পবিত্র করে। প্রতিদিন কেবল মাত্র রাত্রিকালে ভোজন করার নাম নক্তব্রত। অনাদিষ্ট পাপেতে চান্দ্রায়ণই বিহিত হয়। দ্বিগুণ দক্ষিণক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞেতে যে ফল প্রাপ্তি হয়, এক কৃচ্ছ্র ব্রতে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। বেদাভ্যাস রত, ক্ষমাশীল ও শৌচাচার যুক্ত গৃহস্থও ধর্ম্ম শাস্ত্রাবেক্ষণে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দ্বিজাতির সম্বন্ধে এই সমুদায় উক্ত হইল।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

বৈদিক কবি ও ঋষিদিগের বংশাবলি প্রথমে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান-কুশল যাজক ও পুরোহিতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, ক্রমে কি রূপে আর্য্য জাতির মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহারাই অবশেষে আর্য্য সমাজের সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের একাধার স্বরূপ হইয়া, বুদ্ধি কৌশলে সমুদায় আর্য্য জাতির নেতা, নিয়ন্তা এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণের প্রভাব ও বিক্রম কেবল দৈহিক বল বীর্য্যেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহারা বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের উৎসাহ ও সমর ক্ষেত্রের গৌরব লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। ক্ষত্রিয় ভূপালগণ রাজ্যাধিপতি এবং জনসমাজের অতুল প্রতাপান্বিত শাসন কর্ত্তা হইলেও ব্রাহ্মণ বর্গের নিকট মস্তকাবনত করিতে বাধ্য হইতেন। ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিকূলে তাঁহাদের আদেশ প্রবল হইতে পারিত না; প্রচলিত আচার ও ব্যবহার পদ্ধতির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র সাধ্য ছিল না। আশ্রমিক বা সামাজিক ধর্ম্ম বিষয়ক কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে বেদবেত্তা বিপ্রগণের পরামর্শ ও ব্যবস্থা লইয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইত। এইরূপে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ সকলের শাসন কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং ব্রাহ্মণ বর্গের অনুশাসনানুযায়ী চলিতে বাধ্য হইতেন। কোন নৃপতি স্বীয় পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বেষী ও শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধাচারী হইলে, ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া নানা উপায়ে তাহাকে বিনষ্ট বা রাজ্য ভ্রষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেন না (১)। মহাভারতোক্ত বেণ, নহুষ, ও পুরূরবার বৃত্তান্তই এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাদুর্ভাব ক্রমে কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা মনুসংহিতা ও অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে। মনু এইরূপে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সকলের ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতে যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমুদায়ই ব্রহ্মস্ব, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ হেতু সকল বস্তুই পাইবার যোগ্য (২)। রাজা অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণকে কুপিত করিবেন না, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সবাহন সবল রাজাকে নষ্ট করেন। যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে সর্ব্বভুক করিয়াছেন, মহাসমুদ্রের জলকে অপেয় করিয়াছেন, চন্দ্রকে ক্ষয় যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রোধোদ্রেক করাইয়া কে বিনষ্ট হইবে? যাঁহারা স্বর্গাদি লোকের এবং দিক্‌পালগণের সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে দেবতাগণকে অদেবতা করিতে পারেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ক্ষুণ্ন করিয়া কে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক? পৃথিব্যাদি লোক ও দেবগণ, যজন যাজনাদি-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ বর্গকে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, বেদই যাঁহাদিগের ধন, জীবনাশা থাকিতে কে তাঁহাদের হিংসা করিবে? যেমন অগ্নি সংস্কৃত হউক বা অসংস্কৃত হউক সকলেরই দেবতা, সেই রূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা অবিদ্বান হউন সকলের পরম দেবতা (৩)।"

আর্য্য সমাজের আদি ভূত চারি শ্রেণী হইতে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহাদি দ্বারা বহু সংখ্যক বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছিল।

---

(১) মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ৩২০ শ্লোক।

(২) মনুসংহি... অধ্যায় ৯৬।১০০।১০১ শ্লোক।

(৩) ম... য় ৩১০-৩১৭ শ্লোক।

মনুসংহিতায় ৪৬টি বর্ণ সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে, ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও জাতীয় ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যগণের রাজ্যাধিকার ভারত ভূমি মধ্যে ক্রমে বিস্তার হইলে, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য বর্ব্বর জাতি সকল আর্য্যগণের সংস্রবে তদীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম অল্পে অল্পে অনুকরণ করিয়া অবশেষে আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়াছিল। বেদে আর্য্য সমাজ বহির্গত বর্ব্বর জাতি সকলকে দস্যু, অসুর, রাক্ষস, যাতুধান ও পিসাচাদি নামে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা আর্য্য ধর্ম্ম দ্বেষ্টা, ক্রিয়াহীন ও বেদ বর্জ্জিত ছিল এবং সর্ব্বদা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিত; তাহারা নিয়তই ঋষিগণ বা রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সামগ্রী বল পূর্ব্বক হরণ ও নানা প্রকার উৎপাত করিত। এই নিমিত্তই বোধ হয় আর্য্যগণ অনার্য্য জাতিগণের প্রতি সামান্য রূপে দস্যু নাম আরোপ করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় আর্য্য ভিন্ন যে সকল জাতির নামোল্লেখ আছে, তাহারা আর্য্য ধর্ম্মচ্যুত হীন-ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু কহেন যে তাহারা বেদ বর্জ্জিত হইয়া আর্য্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত ও জাত্যন্তররূপে পরিণত হইয়াছে। যথা

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ। ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাশকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ। ৪৪।
মনু দশম অধ্যায়

এই সকল ক্ষত্রিয়গণ উপনয়নাদি সংস্কার হীন হইয়া যাজন অধ্যাপন প্রায়চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ (৪)।

দস্যু জাতির যেরূপ পরিচয় মনুতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মনুসংহিতার মতে ম্লেচ্ছভাষী হউক বা আর্য্য ভাষী হউক যাহারা ক্রিয়ালোপ হেতু চতুর্ব্বর্ণ বহির্গত, তাহারাই দস্যু। দস্যু ও অপরাপর বর্ব্বর জাতিগণ আর্য্য জাতির সংস্পর্শে বা শাসনাধীনে আসিয়া ক্রমে যে আর্য্য ধর্ম্মানুযায়ী আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণ যে তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান এবং অনুমোদন করিতেন, তাহার একটি উদাহরণ শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়। যথা—

যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ ও কাম্বোজ জাতি, আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ বিভিন্ন দেশীয় এই সকল লোকে কি রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে আর দস্যু জীবিদিগের সম্বন্ধে বা কি বিধান করিতে হইবেক, হে সুরেশ্বর! এই সকল বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান কর, যে হেতু তুমি ক্ষত্রিয়গণের পরম বন্ধু। ইন্দ্র কহিলেন, দস্যুগণ পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবে, আচার্য্য ও গুরুর শুশ্রূষা করিবে, আশ্রম বাসীগণের ও নৃপতির শুশ্রূষা করিবে। বেদ বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মও তাহাদের পক্ষে বিহিত জানিবে। পিতৃ যজ্ঞানুষ্ঠান, কূপ ও জল-প্রণালী ও বিশ্রাম স্থান নির্ম্মাণ এবং যথা কালে ব্রাহ্মণকে দান, এই সকল কর্ম্ম তাহারা করিবে। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচাচার, অবিরোধ, পুত্র-দার-প্রতিপালন, যথা নিয়মে দায় বিভাগ, এই সকলও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইবেক এবং যাহারা উন্নতি

(৪) পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শি[illegible] সংশোধিত মনুসংহিতায় উপরোক্ত শ্লোকে যবন শব্দ "জবন" এবং পহ্লব শব্দ "অপহ্নব" রূপে লিখিত হইয়াছে। [illegible] তাহা ভ্রম।

ইচ্ছা করে, তাহারা সকল যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদান করিবে। দস্যু মাত্রে ব্যয়-সাধ্য পাক-যজ্ঞ করিবে। পুরাকাল হইতে এই প্রকারে বিহিত ক্রিয়া সকল সর্ব্ব সাধারণে অনুষ্ঠান করিবে। শান্তিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায় (৫)।

বর্ব্বর জাতিগণ আর্য্য জাতির সহিত সংস্পর্শ হেতু আর্য্য ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে যে তাহারা আর্য্য সমাজভুক্ত এবং বর্ণাশ্রম সংযুক্ত হইয়াছিল, তদ্‌বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্ম এক্ষণে যেমন কেবল হিন্দুসমাজ মধ্যে বদ্ধ ও সংকুচিত রহিয়াছে, হিন্দু ব্যতীত অপরাপর জাতি মধ্যে প্রচার হইতে পারে না; পূর্ব্বকালে তাহার এপ্রকার অনুদার ভাব ছিল না। তখন আর্য্যগণ যেমন আপনাদের শৌর্য্য ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভিন্ন দেশাধিকার ও ভিন্ন জাতিগণকে পরাজয় করিতেন, সেইরূপ তাঁহারা ঐ সকল জাতিকে আপনাদের ধর্ম্মে ও সভ্যতায় দীক্ষিত করিতে কিছু মাত্র সংকোচ প্রকাশ করিতেন না। এই রূপেই উড়িষ্যা-বাসী উড্র জাতি (৬) এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়, ত্রৈলঙ্গাদি অনার্য্য জাতিসমূহ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ও কালক্রমে হিন্দুসমাজ ভুক্ত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ মনুর সময়েই নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তখন অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতীয় কন্যার সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তদ্দ্বারা নূতন নূতন বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইত কিন্তু কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ এক কালীন রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে আর নূতন বর্ণ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে বিভিন্ন বর্ণ মধ্যে ভোজ্যান্নতা বিষয়ে এক্ষণকার ন্যায় কঠিন নিয়ম ছিল না, ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে শূদ্রের মধ্যে দাস ও গোপাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতেন, তাহাও একালের শাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন (৭)। এই রূপে জাতি ভেদ নিয়ম ক্রমশ অধিকতর কঠিন হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক সময়ের পরে বর্ণাশ্রম বিধান কি প্রকার ছিল ও তদ্দ্বারা হিন্দুগণের সামাজিক অবস্থার কি রূপ ভাব গতিক হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং প্রস্তাবটি এই স্থানে সমাপন করা গেল।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে জাতি ভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় হিন্দুসমাজের কি রূপ ইষ্টানিষ্ট উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে বিস্তর মত ভেদ দৃষ্ট হয়। জাতি ভেদ

(৫) যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ।২৪২৯
শাকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ।
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দাঃ রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ।
কথং ধর্ম্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্‌বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ভগবংস্তদ্ ব্রবীহি মে।
ত্বং বন্ধুভূতোহস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং সুরেশ্বর।
ইন্দ্রউবাচ।
মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনাং।
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে।
পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ।
দানানি চ যথা কালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা।
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদানানুপালনং।
ভরণং পুত্রদারাণাং শুচমদ্রোহ এব চ।
দক্ষিণা সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পাকযজ্ঞাঃ মহার্হাশ্চ দাতব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
এতান্যেবম্প্রকারাণি বিহিতানি পুরাঽনঘ।
সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীতি হি শ্রুতিঃ।

(৬) Hunter's Orissa, page, 241.

(৭) শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপি চ।
আদিত্যপুরাণ।

কোন না কোন প্রকারে যে সকল দেশেই প্রচলিত আছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত বিদ্যা বুদ্ধি ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ের ন্যূনাধিক্য হেতু লোক সমূহের অবস্থার ইতর বিশেষ থাকিবেক, সে পর্য্যন্ত জনসমাজ স্বভাবত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবেক। সুতরাং সামাজিক শ্রেণী বিভাগ মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থার একটি অনিবার্য্য ফল। সেই সকল সামাজিক শ্রেণী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুসমাজের জাতি ভেদের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহা হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে একই অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে হিন্দু সমাজকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ণ ভেদের প্রথম অঙ্কুর যে আর্য্যগণের তাৎকালিক অবস্থা ও সামাজিক প্রয়োজনানুরোধ বশত হইয়াছিল এবং তাহা যে ক্রমে ক্রমে ও অল্পে অল্পে পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, একথা বোধ হয় এই প্রস্তাবে সন্তোষ জনক রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এই জাতি ভেদ প্রথাকে প্রবল রূপে বদ্ধমূল ও অবিচলিত ভাবে চিরকালের জন্য প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে নানা কল্পিত কথা দ্বারা ইহাকে অলৌকিক ব্যাপার ও স্বয়ং প্রজাপতির সৃষ্টি বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং জাতি ভেদ সংক্রান্ত ব্যবস্থার ভাল মন্দ বিষয়ে বিচার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। শাস্ত্রকারেরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে রূপে প্রচার করিলেন, তাহাই অবিতর্কিত ভাবে সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ও আচরিতব্য হইল। এই উপায়ে প্রথমাবস্থায় আর্য্যগণ যে সত্বর সমাজ সংবদ্ধ হইয়া সভ্যতার পদে আরোহণ করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামাজকে বিধি-বদ্ধ করিয়া আন্তরিক শান্তি স্থাপন; সকলের সমবেত চেষ্টায় বাহিরের শত্রুগণ হইতে সমাজ সংরক্ষণ এবং সমাজের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন কার্য্য ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগ; নব্য জনপদের স্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় এবং এই তিনটি উদ্দেশ্যই আর্য্যগণের বর্ণাশ্রম বিধান দ্বারা সুচারু রূপে সংসাধিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৭২ সংখ্যক পত্রিকার ৯০ পৃষ্ঠার পর।

গড়তোপ সহরের উত্তরে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর আছে, রাখী-পূর্ণিমার দিন এ দেশীয় রাজপুরুষেরা এই প্রান্তরে একত্র হইয়া মহাসমারোহের সহিত যুদ্ধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং তাহা দেখিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। নানা প্রকার যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শনের পর তির দ্বারা একটি লক্ষ বিদ্ধ করা হয়। বহু দূরে চক্রাকার একটি লক্ষ এক উচ্চ স্থানে লম্বমান থাকে, যিনি তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি জিত হন এবং নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। পরে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতে করিতে সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করে। এতদ্দেশীয় লোকেরা বালক বালিকা ক্রয় বিক্রয় করে, বিশেষত লামাগুরুরা যে কোন জাতীয় কন্যা পুত্র হউক না কেন ক্রয় করিয়া শিষ্য করিয়া রাখেন। এখানে পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালকত্ব থাকে, এপর্য্যন্ত বালক বালিকারা বস্ত্র পরিধান করে না। এখানকার রৌপ্য মুদ্রা অতি বৃহৎ, তাহার ওজন ১৭৭ তোলা, এবং নেপালাধিপতির মুদ্রাও এখানে প্রচলিত আছে, উহার নাম মধুরমালী, উহার এক পৃষ্ঠে দেবনাগর অক্ষরে শ্রীশ্রীশ্রী গুরু গোরখ্‌নাথ, অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীশ্রী সুরেন্দ্র সাহা, এই রূপ মুদ্রিত থাকে, এবং ইংরাজী রৌপ্য মুদ্রাও চলে। এখানে পয়সা প্রচলিত নাই, এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা আছে, তাহার মূল্য তিন আনা মাত্র।

গড়তোপ হইতে লামাছিয়া চারি ক্রোশ, লামাছিয়া হইতে কোচেতিং ছয় ক্রোশ, কোচেতিং হইতে মানাফানি দুই ক্রোশ, মানাফানি হইতে দংপুর মঠ তিন

ক্রোশ। এই নংপুতে হন দেশীয় নিমাটোসি নামক এক ব্যক্তি বাস করেন, ইনি পূর্ব্বে ভাবা ছিলেন, পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইয়াছেন। ইহাঁর ভ্রাতৃপুত্রের নাম গেলপু। ইহাঁরা অতি দয়াবান্ ও পরোকারী। কোন বিদেশীয় ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইলে ইহাঁরা যথা-সাধ্য উপকার করেন এবং বদরিকাশ্রমে পৌছিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ দিয়া পথিকের সহিত যোগ করিয়া দেন। এখান হইতে পঞ্চদশ দিবসে নীতিঘাটায় পৌছান যায় এবং তথা হইতে মানাঘাটা ও বদরিকাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। ললিতা সুন্দরী। প্রথম সর্গ। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গলা যন্ত্র। সম্বৎ ১৯৩১।

মনুষ্য যেমন বাল্যাবস্থাতে বয়ো জ্যেষ্ঠদিগের যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ করিতে ভাল বাসে, তেমনি এক জাতি শ্রেষ্ঠতর জাতি দ্বারা বিজিত হইলে শেষোক্ত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। আমাদিগের বঙ্গদেশে অন্য সকল বিষয়ে যেমন এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গলা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণে পরিপূর্ণ। নিপুণ অনুকরণ দেখিলেও সন্তুষ্ট হওয়া যায় কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত অধিকাংশ কাব্য ঐ প্রকার অনুকরণেরও পরিচয় দেয় না। অধরলাল বাবু এক জন নিপুণ অনুকারক বটে। ইংরাজী কবির মধ্যে বাইরণ, স্কট্, মুর্ই অধরলাল বাবুর প্রধান আদর্শ। তাঁহাদিগের গ্রন্থই তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চতম স্বর্গ। তিনি তদপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গে আরোহণ করিতে চেষ্টা কেন না করেন? তিনি ঐ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবিকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা কেন না করেন? সার্ উইলিয়ম জোন্স প্রত্যেক বিষয়ের রচনার সময় সেই বিষয়ের উচ্চতম আদর্শ আপনার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিতেন। যখন উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে কোন প্রস্তাব রচনা করিতেন, তখন লিনিয়সকে আপনার আদর্শ করিতেন, যখন জ্যোতিষ বিষয়ে কোন প্রস্তাব রচনা করিতেন, তখন নিউটনকে আপনার আদর্শ করিতেন, যখন কবিতা রচনা করিতেন, তখন শেস্‌কপিয়র ও মিল্টনকে আপনার আদর্শ করিতেন। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিবার উপকার এই যে অধিক উৎকর্ষ যদি লাভ না করা যায়, তবু কিয়ৎ পরিমাণেও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়। এই অভিপ্রায়ে আমরা অধরলাল বাবুকে উচ্চতম আদর্শ স্থির করিতে বলিতেছি। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বয়ঃক্রম অল্প। এখন অবধি ঐ প্রকার উচ্চতম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কবিতা লিখিলে পরিপক্ব বয়সে যশের মন্দিরে তাঁহার এক আসন প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার নিকট আমাদিগের আর একটি অনুরোধ আছে। তিনি চর্ব্বিত চর্বন আদিরস ঘটিত বিষয় কাব্য না লিখিয়া অন্য কোন মহত্তর বিষয়ে কাব্য লিখুন। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় আদিরস ঘটিত কাব্যের প্রাচুর্য্যে জ্বালাতন হইয়াছি। আমরা একটি বিষয়ে অধরলাল বাবুর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি পবিত্র উদ্বাহ রীতিকে ভাল বলেন না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

> "কি ছার মিছার বিয়ে, অসার, নীরস,
> সাধের প্রণয় কিরে বাসনার বস"।

এই প্রকার মত লোকসমাজের যেরূপ অনিষ্টকর এমন আর অন্য কিছুই নহে। এই মতের পোষক বাক্য বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত অনেক কবিতা ও উপন্যাসে দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা কবিতা রূপ শস্যে এই কীট শীঘ্র শীঘ্র ধরিল। আমরা এই সকল আপাত মনোরম কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর মত সম্বন্ধে সাধারণ বর্গকে আমাদিগের কবির বচন দ্বারাই সাবধান করিয়া দিতেছি।

> "দেখিয়ে সুন্দর রূপ ভুলিবে পরাণ,
> যখন করিবে তুচ্ছ পবিত্র সম্মান,
> আদরেতে আলিঙ্গন করিবে হৃদয়,
> বিষম ছোবলে হবে জীবন সংশয়"!

২। সানুবাদ—দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী। শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক। কলিকাতা, বিডন যন্ত্র, ১২৮১।

এই পুস্তক শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রমানাথ ঠাকুর সি, এস, আই, বাহাদুরকে উৎসর্গিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি-প্রণীত চণ্ডী ধর্ম্মের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে হিন্দুবর্গের অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। কবিতার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে জগতের মধ্যে উহা একটি প্রধান বীররস কাব্য। ভাবের উচ্চতাতে উহা বোধ হয় মিল্টন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। দুর্গা প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রকৃতি যেমন শোভাময় ও মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ, চণ্ডী গ্রন্থও সেইরূপ শোভাময় ও মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ। বিজয় বাবু ঈদৃশ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সাধারণের বিশিষ্ট উপকার করিয়াছেন। অনুবাদ উত্তম হইয়াছে।

৩। Adresses delivered at the Fifteenth and Seventeenth Anniversary Meetings of the Burrabazar Family Literary Club. By Gosto Behary Mullick.

গোষ্ঠবিহারী [illegible]কে আমাদিগের যাহা বলিবার

তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিতে অভ্যাস করুন।

৪। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সংকলিত। এলাহাবাদ বিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭৯৬ শক।

এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত সংকলন করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংকলনে নিপুণতা জন্য ঈশান বসুর নাম প্রসিদ্ধই আছে।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন, বেদান্তের সার, তলবকার উপনষৎ, ঈশোপনষৎ, সহমরণ বিষয়ক তিন পুস্তক, চারি প্রশ্নের উত্তর, পথ্য প্রদান, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, কায়স্থের মদ্যপান বিষয়ক বিচার এবং বজ্রসূচী গ্রন্থ পর্য্যন্ত ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফরমা মূল্য ॥০ আট আনা। বিদেশে পাঠাইবার মাশুল প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা। যাঁহারা এই গ্রন্থ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ছয় খণ্ডের মূল্য ৩্ তিন টাকা বিদেশীয় গ্রাহকগণ মাশুল সমেত ৩।৵০ পাঠাইলে তাঁহাদের নিকট পুস্তক প্রেরণ করা যাইবে। গ্রাহকগণ ত্বরায় স্বীয় স্বীয় নাম ধাম সহ পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

যে সকল মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড অবধি পাইয়াছেন, অথচ অদ্যাপি মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারদিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া সাহায্য প্রদান করিবেন ইতি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু সংকলিত। আদি ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৩৯৯৸/১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		...	৪৩৬।০
সমষ্টি	...	...	৮৩৬/১৫
ব্যয়	...	...	৬০০।/১৫
স্থিত	...	...	২৩৫৸০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩৸৵৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	১০৩৸৶০
পুস্তকালয়	...	...	২০৸৶১৫
যন্ত্রালয়	...	...	২৪৯।৶৫
গচ্ছিত	...	...	২১॥/১০
সমষ্টি	...	...	৩৯৯৸/১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৬৸/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৩০৬৸৵৫
পুস্তকালয়	...	...	৩১৸/১০
যন্ত্রালয়	...	...	১৫৬।০
গচ্ছিত	...	...	১৮॥৫
সমষ্টি	...	...	৬,০০।/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১
দানাধারে প্রাপ্ত	...	৸৵৫
		৩৸৵৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ কার্ত্তিক শনিবার।

Registered No 58.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৫ সংখ্যা　　অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক　　ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
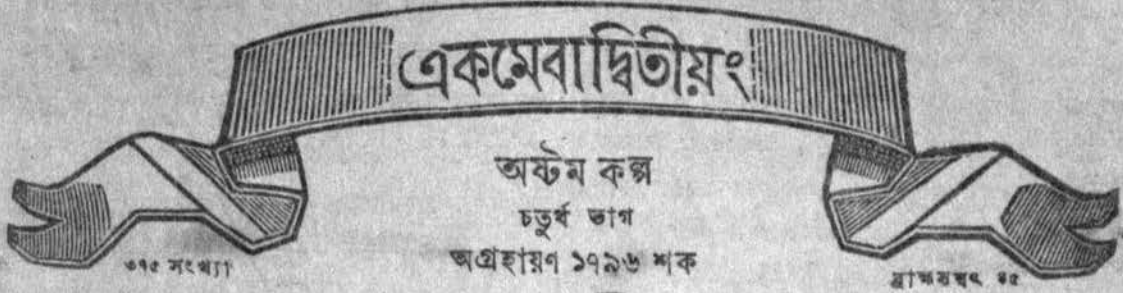
ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

চতুর্থ খণ্ড।

ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং।১।

'ওঁ ইতি এতৎ অক্ষরং উপাসীত' 'ওঁ ইতি হি উদ্‌গায়তি তস্য উপব্যাখ্যানং' ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং।১।

ওঙ্কার রূপ অক্ষরের উপাসনা করিবেক, যে হেতু ওঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান হইয়া থাকে। সেই অক্ষরের ব্যাখ্যান প্রবৃত্ত হইতেছে।১।

দেবা বৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদযন্ যদেভিরচ্ছাদযংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং।২।

'দেবাঃ বৈ' 'মৃত্যোঃ' মারকাৎ 'বিভ্যতঃ' কিং কৃতবন্তঃ ইত্যুচ্যতে 'ত্রয়ীং বিদ্যাং' ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম 'প্রাবিশন্' প্রবিষ্টবন্তঃ বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্তঃ মৃত্যোস্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিঞ্চ 'তে' কর্ম্মণ্যবিনিযুক্তৈঃ 'ছন্দোভিঃ' মন্ত্রৈঃ জপহোমাদি কুর্ব্বন্তঃ আত্মানং কর্ম্মান্তরেষু 'অচ্ছাদযন্' ছাদিতবন্তঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'এভিঃ' মন্ত্রৈঃ 'অচ্ছাদযন্' 'তৎ' তস্মাৎ 'ছন্দসাং' মন্ত্রাণাং ছাদনাৎ 'ছন্দস্ত্বং' প্রসিদ্ধমেব।২।

দেবতারা মৃত্যু হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বেদ বিহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বেদ মন্ত্র দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। যেহেতু মন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করেন, সেই জন্য মন্ত্রের ছন্দস্ত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে।২।

তানু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিত্বোর্দ্ধ্বাঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্।৩।

'তান্' দেবান্ কর্ম্মপরায়ণান্ 'উ' তত্র 'মৃত্যুঃ' 'যথা' লোকে মৎস্যঘাতকঃ 'মৎস্যং' 'উদকে' নাতিগম্ভীরে 'পরিপশ্যেৎ' বড়িশোদকস্রাবোপায়সাধ্যং মন্যমানঃ 'এবং' কর্ম্মক্ষযোপাযসাধ্যান্ 'পর্য্যপশ্যেৎ' দৃষ্টবান্। ক্বাসৌ দেবান্ দদর্শেত্যুচ্যতে 'ঋচি সাম্নি যজুষি' ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধিকর্ম্মণি। 'তে নু' দেবাঃ মৃত্যোঃ চিকীর্ষিতং 'বিত্বা' বিদিত্বা ততঃ 'ঊর্দ্ধ্বাঃ' ব্যাবৃত্তাঃ কর্ম্মভ্যঃ 'ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ' ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণঃ অভ্যুত্থায অমৃতাভযগুণং অক্ষরং 'স্বরংএব' 'প্রাবিশন্' প্রবিষ্টবন্তঃ।৩।

যেমন লোকে মৎস্য ঘাতকেরা অনতি গম্ভীর জলে মৎস্য দেখিতে পায়, সেইরূপ মৃত্যু ঋগ্‌ যজুঃ সাম বিহিত কর্ম্মে দেবতাদিগকে দেখিতে পাইল। অনন্তর দেবতারা তাহা জানিতে পারিয়া তৎকর্ম্ম হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্বর অক্ষরে প্রবেশ করিলেন।৩।

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং [illegible] যজুরেব উ স্বরোযদেতদক্ষর-

মেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্। ৪।

কথং স্বরশব্দবাচ্যত্বমক্ষরস্যেত্যুচ্যতে ‘যদাবৈ ঋচং আপ্নোতি ওমিত্যেব অতিস্বরতি এবং সাম এবং যজুঃ’ ‘এষঃ উ’ এব ‘স্বরঃ’। কোসৌ ‘যৎ এতৎ অক্ষরং এতৎ অমৃতং অভয়ং’। ‘তৎ প্রবিশ্য’ ‘দেবাঃ’ যথা-গুণং এবং ‘অমৃতাঃ’ ‘অভযাঃ’ চ ‘অভবন্’। ৪।

দেবতারা যখন ঋক্ প্রাপ্ত হইলেন, তখন ওঁ বলিয়া অতিশব্দ করিলেন, এই রূপ সাম ও এই রূপ যজু, ইহাই স্বর। যে এই অক্ষর ইহাই অমৃত ও অভয়। তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবতারা অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন। ৪।

সযএতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেত-দেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্র-বিশ্য যদমৃতাদেবাস্তদমৃতো ভবতি। ৫।

‘সঃ যঃ’ অন্যোপি দেববদেব ‘এতৎ’ অক্ষরং ‘এবং’ অমৃতাভযগুণং ‘বিদ্বান্’ জানন্ ‘প্রণৌতি’ স্তৌতি উপা-সনমেবাত্র স্তুতিরভিপ্রেতা, সঃ তথৈব ‘এতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য’ রাজকুলং প্রবি-ষ্টানামিব নান্তরঙ্গবহিরঙ্গতা, কিন্তু ‘যদমৃতাঃ দেবাঃ’ অভূবন্ ‘তদমৃতঃ ভবতি’। ৫।

অন্য যে কোন ব্যক্তি এই ওঙ্কার অক্ষরকে এই রূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই অমৃত অব্যয় অক্ষর স্বরূপ স্বরে প্রবেশ করেন, এবং দেবতারা যেরূপ অমৃত হইয়াছেন, তিনিও সেই রূপ অমৃত হয়েন। ৫।

সাংখ্য দর্শন।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

চক্ষুঃ কেবল রূপেতেই সংসক্ত হয়, সুতরাং চক্ষুর্দ্বারা রূপ বা রূপবদ্বস্তু ব্যতীত শব্দ স্পর্শাদির গ্রহণ হইতে পারে না। শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত অপর চারিটি ই-ন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে, প্রথমতঃ, শব্দ-গ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে—

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় [illegible] ইও প্র-ত্যক্ষের অগোচর বস্তু। কেবল অনুমিতি দ্বারাই উহার উপলব্ধি ও অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। উহার আশ্রয় স্থান কর্ণান্তঃপ্রদেশ। কম্বুগল-গহ্বরের রচনা পরিপাটী যেরূপ, শ্রবণ যন্ত্রের রচনা পরিপাটীও প্রায় সেই রূপ। কর্ণের অন্তরাল প্রদেশের যে স্থলে বক্রাবর্ত্ত ছিদ্রের সমাপ্তি হইয়াছে, সেই স্থলে এক অণু পরি-মিত স্থিতি-স্থাপক-গুণ-যুক্ত স্নায়ু মণ্ডল (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগ্রন্থি) আছে। সূচীন এক খণ্ড ত্বক্ উহাকে আবরণ করিয়া আছে। ঐ আবরক ত্বক্ খণ্ডের নাম শস্কুলি। ঐ শস্কুলি পরিমিত শ্রোত্রাকাশ, নৈয়ায়িক দিগের মতে শ্রবণেন্দ্রিয় কিন্তু সাংখ্য মতে উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোলক। শ্রবণেন্দ্রিয় ঐ শস্কুলি স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য সাধন করিতেছে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও সাংখ্য মতে আহঙ্কারিক (১)। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ প্রণালী কি রূপ?— সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই। শাস্ত্রান্তরে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাকে নিন্দাও করেন নাই। ই-হাতে অনুমান হয় যে, শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রণা-লীই সাংখ্যকারের অভিমত (২)। শাস্ত্রান্তরে দ্বিবিধ প্রণালীর বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে এক

---

(১) “কর্ণ শস্কুল্যবছিন্নং নভঃ শ্রোত্রম্” এই বাক্য দ্বারা ন্যায় মতে শ্রবণেন্দ্রিয় ভৌতিক হইতেছে, আর “সাত্ত্বিকমেকাদশগণকম্” এই বাক্য দ্বারা সাংখ্যকার উহাকে আহঙ্কারিক বলিতেছেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আহ-ঙ্কারিকত্ব যে প্রকারে অনুভব করিতে হইয়াছে—শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্বও সেই প্রকারে বোধগম্য করিতে হইবে।

(২) “স্বশাস্ত্রানুক্তসন্দিগ্ধার্থেষু সমানতন্ত্রসিদ্ধান্তস্যৈব সিদ্ধান্তত্বম্” কোন এক শাস্ত্রে কোন এক বিষয়ের নির্ণয় করা হয় নাই, কিন্তু তাহা ভিন্ন শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, এমত স্থলে সেই অনুক্তবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, তৎসজাতীয় শাস্ত্রে যাহা নির্ণীত হইয়াছে, [illegible] গ্রহণ করিবে, কেন না, তাহাই তাহার সিদ্ধান্ত।

প্রণালী বীচি তরঙ্গ ন্যায়ানুসারিণী—অপর প্রণালী কদম্ব গোলক ন্যায়ানুসারিণী। বীচি তরঙ্গ ন্যায়ানুসারিণী যথা,—

কোন এক স্থির-জল জলাশয়ের মধ্যে কোন প্রকার অভিঘাত উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য, তত্রত্য জলে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হইবে। অতঃপর সেই বেগ, অভিঘাত স্থানকে বেষ্টন করিয়া এক মূল তরঙ্গের উৎপত্তি করিবে। ক্রমে, বেগ হইতে বেগান্তর—তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে, বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর আকার প্রাপ্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তরঙ্গ ক্রমিক হ্রাস হইতে হইতে এক স্থানে বিলয় হয়, আর যদি মধ্যে কোথাও বেগ নিরোধক বস্তু (কুল) প্রাপ্ত হয়, তবে সেই স্থানেই বিকৃত হইয়া বিনষ্ট হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বায়ু পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের যে কোন স্থানে হউক না কেন, কোন প্রকার অভিঘাত (এক বস্তুতে আর এক বস্তুর বেগে সংলগ্ন হওয়া) উপস্থিত হইলে, তত্রত্য বায়ুতে এক প্রকার বেগ জন্মে। ঐ বেগ কি করে?—না আঘাত স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া তত্রত্য বায়ুকে তরঙ্গায়িত করে। আঘাত কালে যেমন বায়ুতে বেগ জন্মিয়াছিল, তেমনি আকাশে ধ্বনি (শব্দ) জন্মিয়াছিল। সেই ধ্বনি ঐ তরঙ্গায়মান বায়ুতে আরোহণ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট সমর্পণ করে। যদ্যপি ইন্দ্রিয় নিকটে না থাকে, তবে সেই আকাশোৎপন্ন শব্দটি আপনার উৎপত্তি স্থান আকাশেই লীন হয়। অপিচ, স্থিরজল জলাশয়ের মধ্যে আঘাত করিলে যে, তদুত্থ তরঙ্গ কদাচিৎ তীর স্পর্শ করে, কদাচিৎ নাও করে, তাহার কারণ কেবল আঘাত বল বা আঘাত জন্য বেগের তারতম্য ঘটনা; বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দুর গতি—আর অল্প পরিমাণে হইলে অদূর গতি হইয়া থাকে। শব্দের গতিও ঠিক্ ঐরূপ, অর্থাৎ যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে, শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই রূপে (বীচিতরঙ্গের দৃষ্টান্তে) শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ প্রকার নির্ণয় করেন। উক্ত প্রকারে নির্ণীত হইলে নিম্ন প্রকটিত ঘটনা গুলি সোপপত্তিক হয়—

"শব্দ বহন কারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হইবে না"—"সাম্মুখ্য থাকিলে দুরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যাইবে"—"শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাত স্থান, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বায়ুর বেগ রোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যাইবে না বা অল্প শুনা যাইবে"—"দুরত্ব, পার্থিব প্রদেশে হইলে যে পরিমাণে শব্দ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়, এমন কি, পার্থিব প্রদেশের অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত দুরত্ব—আর জলময় প্রদেশের এক ক্রোশ পরিমিত দুরত্ব, উভয়ই সমান; কেন না, জলময় প্রদেশে বায়ুতে স্বভাবতই বেগ থাকে" "শব্দ উত্থিত হইবামাত্র তরঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা শুনিতে পায়" "দিন অপেক্ষা মধ্য রাত্রে অধিক দূরের শব্দ শ্রবণ গোচর হয়, তৎকালে অভিভাবক শব্দান্তর থাকে না এবং মধ্য রাত্রের বায়ুতে স্বভাবতঃ বেগ জন্মে"—ইত্যাদি—

বীচিতরঙ্গ ন্যায়-বাদীর মত, আর কদম্ব গোলক ন্যায়-বাদীর মত প্রায় এক রূপ। প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গ বাদী বলেন শব্দ একটিই জন্মে—কদম্ব গোলক বাদী বলেন, কদম্ব [illegible] ন্যায় নানা শব্দ জন্মে।

কদম্ব কুসুমের কিঞ্জল্কারোহণ স্থান বর্ত্তুল। সেই বর্ত্তুল অংশের সর্ব্ব দিক্ ব্যাপিয়া, এক থাকে, বহুল কেশর জন্মে। সেই সকল কেশর আবার স্বশিরঃ প্রদেশে কেশরান্তর জন্মায়। শব্দও ঐরূপ আঘাত স্থান হইতে এককালে দশ দিক্ অভিমুখে দশ সংখ্যায় জন্ম লাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশ শব্দ জন্মে, ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্ত হয় *।

বীচিতরঙ্গ ও কদম্ব গোলক, এই দ্বিধা দৃষ্টান্ত প্রদায়ী আচার্য্যদ্বয়েরই মতে শব্দ ক্ষণ-স্থায়ী পদার্থ। এমন কি, শব্দ তিন্‌ক্ষণের অতিরিক্ত কাল থাকে না। সুতরাং বায়ুর দুরগামী বেগ সত্ত্বেও সে আপনার নাশ কালে উপস্থিত হওয়াতে বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য আমরা দেশান্তরের শব্দ শুনিতে পাই না। তবে যে আমরা প্রহরব্যাপী বংশী নিনাদ শুনিয়া থাকি, সে একটি শব্দ নহে, শব্দধারা। অপিচ, উক্ত সিদ্ধান্তে অপর এই এক সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে ত্রিক্ষণ শব্দের জীবন, সেই ত্রিক্ষণের মধ্যে শব্দ, বেগ-অনুসারে ক্রোশান্তে চালিত হইতে পারে—আবার অর্দ্ধ ক্রোশ যাইতেও পারে না এবং দুর গমন কালে শব্দ ক্ষীণ হইতে হইতেই যায়; কেন না, ক্ষীণতা ব্যতিরেকে কোন বস্তুই ধ্বংস হয় না। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়, তবে এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, এমন এক প্রকার শব্দ আছে যে, সে শব্দ নিকট অপেক্ষা দূরে গিয়া পুষ্ট হয়; তাহা কেন হয়?—

উত্তর এই যে, যে শব্দের প্রতিধ্বনি জন্মে, সেই শব্দই দূরে গিয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে স্থূলতা বাস্তবিক নহে। বিবেচনা কর, ধ্বনি-জন্য ধ্বনির নাম প্রতিধ্বনি। দ্বিতীয় ক্ষণ ব্যতিরেকে প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ সম্ভবে না। যদি দ্বিতীয় ক্ষণেই প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ হইল, তবে এক অতিরিক্ত ক্ষণ ব্যাপিয়া মূল শব্দের গতি পাওয়া গেল এবং দ্বিতীয় ক্ষণে একেবারে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয়ই যুগপৎ তত্রত্য মনুষ্যের শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, সুতরাং সেই শব্দ নিকট অপেক্ষা দূরস্থ মনুষ্যের নিকট স্থূলতা জ্ঞান জন্মাইবে। এতাবতা, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয়ের ভেদ জ্ঞান না হওয়াই স্থূলত্ব বোধের কারণ। প্রতিধ্বনি কি পদার্থ?—এবং কেন, ইহা হয়?—তাহা শব্দ প্রকরণে [illegible]

* উক্ত উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয় স্থানে গিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আর এক মত আছে, সে মতে শব্দ আঘাত স্থানে উৎপন্ন হয় না। আঘাত স্থলে কেবল বেগ জন্মে। ঐ বেগ শ্রোত্র স্থান প্রাপ্ত হইলে তথায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। "শব্দস্তু শ্রোত্রোৎপন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে" (ন্যায়গ্রন্থ) গ্রন্থিহীন বংশ খণ্ডের এক দিকে লূতা নির্ম্মোক (মাকড়শার ডিমের ত্বক্) বা আনক-পত্রের ত্বক্ দ্বারা আবৃত করিয়া, অপর দিকে ফুৎকার প্রদান করিলে যে তন্মধ্যে বেগ উপস্থিত হয়, সেই বেগ ঐ আবরণত্বকে আঘাত করিলে, তবে সেই অভিঘাত স্থলে শব্দ জন্মিবে। এই দৃষ্টান্ত উভয় বাদীরাই দিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় পক্ষে যে কি প্রকারে সংগতি হয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। যাহা হউক কর্ণ শষ্কুলিও এই যন্ত্র তুল্য কার্য্যকারী বটে। অপর এক মত আছে যে, শব্দ ইন্দ্রিয় স্থানে গমন করে না, ইন্দ্রিয়ই শব্দ স্থানে গিয়া গ্রহণ করে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয় প্রদেশে যায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেইরূপ শব্দ স্থানে যায়। বলেন, "ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ" "আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি।" শব্দ স্থানে ইন্দ্রিয়ের গতি না হইলে উক্ত প্রকার অনুভব হইত না। কারণ, ভেরীতে যে শব্দোৎপত্তি হইয়াছিল, বীচিতরঙ্গ বাদীর মতে সে শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় নাই। কিন্তু সেই শব্দ জন্য শব্দান্তরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে। তাহা হইলে "ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভব না হইয়া "ভেরীর শব্দ জন্য শব্দ জন্য শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভব হওয়াই উচিত। যখন তাহা হয় না, তখন শব্দ [illegible]ন্দ্রিয় স্থানে যায়, তাহা স্বীকার করা যায় না, ই[illegible] যায়।

ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানা জাতীয় স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। দ্রব্য ও ত্বক্‌ এই উভয়ের সংযোগ হইলে, ত্বগিন্দ্রিয় দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ সমূহকে গ্রহণ করত মনের সাহায্যে আত্মাতে তত্তৎ জ্ঞানের উৎপাদন করে। ত্বকে দ্রব্য সংযোগ হইলেই ত্বক্‌ দ্রব্যগত যাবৎ গুণকেই গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব এই দুইটি গুণ গ্রহণ পক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহণ হয় না, উহাতে বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ সংযোগেই আবশ্যক। ঐ চাপা রূপ দৈহিক কার্য্যটি আত্মার প্রযত্ন বলেই সম্পন্ন হয়, তন্নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই *।

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান ত্বক্‌ অর্থাৎ চর্ম্ম বিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্য চর্ম্ম প্রকৃত ত্বক্‌ নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্মই প্রকৃত ত্বক্‌ হইত, তাহা হইলে কেবল মাত্র সংযোগ বশতঃ বাহ্য শীলতত্বাদিরই অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তর স্পর্শের অনুভব কদাচ হইত না। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় কেবল বাহ্য চর্ম্ম ব্যাপক, এমত নহে, আপাদ মস্তক তাবৎ দৈহিক পদার্থ ব্যাপক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই ত্বক্‌-গোলকের আকার কি?—সহজ বোধ্য নহে। কেবল মাত্র কল্পনা দ্বারা ইহার আকার সংগ্রহ করিতে হয়। তৎপক্ষে এই রূপ কল্পনা আছে।

মাংসময় প্রাণি শরীর কেবল সূক্ষ্ম শিরা সমষ্টির জমাট্‌ মাত্র। আমরা যাহাকে এক্ষণে মাংস বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাহাও শিরা সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলুর পাতা কিম্বা অশ্বত্থ পত্র পচিয়া তাহার পার্থিবাংশ নির্গলিত হইয়া গেলে, পাতাটি যেমন কেবল মাত্র তন্তুময় হইয়া থাকে, প্রাণি শরীরও ঠিক্‌ সেইরূপ পদার্থে আবৃত আছে এবং তাহাই ত্বগিন্দ্রিয়ের গোলক। এই ত্বক্‌ সমস্ত শরীর ব্যাপী।

* "কঠিনত্বাদিস্পর্শভেদে সংযোগবিশেষঃ কারণম্‌" (বৌদ্ধ) ঐ রূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ গ্রহণ পক্ষেও সংযোগ বিশেষের আবশ্যক।

স্বাস্থ্য-নিবাস।

যিনি আমাদিগকে ইহ জগতে আনয়ন করিয়া প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, তাঁহার এমনই করুণা যে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, বাক্যে তাহার কিছুই প্রকাশ করা যায় না। আমরা ইহ জীবনে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার যত বিধ প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, আমাদিগের মধ্যে কেহই তাহা সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহেন। যিনি যত গুলি প্রসাদ জ্ঞান পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন এবং স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা আরও কত প্রকার প্রসাদ যে তিনি প্রতি নিয়ত অজ্ঞাতসারে উপভোগ করিয়া পুষ্ট হইতেছেন, তাহার গণনা হইতে পারে না। পৃথিবীতলে তাঁহার করুণার উপমা নাই, পরিমাণ করিবারও উপায় নাই। লোকে মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ না পাইয়াই তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া কখন তাঁহাকে করুণাসিন্ধু কখন তাঁহাকে মাতা এবং কখন তাঁহাকে পিতা শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন শব্দই তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না—তিনি এবং তাঁহার করুণা আমাদিগের সমুদায় মনোজ্ঞ শব্দেরই অতীত।

আমরা অনুক্ষণ জগৎপাতার যে সকল প্রসাদ উপ[illegible] করিয়া জীবিত রহিতেছি,

ও উন্নত হইতেছি, তাহাই আমাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার পর্য্যাপ্ত দান নহে। তাঁহার যে সকল প্রসাদ লাভ করিব বলিয়া আমরা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, এরূপ সহস্র সহস্র প্রসাদও তিনি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি যখন অভাব বিশেষ মোচনার্থে কাতর প্রাণে অন্বেষণ করেন, তিনিই প্রায় তখন কোন প্রকার নূতন প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। যখন সৃষ্টি কাল হইতে এপর্য্যন্ত অসংখ্য লোকে অনুসন্ধান করিয়া অসংখ্য প্রসাদ লাভ করিতেছেন, তখন আমাদিগের প্রতি তাঁহার করুণার যে সীমা কোথায়, তাহা নির্ণয় করা কাহার সাধ্য। ঈশ্বরের প্রসাদ অনুসন্ধান করার ফল বিবিধ ও অতীব উপাদেয়। যে প্রসাদ গুলি আমরা অজ্ঞান বা জ্ঞান পূর্ব্বক উপভোগ করিতেছি, তৎসমুদায়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিশেষজ্ঞ হইতে পারিলে হৃদয়ে যেমন আনন্দ তেমনি ঈশ্বরের প্রতি অনির্ব্বচনীয় কৃতজ্ঞতা রসের সঞ্চার হইতে থাকে। অপরন্তু, যে সকল প্রসাদ আমরা এখনও ভোগ করিতে পারি নাই, অথচ যে গুলি আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদায় অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারিলে হৃদয়ে যেমন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চার, তেমনি আবার তদ্দ্বারা নানাবিধ দুর্ব্বিসহ অভাব পূর্ণ হয়। অদ্য আমরা ঈশ্বরের যে প্রসাদটির তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার প্রতি মনো নিবেশ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে ঈশ্বর আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের নিমিত্ত কত স্থানে যে কত প্রকার উপকরণ সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা কোন কালেই জানিয়া শেষ করিতে পারিব কি না সন্দেহ।

উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যকর স্থানের অনুসন্ধানে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। রোগ পুরাতন ও জীবনী শক্তি অপেক্ষা তাহার শক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিলে সর্ব্ব প্রকার ঔষধ অপেক্ষা নিয়মিত পথ্য, পরিষ্কৃত জল ও পরিষ্কৃত বায়ু সেবন এবং পরিমিত ব্যবহারের কার্য্য কারিতা যে অনেক গুণে অধিক, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। সকল স্থানে থাকিয়াই নিয়মিত পথ্য সেবন ও পরিমিত ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সকল স্থানে থাকিয়া যথেচ্ছ পরিমাণ পরিষ্কৃত জল ও পরিষ্কৃত বায়ু সেবন করা যায় না। এই শেষোক্ত দুইটি বিষয়ের নিমিত্ত অনেকে চিকৎসকের পরামর্শ অনুসারে দূরস্থিত নানা দেশে যাইয়া বাস করিবার ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। এই রূপে যে স্থানে যাইয়া বাস করতঃ অনেকেই ব্যাধি-মুক্ত হয়েন, তাহাই সাধারণত স্বাস্থ্য-নিবাস শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসকদিগের মতানুসারে, যিনি যে স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহার উপযুক্ত স্বাস্থ্য-নিবাস বহু দূরে অবস্থিত; কেন না তাঁহার নিবাস ভূমির নিকটস্থ সমুদায় স্থানের জল বায়ু, তাঁহার নিত্য সেবিত জল বায়ু অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে না। যদিও মানব চিকিৎসকদিগের সাধারণ যুক্তি ও মত এই রূপ বটে, কিন্তু যিনি আমাদিগকে যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, রোগের সময়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকের সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন এবং যিনি আমাদিগের সকলেরই অবস্থা ও সামর্থ্য বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস আমাদিগের সকলেরই সমীপে অবস্থিত রহিয়াছে। স্রোতস্বতী নদীই আমাদিগের

সেই স্বাস্থ্য-নিবাস। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল রোগের বশম্বদ করিয়া দিয়াছেন, তত্তাবতের উপযুক্ত ঔষধ ও স্বাস্থ্য-নিবাসও তিনি আমাদিগের সকলের পক্ষে সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণার প্রকৃতি এই রূপ বলিয়াই তিনি নদীকে স্বাস্থ্য-নিবাসের সমুদায় গুণ সমন্বিত করিয়া প্রায় সমুদায় মানবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্য দিয়াই ব্যাপক ভাবে প্রবাহিত করিতেছেন। এই স্বাস্থ্য-নিবাস এত দুর সমীপস্থিত ও সুলভ যে যাঁহার যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তিনি তখনই অনায়াসে তাহার উপরে অবস্থিতি করিয়া ভগ্ন শরীরের পুনঃ সংস্কার করিতে পারেন। মানব-চিকিৎসকেরা যে সকল স্বাস্থ্য-নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা সাধারণের পক্ষে আকাশ কুসুমের ন্যায় দুর্লভ, কিন্তু যাহা আমাদিগের বিশ্ব-চিকিৎসক নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই পক্ষে হস্তস্থিত পদার্থের ন্যায় অতীব সুলভ।

নদীই যে আমাদিগের সুলভ ও অত্যুৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস, তাহা বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যাঁহারা নৌকারোহণ পূর্ব্বক বহু দুর ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, ঐরূপ ভ্রমণ কালে সমস্ত দিবস জড়বৎ বসিয়া থাকিলেও বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কদন্ন গ্রহণ করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়। নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী-পথে ভ্রমণ করিলে শুদ্ধ যে পরিপাক শক্তিরই বৃদ্ধি হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা আবার অনায়াসে নানা প্রকার উৎকট রোগ-যন্ত্রণা হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সমস্ত শরীর বা তাহার যন্ত্র বিশেষের প্রদাহ অর্থাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা নৌকা-ভ্রমণ দ্বারা সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর, কাশ, উদরাময় প্রভৃতি নানা জাতীয় রোগ নদী-স্বাস্থ্য-নিবাস আশ্রয় করিলে অল্প কালের মধ্যেই নিবৃত্ত হয়। অজীর্ণ-দোষই প্রায় সর্ব্ব প্রকার ব্যাধির জনক ও পোষক; সুতরাং এক মাত্র অজীর্ণ-দোষ নিবারিত হইলেই অনেক পীড়া আপনা হইতেই আরোগ্য হইয়া যায়। যে অজীর্ণ-দোষ প্রায় সকল ব্যাধিরই মুল, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে নদীর উপরিভাগে অবস্থান ও নদী ভ্রমণ যে রূপ উপকারী, আমাদিগের সর্ব্ব সাধারণের সমীপবর্ত্তি দেশে সেরূপ আর কিছুই আছে কি না সন্দেহ।

ঈশ্বর নদীকে যে সকল গুণ প্রদান করিয়া তাহাকে আমাদিগের স্বাস্থ্য-নিবাস করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমরা যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, ততটুকু পর্য্যালোচনা করিলেও সকলেই তাহাকে যথার্থ স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইবেন।

১—আধুনিক তড়িৎ-বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে যদি কোন প্রকার প্রদাহ জনিত পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর কিছু কাল পর্য্যন্ত ঋণাকার (Negative) তড়িৎময় করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই তাহার পীড়া অপনীত হইতে থাকে (১)। এই পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে নদী যে কি চমৎকার স্বাস্থ্য-নিবাস তাহা সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তড়িৎ-বিজ্ঞানবিৎ অনেক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যখন

(১) *See* page 275 of the Treatise on Medical, Eletricity by Julius, Althaus published in [illegible]873.

সূর্য্য-কিরণ প্রভাবে নদী বা অন্য জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, তখন জলে স্ত্র্যাকার এবং বাষ্পে ও নদী তীরস্থ ভূমি খণ্ডে পুরুষাকার (Positive) তড়িৎ মুক্ত ভাবে প্রকাশমান হয় (২)। এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে রোগী যতক্ষণ নৌকায় আরোহণ করিয়া নদীর জলের সমীপবর্ত্তী থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার সমস্ত শরীর জলের স্ত্র্যাকার তড়িৎ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া উঠে বলিয়া তাঁহার প্রদাহ-জনিত সমুদায় রোগের উপসম হইতে থাকে। নৌকা কাষ্ঠ নির্ম্মিত, সুতরাং তড়িতের অপরিচালক, এইরূপ যুক্তি অনুসারে যদি কেহ মনে করেন যে জলের তড়িৎ কখনই নৌকার মধ্য দিয়া যাইয়া রোগীর শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, তবে তাঁহাকে এই মাত্র স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে যে নৌকা শুষ্ক-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলেও তাহা নিরন্তর জলের সহিত সংলগ্ন থাকে বলিয়া তাহার সর্ব্ব স্থানই সকল সময়ে অল্প হউক আর অধিক হউক, আর্দ্র থাকে; সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎ গমনাগমনের কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ নদী মাত্রই যে এইরূপে মানব শরীরে তড়িৎ প্রয়োগ দ্বারা স্বাস্থ্য বিধান করিতে পারে, এমত নহে, ফলতঃ এই শক্তি জলাশয় মাত্রেরই আছে।

২—পরিষ্কৃত বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে শরীর যেরূপ সহজেই সুস্থ হইয়া উঠে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। যে বায়ুতে শ্বাস গৃহীত হয়, তাহা দূষিত হইলে সহস্র চিকিৎসা দ্বারাও রোগ নিবারিত হইতে পারে না। পরিষ্কৃত বায়ুজনিত এই যে মহৎ উপকার, তাহা স্রোতস্বতী নদীর উপরিভাগে বাস করিলে যেরূপ অনায়াসে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেরূপ আর কুত্রাপি হইতে পারে কি না সন্দেহ। স্রোতস্বতীর জল তদুপরিস্থ বায়ুর প্রবল সংস্কারক। কার্ব্বণিক এসিড বা অঙ্গারাম্ল নামক যে বিষবৎ পদার্থ মিশ্রিত হইলে বায়ু দূষিত হয়, তাহা জলের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্রই তদ্দ্বারা শোষিত হইয়া যায়। এইরূপে জল দ্বারা তদুপরিস্থ বায়ুর দূষিত অংশ নিরন্তর অপহৃত হইতে থাকে বলিয়া সেই বায়ুর সার্ব্বক্ষণিক অবস্থা যেরূপ পরিষ্কৃত, সেরূপ আর অতি অল্প স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোত বিশিষ্টজল দ্বারা এইরূপ শোষণ কার্য্য অব্যাহত রূপে নিরন্তর নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বদ্ধ জলাশয়ের কোন স্থানের জলই স্থান পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উপরিভাগের জল নিম্নে ও নিম্নের জল উপরিভাগে যাইতে পারে না; এই হেতু ঐ রূপ জলাশয়ের উপরিস্থ জল ভাগ যখন বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল শোষণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ কুপ রূপ হইয়া পড়ে, তখন আর শোষণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু স্রোতস্বতীর সম্বন্ধে অঙ্গারাম্ল শোষণের ঐ রূপ বিরাম উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ নিত্য স্রোত প্রভাবে তাহার সর্ব্ব স্থানের জল প্রতিক্ষণ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে বলিয়া তাহার সমুদায় জলই পর্য্যায়ক্রমে উহা শোষণ করিতে পারে। অতএব স্রোতস্বতীর উপরিস্থিত বায়ু যেরূপ সর্ব্বক্ষণই সংস্কৃত হয়, বদ্ধ জলাশয়ের উপরিস্থ বায়ু কখনই সেরূপ হইতে পারে না। নদীর উপরিভাগস্থিত বায়ুর দূষিত ভাগ প্রতিক্ষণ জল দ্বারা শোষিত হয় বলিয়াই যে তাহা মানব শরীরের এতাদৃশ স্বাস্থ্য বিধায়ক এরূপ নহে, তাহার উপকারিতার অন্যতর

(২) See the chapter on Meteorology in Ganots Physics, unabridged Edition.

কারণও আছে। ওজোন (৩) নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ আছে, তাহা যে বায়ুর সহিত অল্প পরিমাণেও মিশ্রিত থাকে, তাহা মানব শরীরের পরম হিতজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যেমন বায়ুর সহিত অল্প পরিমাণে অঙ্গারাম্ল মিশ্রিত থাকিলেই তাহা দুষিত হয়, সেইরূপ তাহার সহিত অল্প পরিমাণে ওজোন পদার্থ মিশ্রিত হইলেই তাহা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। এই যে পরম হিতকারী ওজোন পদার্থ, ইহা নদীর উপরিস্থ বায়ুতে সততই যথা প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী হইতে সর্ব্বদা যে জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা দ্বারা উপরিস্থ বায়ু সিক্ত হয় বলিয়াই তাহার অম্লজান উপাদানের কিয়দংশ ওজোন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। বায়ু সিক্ত হইলে তাহার অম্লজান উপাদানের কিয়দংশ কিরূপে ওজোন রূপে পরিণত হয়, তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহা হউক এই ওজোন দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তেমনি আবার পরম্পরা সম্বন্ধেও আমাদিগের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় উপকারিতা এই যে ইহা যখনই শ্বাস রূপে গৃহীত হইয়া রক্তের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তখনই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংস্কৃত হয় এবং ইহার পরম্পরা সম্বন্ধীয় উপকারিতা এই যে ইহা যে বায়ুতে অবস্থিতি করে, তাহাতে প্রায় কোন রূপ দুষিত ও অহিত জনক পদার্থ তিষ্ঠিতে পারে না।

৩—স্বাস্থ্যের পক্ষে সমশীতোষ্ণ ভাব নিতান্ত আবশ্যক। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক, কাহারই আতিশয্য স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। যাহা গ্রীষ্মের সময়ে শীতলতা এবং শীতের সময়ে উষ্ণতা বিধান করিতে পারে, তাহাই যথার্থ সমশীতোষ্ণ। অন্যান্য স্থানের বায়ু অপেক্ষা নদীর উপরিস্থ বায়ু সকল কালেই অধিকতর সমশীতোষ্ণ থাকে, এই হেতু নদী যেমন সকল কালে সকলের পক্ষেই তুল্য উপকারি স্বাস্থ্য-নিবাস, সেরূপ আর কোন স্থানই নহে। জলের আশ্চর্য্য গুণ এই যে যখন বায়ু সূর্য্য কিরণে উষ্ণ হইয়া গিয়া তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তখন সে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ তাপ হরণ পূর্ব্বক তাহাকে শীতল করে, আবার যখন রাত্রি কালে শীতল বায়ু আসিয়া তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তখন সে তাহার দিবা-ভাগসঞ্চিত তাপের কিয়দংশ প্রদান পূর্ব্বক সেই বায়ুকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণ করিয়া তুলে। জলে সূর্য্যের তাপ শীঘ্র প্রবেশ করিতেও পারে না এবং সমস্ত দিবসে যাহা প্রবেশ করে, তাহা সমস্ত রাত্রির ন্যূন সময়ে বাহির হইতেও পারে না; সুতরাং শীত কালে তদুপরিস্থ বায়ু প্রায় সমস্ত রাত্রিই ভূ-বায়ু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকে।

৪—পরিষ্কৃত জলে স্নান এবং পরিষ্কৃত জল পান করা স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক। স্রোতস্বতী নদীর উপরিভাগে বাস করিলে সকল কার্য্যেই যে স্বচ্ছন্দ পরিমাণে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করা যায় তাহা বলা বাহুল্য। নদীর তীরবর্ত্তি স্থানে বাস করিলেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করা যায় বটে, কিন্তু অন্যবিধ জলাশয়ের উপরিভাগে বাস করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্যই নদী রূপ স্বাস্থ্য নিবাসের গুণ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে জলের উল্লেখ করাও নিতান্ত আবশ্যক।

৫—শরী[illegible] পরিচালন স্বাস্থ্য লাভের

(৩) ইহা অক্‌সিজেন বা অম্লজান (যাহা দ্বারা আমাদিগের প্রাণ রক্ষিত হয়) বায়ুর রূপান্তর মাত্র, কিন্তু ইহার কার্য্যকারিতা অম্লজান পদার্থ অপেক্ষা অনেক গুণে প্রবল।

প্রধান উপায়। উক্ত পরিচালন দ্বিবিধ, যথা সাক্ষাৎ ও পরম্পারাগত। যখন কোন ব্যক্তি স্বয়ং কোন রূপ শ্রমজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার অঙ্গ সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচালিত হয়, আবার যখন কোন ব্যক্তি অশ্ব, শকট ও নৌকা প্রভৃতি গমনশীল পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাহার অঙ্গ সকল পরম্পরা সম্বন্ধে পরিচালিত হয়। রোগীর পক্ষে এই শেষোক্ত রূপ অঙ্গ পরিচালন যেরূপ উপকারী, প্রথম প্রকার পরিচালন কখনই সেরূপ নহে। আবার অন্যান্য প্রকার যান অপেক্ষা নৌকা দ্বারা শরীর যেরূপ পরিচালিত হয়, তাহাতেই অধিকতর স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা; কারণ অন্যান্যবিধ যান দ্বারা শরীর এরূপ আন্দোলিত হয় যে, অধিকক্ষণ তৎসংযুক্ত থাকিলে তাহা বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু নৌকা-ভ্রমণ নিবন্ধন সেরূপ কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব নদীর সাহায্যে শ্রেষ্ঠবিধ অঙ্গ সঞ্চালন-জনিত উপকারও প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহা আমাদিগের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাস হইয়াছে।

নদীর যে সকল গুণ দ্বারা মানব শরীরের স্বাস্থ্য বিহিত হয়, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এতদ্ব্যতীত ইহার অন্যান্য যে সকল গুণ আছে, তাহার উল্লেখ করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। যে সকল গুণ থাকাতে স্রোতস্বতী নদী আমাদিগের স্বাস্থ্য-নিবাস হইয়াছে, সমীপস্থ অন্যান্য জলাশয়ে সে সমুদায় গুণ একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না; এই হেতু নদীই আমাদিগের একমাত্র সমীপস্থ স্বাস্থ্য-নিবাস। স্রোতস্বতী নদী যে আমাদিগের শরীরের পক্ষে এত দূর উপকারী, তাহা শুদ্ধ আমরাই যে এক্ষণে অবগত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি এমত নহে, অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণও বোধ হয় ইহা অনেক পরিমাণে অবগত হইয়াছিলেন। কারণ, তাহা না হইলে তাঁহারা কি নিমিত্ত স্রোতস্বতী নদী মাত্রকে পবিত্র পদার্থ-শ্রেণী ভুক্ত করিয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনে এতাদৃশ বাক্য ব্যয় করিয়া যাইবেন এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহারা বলিবেন যে, যে স্থানে নদী নাই বিজ্ঞ জনগণের সে স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

অত্রি সংহিতা।

স্ত্রী ও শূদ্র কি কর্ম্ম করিলে পতিত হয়, অতঃপর তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, তপস্যা, তীর্থ যাত্রা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, মন্ত্র সাধন ও দেবতারাধনা; এই ছয়টি কর্ম্ম করিলে স্ত্রী ও শূদ্র পতিত হয়। স্বামী বর্ত্তমানে যে নারী উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুক্ষয় করে এবং স্বয়ং নরকে যায়। স্ত্রীলোকের যদি তীর্থ স্নান করিতে অভিলাস হয়, তাহা হইলে তিনি পতির পাদোদক পান করিবেন, তাহাতেই তীর্থ-ফল লাভ হইবে এবং শঙ্কর বা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্তি হইবে। স্বামী বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে পত্নী বামাঙ্গ স্বরূপ, অতএব সর্ব্বদা বামভাগে থাকিবে কিন্তু শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে বা বিবাহ কালে দক্ষিণ ভাগে থাকিবে। চন্দ্র, গন্ধর্ব্বগণ, ও অঙ্গিরা ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে শুচিত্ব দান করিয়াছেন এবং অগ্নি তাহারদিগকে পবিত্রতা প্রদান করিয়াছেন, অতএব তাহারা সর্ব্বদাই পবিত্র।

জন্ম মাত্র ব্রাহ্মণ জানিবে, সংস্কার হইলে দ্বিজ কহে, বিদ্যাভ্যাসে বিপ্রত্ব হয়, এই তিন যাঁহার আছে, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলা যায়। যিনি বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রার্থ আলোচনা করেন, তাঁহাকেই বেদবিৎ

কহে এবং তাঁহার বাক্য অতি পবিত্র। যদি এক ব্যক্তিও বেদবিহ্নর্ম ব্যবসায় করেন, তবে তিনিই দ্বিজোত্তম এবং তাঁহার ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম, আর অযুতাযুত অজ্ঞের অনুষ্ঠেয় যে ধর্ম্ম, তাহা পরম ধর্ম্ম নহে। জপ ও হোম দ্বারা দ্বিজোত্তমেরা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান হয়েন, কিন্তু জল দ্বারা অগ্নির ন্যায় প্রতিগ্রহে সে দীপ্তির বিনাশ হয়। বিদ্বান্ দ্বিজোত্তমেরা সেই সকল প্রতিগ্রহ জনিত দোষ প্রাণায়াম দ্বারা নিবারণ করেন, যেমন আকাশে বায়ু সকল মেঘকে নিবারণকরে। যদি ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর আচমন করিয়া আর্দ্র পানি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লক্ষ্মী, বল, যশ, তেজ ও আয়ু ক্ষয় হয়। যিনি ভোজন শালায় ভোজনান্তর আসনে বসিয়াই আচমন করেন, তাঁহার অন্ন ভোজন করিবেক না, করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। যিনি ভোজন পাত্রের উপরে পাত্র স্থাপন করিয়া আচমন করেন, তাঁহার অন্ন ভোজন করিবেক না, করিলে চন্দ্রায়ন করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া জল পান করেন, তাঁহার প্রতি দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন না এবং তাঁহাকে যে দান করে, তাহার দান-ফল লাভ হয় না, তাঁহার সে ভোজন আসুরিক ভোজনের মধ্যে গণ্য হয় এবং পিতৃগণ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া গমন করেন।

বেদ হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র নাই, মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ গুরু নাই এবং ইহ পর লোকে দান হইতে মিত্র আর কেহই নাই, কিন্তু যদি অপাত্রে কোন দ্রব্য দত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দাতার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকে পীড়া দেয় এবং তাঁহার দত্ত হব্য কব্য দেবতা ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না।

লৌহ-পাত্রে অন্ন দান করিলে সে অন্ন ভোক্তার পক্ষে বিষ্ঠার সমান হয় এবং দাতা নরকে গমন করেন। লৌহ-পাত্রে অন্ন দান করিবেক না, ইতর পাত্রে অন্ন দান কালেও বাম হস্তে দান করিবেক না। শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে মৃন্ময় পাত্রে অন্ন দান করিবেক না, করিলে দাতা ও ভোক্তা উভয়েই নরকে যায়। অন্য পাত্রের অভাবে দ্বিজগণের অনুমতিতে শ্রাদ্ধে মৃন্ময় পাত্রেও অন্ন দান করিতে পারে, যে হেতু তাঁহাদের বাক্য সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহাই বেদবৎ প্রমাণ। সুবর্ণ, লৌহ, তাম্র, কাংস্য বা রৌপ্যময় পাত্র দ্বারা ভিক্ষা দান করিবেক না, করিলে দাতার ধর্ম্ম হয় না এবং ভিক্ষু পাপগ্রস্ত হয়। যোগীগণ আপৎ কালেও কাংস্য পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহারা বৃক্ষ পত্রে ভোজন করিবেন এবং গৃহস্থ কাংস্য পাত্রে ভোজন করিবেন। যে যতী কাংস্য পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি কাংস্য কার ও অন্ন দাতা উভয় গৃহস্থের সঞ্চিত পাপ গ্রহণ করেন, অতএব কথিত আছে, যে সুবর্ণ, লৌহ, তাম্র, কাংস্য ও রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিলে ভিক্ষু পাপী হয়েন না, কিন্তু ঐ সকল পাত্রে প্রতিগ্রহ করিলে পাপী হয়েন। যতি-হস্তে ভিক্ষা দান করিবার পূর্ব্বে জল দান করিবেক এবং ভিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বার জল দিবেক, সেই ভিক্ষা অল্প হইলেও তাহা সুমেরু তুল্য এবং সেই জল সাগর সদৃশ।

যোগীগণ ম্লেচ্ছকুল হইতেও মাধুকারী বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বৃহস্পতি কুল হইলেও তাহার এক ব্যক্তি মাত্র হইতে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। যে যতী কোন প্রকার আপৎ কাল ব্যতীত এক স্থানে থাকিয়া সিদ্ধ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন, তিনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশ দিন বজ্র পান ও তিন দিন জল মাত্র পান করিবেন। ঘৃত সংযুক্ত

গোমূত্রে পাক করা যবাগুর নাম বজ্র, ইহা ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ও ক্ষীণ বৃত্তি, ভিক্ষুগণ এই ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়েন।

লোকে ছয় মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী ভার্য্যাগমন করিবে এবং সন্তান জন্মিলে তাহার দন্তোদ্ভবের পর ভার্য্যাগমন করিবে, এই সাধারণ ধর্ম্ম বিহিত হইল।

মহাপাতক পাঁচ প্রকার, প্রথম ব্রহ্মহত্যা, দ্বিতীয় গুর্ব্বঙ্গনা গমন, তৃতীয় সুরাপান, চতুর্থ চৌর্য্য এবং পঞ্চম উক্ত পাপীদিগের সহিত সংসর্গ। জ্ঞানকৃত এই সকল পাপের শুদ্ধির নিমিত্তে অনুক্রমে এক বৎসর ব্রতাচরণ করিবে। যদি অজ্ঞানকৃত হয়, তাহা হইলে তিন কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় বধে ব্রহ্ম হত্যার অর্দ্ধেক পাপ হয়, বৈশ্য বধে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং শূদ্র বধে দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ পাপ হয়। স্ত্রীবধ করিলে তিন মাস রাত্রি ভোজন এবং ভূমিতে শয়ন করিবে ও এক বৎসর কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। রজক, নট ও ডোম, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবেন। সকল প্রকার অন্ত্যজ জাতির স্ত্রীগমনে ও অন্ন ভোজনে পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন। চণ্ডাল-ভাণ্ডস্থ জল পান করিলে ব্রাহ্মণ গোমূত্রে পাক করা যবাগু সপ্তত্রিংশদ্দিন পান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। অন্ত্যজ জাতি পক্বান্ন স্পর্শ করিলে যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞানত তাহা ভোজন করেন, তবে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন। চারি বর্ণে যদি চণ্ডালের অন্ন ভোজন করেন, তবে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবেন, ক্ষত্রিয় সান্তপন ব্রত করিবেন, বৈশ্য ষড়্রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য পান করিবেন এবং শূদ্র ত্রিরাত্র ব্রত ও দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল ভক্ষণ করেন এবং চণ্ডাল তাহার মূল স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া স্নান করিবেন এবং নক্ত ব্রত ও ঘৃত প্রাশনে শুদ্ধ হইবেন। যদি এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ ফল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া স্নান করিবেন এবং অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবেন। যদি এক শাখায় আরোহণ করিয়া চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ ফল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য পানে শুদ্ধ হইবেন। ম্লেচ্ছ বর্ণের ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে সান্তপন ব্রত ও তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ম্লেচ্ছ-সংগতা ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে নদী জলে স্নান ও ঘৃত প্রাশনে শুচি হইবে। সন্তানোৎপাদনার্থ অন্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে স্নান ও ঘৃত ভোজনে শুদ্ধি হয়। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, শ্বপচ এবং কপাল-ব্রত-ধারী, অজ্ঞানত ইহারদিগের ভার্য্যা সম্পর্ক হইলে পরাক ব্রতে শুদ্ধ হইবে কিন্তু জ্ঞান কৃত হইলে ও সন্তান জন্মিলে তৎসম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে, কারণ পুরুষই স্বয়ং গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৈলাভ্যক্ত বা ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ মল মূত্র পরিত্যাগ করেন, বা চণ্ডাল স্পর্শ করেন, তবে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানে শুদ্ধ হইবেন। শ্মশানস্থ কেশ, নখ, শিরা, অস্থি ও কণ্টক স্পর্শ করিলে নদী জলে স্নান ও ঘৃত পানে শুচি হইবেক। মৎস্যাস্থি, জম্বুকাস্থি, নখ, ঝিনুক ও কড়ি স্পর্শ করিলে স্নান ও ঈষৎ তপ্ত ঘৃত পানে শুদ্ধ হইবে।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"। ব্রাহ্মধর্ম্ম, ১ খণ্ড, ৪১ শ্লোক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শ্লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান সত্য নিহিত রহিয়াছে। যিনি আপনার হৃদয়াকাশে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পর ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, তিনি সেই ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।

ঈশ্বর সত্য স্বরূপ। শরীরের সহিত জীবাত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের সহিত জগতের গাঢ়তর সম্বন্ধ। অনেকে ঈশ্বরকে জগতের আত্মা বলিয়া বর্ণনা করেন কিন্তু তাহাতেও জগতের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হয় না। আত্মা শরীরকে পরিত্যাগ করিলে শরীরের অঙ্গ সকল কোন আকারে থাকে, কিন্তু ঈশ্বর যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, তবে জগতের আর কিছুই থাকে না। অতএব তাঁহার সঙ্গে জগতের তুলনা করিলে জগৎ মিথ্যা; তিনিই একমাত্র ধ্রুব সত্য পদার্থ। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই জন্য তাঁহাকে সত্য স্বরূপ বলা যায়। আর এক কারণে তাঁহাকে সত্য স্বরূপ বলা যায়। যিনি আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন না, সেই পুণ্য পাপেক্ষিতা নিত্য হৃদয়স্থিত পুরুষ আমাদিগের অন্তরে যে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন, তাহা কখন বৃথা হইবার নহে। তিনি আমাদিগের আত্মাতে আমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমরা কখন বিনষ্ট হইব না। যদ্যপি এই সংসারে তাঁহার ভক্ত রোগে কাতর হয়েন, শোকে আকুল হয়েন, বিষাদে মলিন হয়েন, তথাপি তাঁহার বিনাশ হইবে না। এমন এক দিন অবশ্য আসিবে, যখন তিনি সাংসারিক ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার প্রিয় পরমাত্মার সহবাসে অনুপম আনন্দ লাভ করিবেন। এমন কি, যদ্যপি তিনি সাংসারিক সকল বিপদ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ, পাপবিকারে অভিভূত থাকেন, তথাপি যদ্যপি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি থাকে, তবে ঈশ্বর তাঁহাকে ধর্ম্মোন্নতির পথে একদিন না একদিন অবশ্য সংস্থিত করিবেন। যদ্যপি তিনি অধর্ম্মপঙ্কে নিমগ্ন থাকেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মোন্নতির পথে অবশ্য এক দিন আরোহণ করিবেন, যেহেতু ঈশ্বর এই আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন যে, আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান দিতেছেন, তিনি সকল মনুষ্যের অন্তরে যে প্রত্যাদেশ করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার এক প্রবল স্পৃহা দিয়াছেন, সেইরূপ আমাদিগের প্রার্থনাও পূরণ করেন। তাঁহার নিকটে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্ম বলের জন্য প্রার্থনা করিলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হই, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই অনুভব করা যায়, ইহাতে আর কোন সংশয় হইতে পারে না। ঈশ্বর আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন না। ঈশ্বর জগতের অস্তিত্ব ও শক্তির কারণ, জগৎ অনিত্য, তিনি এক মাত্র নিত্য পদার্থ এবং তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না, এই জন্য তাহাঁকে সত্য স্বরূপ বলা যায়।

ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ। তিনি জ্ঞান দ্বারা এই জগৎকে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র জ্ঞান সকল স্থানে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, সকলকে জানিতেছেন। দ্যুলোক সকলের মধ্যে সুদূরস্থ দ্যুলোকের উচ্চতম নক্ষত্র হইতে আমাদিগের মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত তিনি এক কটাক্ষে অবলোকন করিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। তিনি ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক কটাক্ষে অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে এক নিত্য বর্ত্তমান বিরাজ করিতেছে। তিনি আমাদিগের আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছেন। তিনি আমারদিগের চিরপোষিত পাপ সকল জানিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি হইতে কিছুই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। তিনি অনন্ত দেশ ব্যাপী। এই অসীম শূন্য শূন্য নহে। তাহা সেই পরমাত্মার পবিত্র সত্বাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। "যাবান্ অয়ং আকাশস্তাবান্ অন্তরতরঃ হৃদয় আকাশঃ"। "যতদূর এই আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, ততদূর হৃদয়স্থিত পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন"। তিনি "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং"। তিনি বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি অনন্ত কাল স্থায়ী। তাঁহার উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার নাই। তিনি কালের পরিচ্ছেদ্য নহেন। তিনি অকাল পুরুষ। এস আমরা সকলে সেই অকাল পুরুষের জয় উচ্চারণ করি। তাঁহার জ্ঞান অনন্ত। সেই জ্ঞানসমুদ্রের পরিমাণ নাই; তাহার অন্ত নাই। কে তাঁহার অপার জ্ঞান সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা পার হইবে? কে তাঁহার দুরবগাহ্য জ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে সমস্ত রত্নরাজি উত্তোলন করিতে পারে? তাঁহার শক্তি অনন্ত। এই জগৎ কিছুই ছিল না; যিনি তাহাকে অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার শক্তিকে অবলম্বন

করিয়া এই সমস্ত চরাচর স্থিতি করিতেছে, যাঁহা হইতে অগণ্য দ্যুলোক সকল নিশ্বসিত হইয়াছে। যাঁহার এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আকাশ পথে ধাবিত হইতেছে, যিনি এই প্রাণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার অধিষ্ঠানে আত্মার আত্মত্ব, সেই শক্তির শক্তি, সকল শক্তির মূলাধারের শক্তির কি অন্ত আছে? আর এই জগতেই বা তাঁহার কতটুকু শক্তি প্রকাশিত আছে? শিশির বিন্দুতে অনন্ত দ্যুলোক যেমন প্রতিবিম্বিত থাকে, সেই রূপ এই জগতে তাঁহার শক্তি প্রতিবিম্বিত আছে। তাঁহার করুণা অনন্ত। আমরা চিরকাল অচেতন আছি, আমরা আদৌ জীবন প্রাপ্ত হই নাই, ইহা ভাবিতে মনে কি ভয় উপস্থিত হয়! যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনি আমাদিগের প্রতি কতই করুণা না প্রকাশ করিয়াছেন? যাঁহা হইতে করুণা কি পদার্থ আমরা জানিলাম, তাঁহার কতই না করুণা? যে ব্যক্তি তাঁহাকে একবার স্মরণ করে না, তাহাকে তিনি করুণা বিতরণে বিরত নহেন। "যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে, তারেও করিছেন প্রেমদান"। তাঁহার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি উদাসীন, তাহাকেও যে তিনি করুণা করিতেছেন না এমত নহে। তিনি বিদ্রোহী অর্থাৎ পাপীরও প্রতি করুণা প্রকাশ করেন। মর্ত্ত্যলোকের পিতা যেমন পাপী সন্তানকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেরূপ করেন না। বরং তাঁহার হারা পুত্র তাঁহার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিলে তনি যেরূপ আনন্দিত হয়েন, সাধু পুত্রের চিরন্তন সাধুতাতে তিনি সেরূপ আনন্দিত হয়েন না। তিনি আপনাকে আমাদিগকে দিয়া করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে একালে জানিয়াও কৃতার্থ হইতেছি, পরকালে তাঁহাকে উত্তরোত্তর যতই জানিব, ততই আমরা কতই আনন্দ লাভ না করিব। অতএব তাঁহার করুণা কীর্ত্তন করিয়া কে শেষ করিতে পারে। তাঁহার করুণা অনন্ত। তাহার কোন বিষয়ে অন্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত করুণা অনন্ত।

সেই সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে যিনি আপনার হৃদয় আকাশে উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। ঈশ্বরের সকল প্রকার জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানাই প্রধান জ্ঞান। এই জ্ঞান অধ্যাত্ম যোগের জীবন স্বরূপ। ঈশ্বর আমাদিগের অতি সন্নিকট পদার্থ। তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা। আমি যেমন আমার নিকট, তদপেক্ষাও তিনি আমার নিকটতর; তিনি আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয়। তিনি যদি আত্মা হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না। ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া সর্ব্বদা উপলব্ধি করার নাম অধ্যাত্ম যোগ। যে ব্যক্তি এইরূপ অধ্যাত্ম যো[গ] অভ্যাস করেন, তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার জীবন সার্থক হয়। তিনি এই অধম মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন।

কিন্তু তিনি যদি এই রূপ যোগের সময় ঈশ্বরকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি না করেন, তিনি সেই আনন্দ প্রাপ্ত হন না। ঈশ্বরকে যদি আমরা এক মাত্র ধ্রুব পদার্থ বলিয়া ন জানি, তাহা হইলে শুদ্ধ তিনি হৃদয়স্থিত বলিয়া জানিলে কি হইবে? যদি প্রিয়তম বিনাশী হন, তবে তাঁহার সহিত প্রীতি করিয়া প্রীতির কি সার্থকত[া] হইতে পারে? অধ্রুব পদার্থ হইতে আমরা প্রকৃ[ত] সুখ লাভ করিতে পারি না। পরমেশ্বর ধ্রুব পদার্থ, এই জন্য তাঁহাকে উপভোগ করিয়া আমরা প্রকৃত সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই। অধ্রুব পদার্থের প্রতি প্রীতি গাঢ় রূপে স্থাপন করা আমাদিগের অকর্ত্তব্য। আর যদি কাহাকেও আমরা এই রূপ করিতে দেখি, তাহা হইলে তাঁহাকে এই রূপ করিতে নিষেধ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যিনি পরমেশ্বরকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া না জানেন, তিনি উঁহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিলে কোন আনন্দ প্রাপ্ত হন না। নাস্তিকেরা কতকগুলি অচেতন শক্তিকে আত্মার চৈতন্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা ঐরূপ জ্ঞানে কি সুখ প্রাপ্ত হয়েন? কিছুই নহে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া জানেন। আমি যেমন সেই চৈতন্য পুরুষকে জানিতেছি, তিনি তেমনি আমাকে জানিতেছেন, আমার চক্ষুর উপর তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা নিপতিত রহিয়াছে, আমি সাধু কর্ম্ম করিলে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিতেছেন, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যখন তাঁহাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া উপলব্ধি করেন, তখন তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন। ঈশ্বরকে যদি আমরা কেবল হৃদয়স্থিত বলিয়া বিশ্বাস করি, আর তাঁহাকে অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অসীম করুণা বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস না করি, তবে তাঁহার চিন্তাতে আমরা কোন সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি না। যদি ঈশ্বরকে আমরা আত্মার আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করি, কিন্তু যদি কোন কোন শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরকে

যেমন হৃদয়স্থিত অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহাকে বিশ্বাস করি, তবে আমরা কি বিশেষ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে যেমন হৃদয়স্থিত বলিয়া জানেন, তেমনি তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়াও জানেন। এই জন্য তাঁহার স্বরূপ চিন্তনে তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন। ভিতরেও সেই পরমেশ্বর; বাহিরেও সেই পরমেশ্বর। যে পরমাত্মা এই অসীম শূন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, তিনিই আবার আমার হৃদয়েও অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এইরূপ করিয়া জানিলে তবে আমরা অধ্যাত্ম যোগের ফল লাভ করিতে সমর্থ হই। ঈশ্বরকে যদি আমরা নির্দ্দিষ্ট কাল স্থায়ী বলিয়া জানি, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা শুদ্ধ আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে কি সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি? ঈশ্বর অনন্ত কাল স্থায়ী, তিনি নিত্য পদার্থ। সেই চিরজীবন সখা আমাদিগের সঙ্গে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। মনে কর, ঈশ্বর বিনাশী, আর আমরা অবিনাশী, তাহা হইলে এই রূপ অমৃত লাভে আমাদিগের কি সুখ হইতে পারে? আমরা যদি ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া জানি, কিন্তু পরিমিত জ্ঞান ও শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে তাহাতে আমরা কি ফল লাভ করিতে পারি? পরিমিত জ্ঞান ও শক্তি পরিমিত জ্ঞান ও শক্তিকে আলোচনা করিয়া কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারে? পরিমিত জ্ঞান ও শক্তি তাহার আশ্রয়-ভূমি সেই অপরিমিত জ্ঞান ও শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াই কৃতার্থ হইতে পারে। ঈশ্বরকে যদি আমরা পরিমিত করুণা বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে তাঁহাকে শুদ্ধ আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে কি হইবে? যদি আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর কোন কোন বিষয়ে যেমন আমারদিগের প্রতি করুণাশীল, অন্যান্য বিষয়ে তিনি নিষ্ঠুর, তাহা হইলে আমরা শুদ্ধ তাঁহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে আমরা কি আনন্দ লাভ করিতে পারি? যদি আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর এখানে আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন, সেই করুণাই তাঁহার সমস্ত করুণা, তদপেক্ষা তিনি অধিক করুণা প্রকাশ করিবেন না, তিনি যেমন এখানে "চঞ্চলা চপলা সমান চমকি আমাদিগকে আঁধারে ফেলিয়া যান," চিরকালই আমাদিগের সম্বন্ধে সেই রূপ করিবেন, তাঁহাকে আমরা মর্ত্ত্য লোকের মলিন আলোকে যেমন দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমরা উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইব না, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রসাদ আমরা যেমন এখানে উপভোগ করিতেছি, তাহা অপেক্ষা আমরা অধিক উপভোগ করিতে পাইব না, যদি আমরা এরূপ বিশ্বাস করি, তাহা হইলে তিনি কেবল আত্মার আত্মা এরূপ অনুভব করিয়া আমরা কি বিশেষ ফল লাভ করিতে পারি? সেই পরমাত্মা পূর্ণ করুণা বিশিষ্ট, তিনি মঙ্গল স্বরূপ, তিনি আমাদিগের যেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এরূপ আর অন্য কেহ নহে; তিনি আমাদিগের সকল সুহৃৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল পদার্থ হইতে প্রিয়, এরূপ করিয়া তাঁহাকে না জ্ঞান করিলে তিনি শুদ্ধ আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে কি হইবে? এই সকল কারণ জন্য উল্লিখিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।

আমরা ধন মান যশে অতি নিকৃষ্ট সুখ প্রাপ্তি হই, আমরা তৃপ্তির ইচ্ছায় ধন মান যশ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা হইতে তৃপ্তি প্রাপ্ত হই না। যে জন্য আমরা ধন মান যশের অনুসরণ করি, তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ যে সুখ তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের সহবাসে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করি, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। যে তৃপ্তির জন্য আমরা ধন মান যশের অনুসরণ করি, তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের সহবাসে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ হইল, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর আমাদিগের অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ সকলই। ঈশ্বর আমাদিগের গৃহ স্বরূপ। যেমন গৃহ আমাদিগকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করে, পরমেশ্বর সেই রূপ আমাদিগকে সংসার তাপ হইতে রক্ষা করেন। অন্ন যেমন আমাদিগের শরীরের জীবন ও পোষণ কার্য্য সাধন করে, ঈশ্বর সেই রূপ আমাদিগের আত্মার জীবন ও পোষণ কার্য্য সাধন করেন। যে ব্যক্তির অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি নাই, সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির স্বরূপ। বস্ত্র যেমন আমাদিগকে শীত হইতে রক্ষা করে, ঈশ্বর সেই রূপ আমাদিগকে সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহাকে পরিধান করিলে, সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের আর ভয় থাকে না। ঈশ্বর আমাদিগের অলঙ্কার। অলঙ্কারে যেমন শরীর ভাল দেখায় ও লোকের প্রীতি আকর্ষণ করে, তেমনি ঈশ্বরকে পরিলে জগতের প্রিয় হওয়া যায়। যে ব্যক্তি অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ সকলই পরিত্যাগ করিয়া কেবল কতকগুলি চাকচিক্য বিশিষ্ট অল্প মূল্য কৃত্রিম অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া থাকে, সে যেমন নির্বোধ, সেইরূ[illegible]কে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি

ধন মান যশের অনুসরণ করে, সে সেইরূপ নির্ব্বোধ। আমরা যেমন অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ ভোগে সাংসারিক তৃপ্তি সুখ লাভ করি, তেমনি ঈশ্বর উপভোগে আমরা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি সুখ অর্থাৎ প্রকৃত তৃপ্তি সুখ লাভ করি।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই শ্লোকটি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাবাক্য স্বরূপ। ঐ মহা বাক্যের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অংশটি সকল প্রকার ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের উপাসনা প্রকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। আর বোধ হয় যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিদ্যমান থাকিবে, তাহা কথনই পরিত্যক্ত হইবে না। ঐ মহাবাক্যের আর এক অংশ অর্থাৎ "যোবেদ নিহিতং গুহায়াং" ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাণভূত তত্ত্ব নিহিত আছে। আত্মাতে আত্মাকে দেখা অর্থাৎ জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা, এ ভাবটি কেবল হিন্দু-ধর্ম্মের; অন্য কোন ধর্ম্মে এরূপ মহান্ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ঈশ্বর করুন্ যে আমরা সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত সকল কামনা উপভোগ করি।

অভিলাষ।

দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত।

(১)

জন মনো মুগ্ধ কর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

(২)

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

(৩)

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

(৪)

হিম ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

(৫)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

(৬)

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

(৭)

কোথায় তোমার অন্ত রে সুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে?" তা নয় তা নয়।
"সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার?"
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

(৮)

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাস,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

(৯)

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

(১০)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

(১১)

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

(১২)

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

(১৩)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্ব্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

(১৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

(১৫)

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুত পদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

(১৬)

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

(১৭)

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

(১৮)

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পাড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

(১৯)

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্প পরিপূর্ণ শোভন আপন।

(২০)

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পারিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

(২১)

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তাঁরি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

(২২)

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্তপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে ?"

(২৩)

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষা চয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়"।

(২৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড ঐশ্বর্য্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

(২৫)

ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

(২৬)

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত মাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

(২৭)

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন ?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন ?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন ?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে ?

(২৮)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে ?

(২৯)

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কি শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কনখই নয় তাহা কখনই নয়।

(৩০)

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাসন কাছে
বিমল সুখের হায় সিদ্ধ সমীরণ
হুতাসন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর।

(৩১)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

(৩২)

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

(৩৩)

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

(৩৪)

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

(৩৫)

দুর্য্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডু পুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

(৩৬)

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

(৩৭)

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

(৩৮)

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

(৩৯)

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

(১) ঐতিহাসিক রহস্য—প্রথম ভাগ। ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল।

বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ বিদ্বান জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন যে সকল ঐতিহাসিক প্রস্তাব বঙ্গ-দর্শনাদি সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা একত্র করিয়া ঐতিহাসিক রহস্য নামে পুস্তক ছাপাই-তেছেন। যে সকল প্রস্তাব প্রথম ভাগে আছে, তাহার মধ্যে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" ও "মহা কবি কালিদাস" পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকা-শিত হইয়াছিল। এই দুই প্রস্তাব পূর্ব্বে এই পত্রি-কায় সমালোচিত হইয়াছে। রামদাস বাবু উল্লিখিত প্রস্তাবদ্বয়ে যেরূপ প্রগাঢ় অনুসন্ধানের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, অবশিষ্ট প্রস্তাব গুলিতে সেই সকল চিহ্ন স্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ আমরা "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" ও "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-দিগের গ্রন্থাবলির" বিবরণ পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। বেদ প্রচার নামক প্রস্তাব অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু রামদাস বাবু যখন বেদের উৎপত্তি কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত তাহার প্রচারের বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তখন বেদ উৎপত্তি হইয়া তাহা নানা শাখা প্রশাখায় কি রূপ বিভক্ত হইয়াছিল ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি নূতন বেদের কি রূপে উৎ-পত্তি হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া উচিত ছিল। অবশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের যে মহাসভা সম্প্রতি ইংলণ্ডে হইয়াছিল, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূলর রামদাস বাবুর এই গ্রন্থকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ও ইংরাজীতে অনুবাদের উপযুক্ত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) নবমালিকা—বিবিধ বিষয়িণী পদ্য-মালা—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক—বিডন যন্ত্র—১২৮১।

এই গ্রন্থে "কবিতা" "অশোক বনে সীতা" "অশ্বত্থামার

বিলাপ" "গণিকা মানস" "বৈরাগ্য" "সংসার" ও "প্রভাত মার্ত্তণ্ড" এই কয়েকটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে "সংসার" অতি দীর্ঘ। আমরা যখন গ্রন্থকারের অসাধারণ সরলতা-ব্যঞ্জক ভূমিকা পাঠ করিলাম, তখনই আমরা মনে করিলাম যে সচরাচর যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তদ্রূপ নহে, ইহাতে কিছু আছে। তাহার পর পাঠ করিয়া দেখিলাম যে আমাদিগের আশা অমূলক নহে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে ইংরাজী অনুকরণ অল্পই লক্ষিত হয়। "বৈরাগ্য" নামক কবিতাটি অনুবাদ বলিয়া শিরস্ক দেওয়া হইয়াছে। তাহা শান্তিশতকাদি গ্রন্থ হইতে উত্তম রূপে অনুবাদিত হইয়াছে।

(৩) পৌত্তলিকতাপনেতা। অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনার্থ প্রতিমাদি মূর্ত্তির অনাবশ্যকতা। কুমারখালী। মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল।

ব্রজমোহন দেব নামক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এক জন সহচর "পৌত্তলিক-মুখ-চপেটিকা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি পৌত্তলিকতাকে তীব্ররূপে আক্রমন করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকের লেখার ন্যায় তেজস্বী লেখা অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। সেই গ্রন্থ এক্ষণে "পৌত্তলিক প্রবোধ" নামে প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। ব্রজমোহন দেবের গ্রন্থের পর এই প্রকার গ্রন্থ অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রকাশের বিলক্ষণ আবশ্যকতা আছে। কোন কোন ব্রাহ্ম এইরূপ মনে করেন যে, এসকল গ্রন্থের কাল অতীত হইয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এতদ্দেশে পৌত্তলিকের সংখ্যা অধিক; তাহাদিগের সঙ্গে তুলনায় ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প বলিতে হইবে। অতএব এ সকল পুস্তকের বিলক্ষণ আবশ্যকতা আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ খানিতে তেজস্বিতা নিতান্ত অল্প পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে না। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে পৌত্তলিকদিগকে সপ্তমাত্রা ঔষধ প্রদান করিয়া অর্থাৎ পৌত্তলিকতার বিপক্ষে সাতটি প্রবল যুক্তি দেখাইয়া অনুপান, পথ্য ও ব্যায়াম স্বরূপ কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। পরিশিষ্টে "রূপ না থাকিলে কি কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে?" "প্রতিমূর্ত্তির আরাধনা না করিলে কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে?" ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

(৪) শ্রীশুক্লযজুর্ব্বেদঃ—বাজসনেয়ি সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা। প্রথম খণ্ড। শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমিণা সংটিপ্য সংশোধ্যচ প্রকাশ্যতে। কলিকাতা। সত্য যন্ত্র। ১৭৯৬ শক।

এতদ্দেশে বেদ প্রকাশে সামশ্রমী মহাশয়ের যত্ন প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি এতদ্দেশে হস্ত লিখিত বেদ প্রাপ্তির দুষ্করতা বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "অত্রত্য বিদ্যামণ্ডলী ও ধনি বিদ্যোৎসাহী মণ্ডলী এই উভয় শ্রেণীতে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রায় চতুর্দ্দিক হইতে 'নাই নাই' এই শব্দই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এক মাত্র মহামহিম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' আস্তিক্য ভাবের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহারই সরলোৎসাহে কৃত-প্রযত্ন হই।" সামশ্রমী মহাশয় বিলক্ষণ বাগ্মিতার সহিত উল্লিখিত ভূমিকার প্রারম্ভে বেদমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা সাধারণ পাঠকবর্গের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"এই জগতের মধ্যে আর্য্যদিগের প্রত্যক্ষ যদি কোন সার পদার্থ থাকে, তবে তাহা বেদ; যদি কোন পদার্থকে উপাদেয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তাহা বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর্য্য জাতির যদি কোন অবিনশ্বর সম্পত্তির অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র বেদই সেই সম্পত্তি; আর্য্যগণের ধর্ম্মমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহাই বেদ; বেদই আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তি ও একমাত্র অবলম্বন; * * * * আর্য্যগণ এই বেদের প্রভাবেই সাংসারিক সুখসম্পত্তির সর্ব্বথা অধিকারী থাকিয়াও এই বেদের প্রভাবেই পরাৎপর পরমেশ্বরের লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন; গোভিল, আশ্বলায়ন, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই বেদেরই বিধি ও নিষেধ বাক্যগুলি যথাস্মরণ অনুশীলন করত সূত্র ও সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; মার্কণ্ডেয়, ব্যাস প্রভৃতি উপদেষ্টারা এই বেদেরই আখ্যায়িকা ভাগ পল্লবিত করিয়া বিবিধ বিস্তৃত বহুতর পুরাণ শাস্ত্রের প্রচারক হইয়াছেন; কঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণও এই বেদেরই কবিত্ব আদর্শ করিয়া আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; ইত্যাদি।"

এক্ষণে স্বদেশীয় জনগণের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা যে সামশ্রমী মহাশয় যে মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা তৎসম্পাদনে তাঁহাকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করেন।

(৫) চিত্র বিদ্যা—প্রথম ভাগ—শ্রীচারুচন্দ্র নাগ প্রণীত—কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত—১২৮১ সাল।

চিত্র বিদ্যা যাঁহারা প্রথম অভ্যাস করিতেছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের পক্ষে উপকারী হইবে।

(৬) Hindu Music—Reprinted from the "Hindu Patriot"—Calcutta—Hindu Patriot Press, 1874.

শিক্ষা বিভাগের ইনিস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ১৭মে দিবসে হিন্দু সঙ্গীতের নিন্দা করিয়া ঐ বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে এক পত্র লিখেন। ঐ সালের ১৫সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার পত্রের এক প্রতিবাদ হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রে প্রকাশিত হয়। "কলিকাতা রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রিকায় ক্লার্ক সাহেব তাহার উত্তর দেন। "কলিকাতা রিবিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রস্তাব লইয়া লামার্টিনিয়র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অ্যাল্‌ডিস সাহেব ও ক্লার্ক সাহেব এই দুই জনের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তক এই বাদানুবাদ উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রণেতা বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত হিন্দু সঙ্গীতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত বাদানুবাদ স্থলে অ্যাল্‌ডিস সাহেব অনেক পরিমাণে হিন্দু সঙ্গীতের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি হিন্দু সঙ্গীতের মনোহারিত্ব বর্ণন সময়ে কোন্ কোন্ রাগরাগিণী দ্বারা মনে কি কি ভাবের উদ্রেক হয় ও তাহার আলাপ শ্রবণ করিলে কি প্রকার স্থান ও কি প্রকার নৈসর্গিক দৃশ্য স্মৃতি পথে জাগরূক হয়, তাহা অতীব সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। অ্যাল্‌ডিস সাহেবের লিখিত পত্র গুলি এই পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টের আকারে দিলে ভাল হইত। ক্লার্ক সাহেব বলেন যে, হিন্দু সঙ্গীতের মধ্যে বাঙ্গাল মাজির গান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি নৌকাযানে ভ্রমণ সময়ে উক্ত গান এক দিবস শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গী ডেপুটি ইনিস্পেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনকে তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে বলেন। কৈলাস বাবু বলিলেন যে উহা সংস্কৃতে বিরচিত ও একটি প্রাচীন আখ্যায়িকা সম্বন্ধীয়। ক্লার্ক সাহেবের এই উক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ক্লার্ক সাহেব বাঙ্গাল্ দেশে থাকিয়া বাঙ্গাল্ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ডেপুটি ইনিস্পেক্টর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত গান বাঙ্গাল মাজিরা কখন গায় না। যাহা হউক, ক্লার্ক সাহেব যখন হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে এমত অজ্ঞ যে বাঙ্গাল মাজির গানকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সেতার অনুসারে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তখন তাঁহার মত খণ্ডন জন্য এ প্রকার দীর্ঘ প্রস্তাব রচনার প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা ছিল না; দুই চারি কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে, অধিকাংশ সাহেবই ক্লার্ক সাহেবের ন্যায় বাড়া বাড়ি না করুন তথাপি এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, তখন তাঁহাদিগের বোধের জন্য এপ্রকার প্রস্তাব রচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্দীপন জন্য গ্রন্থকারের মহা যত্ন ও উৎসাহ প্রসিদ্ধ আছে। তিনি এজন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার স্বদেশহিতকর চেষ্টার মর্য্যাদা লোকে এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছে না। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহা অবশ্য প্রতীতি করিতে সমর্থ হইবে।

আয় ব্যয়।

আশ্বিন ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৯৫।১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৩৫৸০
সমষ্টি	৬৩১(১০
ব্যয়	৩২৯৷৵১০
স্থিত	৩০১।৶

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪৸৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৫৯।০
পুস্তকালয়	১২৷৵১৫
যন্ত্রালয়	১৫৬।৵১০
গচ্ছিত	২২ /১০
সমষ্টি	৩৯৫।১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯৮৷৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৯৶৫
পুস্তকালয়	১৮৸৶১০
যন্ত্রালয়	১০৯৸৵১৫
গচ্ছিত	১২৸৵৫
সমষ্টি	৩২৯৷৵১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি ...	২৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" কাণাইলাল পাইন ...	১
" গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী ...	১
" হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ...	১।০
দানাধারে প্রাপ্ত	৷৵১৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি ...	১৫
	৪৪৸৵১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ অগ্রহায়ণ সোমবার।
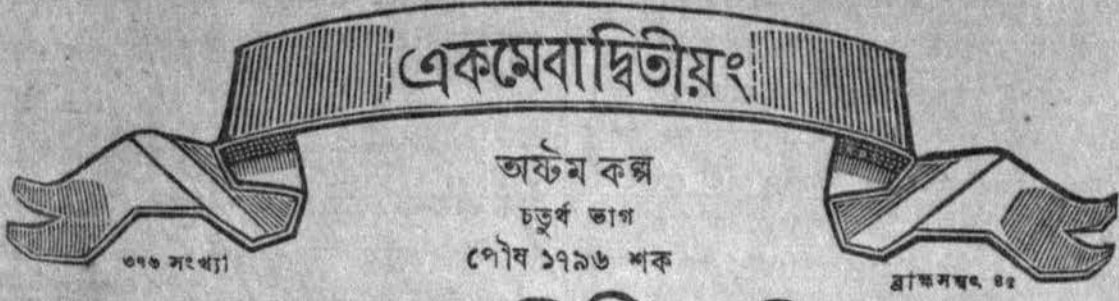
Registered No 58.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৭ সংখ্যা
পৌষ ১৭৯৬ শক
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

পঞ্চম খণ্ড।

অথ খলু যউদ্গীথঃ সপ্রণবো যঃ প্রণবঃ সউদ্গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি। ১।

প্রণবোদ্গীথযোরেকত্বং কৃত্বা তস্মিন্ প্রাণরশ্মিভেদ-গুণবিশিষ্টদৃষ্টা অক্ষরোপাসনমনেকপুত্রফলং বক্তব্য-মিত্যারভ্যতে। 'অথ খলু' ইদানীং 'যঃ উদ্গীথঃ সঃ প্রণবঃ' বহ্বৃচানাং 'যঃ' চ 'প্রণবঃ' তেষাং 'সঃ' এব ছান্দোগ্যে 'উদ্গীথঃ' উদ্গীথশব্দবাচ্যঃ 'ইতি' এব 'অসৌ বৈ আদিত্যঃ উদ্গীথঃ এষঃ প্রণবঃ' প্রণবশব্দ-বাচ্যোপি সএব বহ্বৃচানাং নান্যঃ উদ্গীথঃ, আদিত্যঃ কথমুদ্গীথাখ্যমক্ষরং 'ওমিতি' এতৎ 'এষঃ' 'হি' যস্মাৎ 'স্বরন্' উচ্চারয়ন অথবা স্বরন্ গচ্ছন্ 'এতি' অতোসৌ উদ্গীথঃ সবিতা। ১।

অনন্তর যে উদ্গীথ সেই প্রণব এবং যে প্রণব সেই উদ্গীথ ইহা নিশ্চয়, এই আদিত্যই উদ্-গীথ এবং ইনিই প্রণব—ওঁকার, যে হেতু ইনি ওঙ্কার উচ্চারণ করত আগমন করেন। ১।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমে-কোসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীং-স্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্য-ধিদৈবতং। ২।

'এতং উ এব অহং অভ্যগাসিষং' আভিমুখ্যেন আ-দিত্যরশ্ম্যভেদং কৃত্বা ধ্যানং কৃতবানস্মি 'তস্মাৎ' কার-ণাৎ 'মম ত্বমেকোহসি' পুত্রঃ 'ইতি' 'হ' 'কৌষীতকিঃ' কুষীতকস্যাপত্যং 'পুত্রং উবাচ' উক্তবান্। অতঃ কার-ণাৎ 'রশ্মীন্' আদিত্যঞ্চ ভেদেন 'ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ' পর্য্যাবর্ত্তয় এবং সতি 'বহবঃ বৈ' 'তে' তব পুত্রাঃ 'ভবি-ষ্যন্তি' 'ইতি অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মুপাসনফলং উক্তং। ২।

আমি আদিত্য ও রশ্মি উভয়ের অভেদে উদ্-গীথ ধ্যান করিয়াছিলাম, সেই কারণে তুমি আ-মার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছ, কৌষীতকি পুত্রকে ইহা বলিয়া ছিলেন অতএব তুমি রশ্মি ও আদিত্য উভয়কে পৃথক্ রূপে ধ্যান কর, তাহাতে তোমার বহু পুত্র হইবে, ইহা দেবতা বিষয়ক উপাসনার ফল। ২।

অথাধ্যাত্মং যএবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গী-থমুপাসীতোমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি। ৩।

'অথ' অনন্তরং 'অধ্যাত্মং' আত্মবিষযকমুপাসনফল-মুচ্যতে, 'যঃ এব অযং মুখ্যঃ প্রাণঃ তং উদ্গীথং উপা-সীত' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ওমিতি হি' 'এষঃ' প্রাণঃ অপি 'স্বরন্ এতি' ওমিতি অনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব বাগাদি-প্রবৃত্ত্যর্থং এতি ইত্যর্থঃ। ৩।

অনন্তর আত্মবিষয়ক উপাসনার ফল উক্ত হইতেছে, যে এই মুখ্য প্রাণ, তাঁহাকেই উদ্গীথ রূপে উপাসনা করিবেক, যে হেতু এই মুখ্য প্রাণ ওঁকার উচ্চারণ করিয়া অনুমতি করত আগমন করেন। ৩।

এতন্নু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মাম্মম ত্বমেকোসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণংস্ত্বং ভূমানমভিগাযতাদ্বহবোমে ভবিষ্যন্তীতি। ৪।

'এতং উ এব অহং অভ্যগাসিষং' আভিমুখ্যেন বাগাদীন্ মুখ্যঞ্চ প্রাণং অভেদগুণবিশিষ্টমুদ্গীথং পশ্যন্ ধ্যানং কৃতবানস্মি, 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'মম ত্বমেকোসি' পুত্রঃ 'ইতি' 'হ' 'কৌষীতকিঃ পুত্রং উবাচ' অতঃ কারণাৎ ভেদগুণং 'প্রাণন্' পশ্যন্ 'ত্বং' 'ভূমানং' মনসা 'অভিগাযতাৎ' আবর্ত্তয 'বহবঃ মে' পুত্রাঃ 'ভবিষ্যন্তি' 'ইতি' এবমভিপ্রায়ঃ সন্। ৪।

কৌষীতকি পুত্রকে ইহা বলিয়াছিলেন যে আমি মুখ্য প্রাণের সহিত ইতর প্রাণের অভেদ রূপে উদ্‌গীথ ধ্যান করিয়াছিলাম, সেই কারণে তুমি আমার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছ, অতএব তুমি ভেদরূপে দেখিয়া ধ্যান কর এবং বহু পুত্র হউক বলিয়া অভিপ্রায় কর। ৪।

অথ খলু যউদ্গীথঃ সপ্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি। ৫।

'অথ খলু যঃ উদ্গীথঃ সঃ প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ সঃ উদ্গীথঃ ইতি' এতস্যৈব ফলমুচ্যতে, হোতা যত্রস্থঃশংসতি তৎস্থানং হোতৃষদনং তস্মাৎ 'হোতৃষদনাৎ' হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাৎ 'হ এব অপি' দুরুদ্গীথং দুষ্টমুদ্গীথমুদ্গানং কৃতং ক্ষতং কৃতমিত্যর্থঃ তৎ 'অনুসমাহরতি' অনুসন্ধত্তে 'ইতি' প্রণবোদ্গীথৈকত্ব-বিজ্ঞানমাহাত্ম্যাৎ প্রাণাদিকং ক্ষতং প্রতিসন্ধধাতীত্যর্থঃ। ৫।

অনন্তর, যে উদ্‌গীথ সেই প্রণব এবং যে প্রণব সেই উদ্‌গীথ। হৌত্র কর্ম্মে যদি উদ্‌গীথ গানে কোন দোষ হয়, তাহা হইলে এই একত্ব বিজ্ঞানে তদ্দোষের পরিহার হয়। ৫।

সাংখ্য-দর্শন।

রসনা।

এই ইন্দ্রিয়টি কটু, তিক্ত, কষায়াদি রস গ্রহণের করণ স্বরূপ। রসনা দ্বারা যে বস্তুগত রসের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে রাসন প্রত্যক্ষ বলে, রাসন প্রত্যক্ষেও পূর্ব্ববৎ দ্রব্য ও তদিন্দ্রিয়ের সংযোগ অপেক্ষা করে। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ অধিষ্ঠান ভূমি জিহ্বা। জিহ্বার আভ্যন্তরিক তথ্য বৈদ্যক গ্রন্থে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ঘ্রাণ।

এই ইন্দ্রিয়টি সুরভি অসুরভি যাবৎ গন্ধ জ্ঞানের হেতু। নাসা দণ্ডের অভ্যন্তর মূল ইহার স্থান; বায়ু কর্ত্তৃক গন্ধ ইন্দ্রিয় স্থানে নীত হইলে তদুভয়ের সংযোগ হওনের পর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ;—এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। সাংখ্য মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি মাত্র মানব দেহের প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বস্তুতঃ তদুভয় ব্যতিরেকে প্রাণিগণের অপর কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়, তাহারা যেমন যথোপযুক্ত স্থানে থাকিয়া সৃষ্ট পদার্থের উপর জ্ঞান ব্যবহার রক্ষা করতঃ অবস্থিত আছে—বাক্ প্রভৃতি অপর ইন্দ্রিয় গুলিও তেমনি উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া ক্রিয়া বা কর্ম্ম সম্পাদন করত অবস্থিত আছে। বাক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য নিষ্পত্তি—হস্তেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ কর্ম্ম—পাদ দ্বারা বিহরণ (গমনাদি)—পায়ু দ্বারা বিসর্গ (মল মূত্রাদির ত্যাগ)—উপস্থ দ্বারা আনন্দ বিশেষ সম্পন্ন হইতেছে (১)। ইহ জগতে প্রাণিগণের যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন অপর কিছু সম্পাদ্য নাই, তেমনি তদুভয়ের সাধক দশটি ভিন্ন একাদশটি ইন্দ্রিয় নাই, একথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; তজ্জন্য কপিল এগারটি ইন্দ্রিয়ের কথা বহুবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সেই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়টি মনঃ।

---

(১) "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ রসন ত্বগাখ্যানি। বাক্ পাণি পাদ পায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ"। (ঈশ্বর কৃষ্ণঃ)

মনঃ।

কপিল বলেন, মনঃ ইন্দ্রিয়ও বটে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষও বটে। অনেকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সেশ্বর নিরীশ্বর উভয়বিধ সাংখ্যেই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার আছে। এমন কি, মনঃ প্রধান ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে (২)।

সাংখ্যাচার্য্যেরা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার কারীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্ম গুলি যেন পঞ্চবিধ বাহ্য করণের (বাহেন্দ্রিয়ের) দ্বারা গৃহীত হইল, কিন্তু সুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম গুলির গ্রহীতা কে?—বাহ্য পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্যকরণ আবশ্যক, তেমনি অন্তঃপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণও আবশ্যক। সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে, এজন্য তাহার অপলাপ করিতেও পারিবে না। অথচ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌,—কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় বলিতে পারিবে না; সুতরাং মনঃ যে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের একমাত্র কারণ, একথা ইচ্ছা না থাকিলেও তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে। যদি তাহাই বলিতে হইল, তবে আর মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার করা কোথায় রহিল?"—

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব-অস্বীকার-কারীগণ, উক্ত আপত্তির কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা বাহুল্য ভয়ে বলিতে পারিলাম না। ফল, সাংখ্য মতে মনঃ দশাধিক অর্থাৎ একাদশ স্থানের ইন্দ্রিয়।

জগতে আপত্তিকারীর অপ্রতুল নাই। "মনঃ ইন্দ্রিয়" শুনিবা মাত্র লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে "তবে, মনঃ কোন্ শ্রেণীর ইন্দ্রিয়?—জ্ঞানেন্দ্রিয়? কি কর্ম্মেন্দ্রিয়?"—ইহাতে কপিল বলেন "উভয়াত্মকং মনঃ" মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে।

উপপত্তি এইরূপ—কোন ইন্দ্রিয় মনের অধীন না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পারে না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ই তখন স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। মনকে পৃথক্ রাখিয়া যদ্যপি কোন ইন্দ্রিয় কদাচিৎ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে তাহার সে সংযোগ কোন কার্য্যকারী হয় না। অতএব ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা যে মন, সে যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহযোগে বিষয় গ্রহণ করে, তখন তাহাকে সেই ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করা যায়। তদনুসারে মনের জ্ঞান, কর্ম্ম, এই উভয়েন্দ্রিয়ত্ব নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

মনের এমন কি সামর্থ্য আছে যে উহার ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিতেই হইবে?—আছে? 'ইহা এবম্প্রকার—উহা এরূপ নহে" ইত্যাদি বিবেচনা করাই মনের অনন্য-সাধারণ কার্য্য। ওরূপ শক্তি মনের ভিন্ন আর কাহারও নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় কেবল বস্তু মাত্র গ্রহণ করিয়াই চরিতার্থ হয়, তদ্গত নীল, পীত, লোহিত,—আকার, ভঙ্গি, পরিমাণ, এসকল যে তদ্বস্তুর বিশেষণ; এবং তদ্বস্তু যে ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট ইত্যাদি বিবেচনা অর্থাৎ যাহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বিশিষ্ট বৈশিষ্ট অবগাহী বোধ বলে, সে বোধ অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। এই জন্য সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা এক একটি জ্ঞানকে দুই অবস্থায় বিভাগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যখন মনের নিকট সমর্পিত হয় নাই, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ই গ্রহণ করি-

(২) "উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ"। (স এব)

য়াছে ; এই অবস্থার জ্ঞানাংশকে সম্মুগ্ধ জ্ঞান, আলোচনাত্মক জ্ঞান, নির্বিকল্পক জ্ঞান, ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সম্মুগ্ধ জ্ঞানটিকে হৃদয়ারোহণ করাইবার নিমিত্ত বালক, মূক, জড় প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। অনন্তর যখন মন কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়, তখনই প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহার হয় ও তখনই জ্ঞানের সাফল্য জন্মে (৩)। ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয় গ্রহণ, অনন্তর মনের নিকট অর্পণ, ইহার মধ্যে অতি সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান বলিয়া আমাদের উহার ক্রমিকত্ব অনুভব হয় না, যেন আমরা একেবারেই দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। আমাদের অন্যমনস্ক অবস্থায় যে কখন কখন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হয়, বরং তাহাই সম্মুগ্ধ জ্ঞান বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে, নচেৎ অনুমেয় বালক জ্ঞানের দ্বারা সম্মুগ্ধ জ্ঞান বুঝা কঠিন।

সাংখ্য মতে মন বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানাত্মক অহঙ্কার ও অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে। অতএব মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিন্‌টিকেই অন্তঃকরণ বলিয়া ব্যবহার করা যায়। করণ শব্দের অর্থ জ্ঞানের বা কোন ব্যাপারের দ্বার। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিন্‌টি দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া আন্তরিক কার্য্য-সমাধা করে বলিয়া অন্তঃকরণ নামে অভিহিত হয়, অপর দশটি (চক্ষুরাদি পাঁচ্‌, আর বাক্‌-আদি পাঁচ) বাহ্য বস্তুর গ্রহণ বাহিরেই করে বলিয়া বাহ্যকরণ নামে উল্লিখিত হয়। অন্তঃকরণ ও অন্তরেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ ও বাহেন্দ্রিয় একই পদার্থ। এতাবতা সাংখ্য মতে ১৩টি ইন্দ্রিয় হইতেছে। তবে যে "সাত্ত্বিকমেকাদশকম্" ইন্দ্রিয় গণনায় একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন, তাহা উক্ত অন্তঃকরণ ত্রিতয়ের একত্ব জ্ঞান করিয়াই বলিয়াছেন।

অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ এই উভয়বিধ করণের মধ্যে আর এক অসাধারণ বিশেষ আছে যে, বিষয় গ্রহণাদি পক্ষে উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত। বাহ্যকরণ গুলি সাম্প্রত কাল অর্থাৎ বর্ত্তমান কালিক ও সমীপস্থ বস্তুতেই প্রবৃত্তিমান্ হয়। অত্যন্ত অতীত বা অত্যন্ত অনাগত বিষয়ে বাহেন্দ্রিয়ের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই ; কিন্তু অন্তঃকরণের আছে। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বর্ত্তমান নাই, চক্ষুঃ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রোত্র পারে না, নাসিকা পারে না, হস্ত পারে না, পাদ পারে না, কেহই পারে না, কিন্তু মন পারে। কল্পনা শক্তির সাহায্যে মন সকলই পারে। "যুধিষ্ঠির ছিলেন—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল—কল্কী অবতীর্ণ হইবেন—দেশের অবস্থা ভাল হইবে, বাগিন্দ্রিয় যে এই সকল অতীত-অনাগত বিষয়কে প্রকাশ করে, সে স্বয়ং করে না। মন নিশ্চয় করিয়া দিলে পশ্চাৎ বাক্য তাহার অনুকরণ করে। অতএব, অন্তঃকরণ ত্রৈকালিক বস্তুরই গৃহীতা। নদীর পূর্ণতা দেখিয়া, দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে জ্ঞান হয়—কোন দূরোত্থ ধূম শিখা দর্শন করিয়া, তৎপ্রদেশে বহ্নির সত্তা উপলব্ধি হয়—অণ্ড-গ্রহণকারী পিপীলিকা শ্রেণীর সঞ্চরণ দেখিয়া জ্ঞান হয় যে, অচিরাৎ বৃষ্টি

(৩) "আলোচনমিন্দ্রিয়েণ বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধম্—অনন্তরমিদমেবং নৈবং ইতি সম্যক্ কল্পয়তি নিয়ম্যদর্শয়তি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তি" "সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রগৃহ্লাত্যবিকল্পিতম্। তৎসামান্যবিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।" "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্।" "ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈ জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবশীয়তে সাপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।" ইতি বাচস্পতিমিশ্রকৃতসাংখ্য বৃদ্ধবাক্যম্।

হইবে—এসকল নিশ্চয় করা অন্তঃকরণের কার্য্য; বাহ্যকরণের নহে। অন্তঃকরণের ঐরূপ শক্তি থাকাতেই এই জগৎ এত উন্নত হইয়াছে। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, যে কিছু শাস্ত্রীয় ব্যাপার, সমুদায়ই এই অন্তঃকরণের মহিমা (১)।

অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যকরণের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু বাহ্যকরণের সংযোগ ব্যতীত অন্তঃকরণের অনেক বিষয়ে সামর্থ্য আছে। মনে কর, চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় গুলি যদ্যপি কদাচিৎ ধ্বংশ হয়, আর এক মাত্র অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ কি তুষ্ণীভাবে থাকিবে?—কখনই না। পূর্ব্ব কালের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমত বিষয় গুলিকে স্বীয় কল্পনা শক্তিতে আরোহণ করাইয়া বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিতে থাকিবে। যদি কখন এমত হয় যে, বাহ্যেন্দ্রিয়েরা আত্ম লাভ করিতে পারিল না অথবা মনের নিকট বিষয় সমর্পণ করিল না, বা পূর্ব্বেও করে নাই, তাহা হইলে অন্তঃকরণের কি দুর্গতি হয় বলা যায় না। বোধ হয় ওরূপ হইলেও অন্তঃকরণ নির্ব্যাপার হইয়া থাকিবে না। যাহা হউক, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-নাসিকা-রসনা-ত্বক্,—ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই পাঁচটির মধ্যে যথাক্রমে এক একটিতে অধিকার আছে। কিন্তু মনের অধিকার পাঁচটিতেই আছে। চক্ষুর অধিকার শব্দেতে নাই, শ্রোত্রের অধিকার রূপেতে নাই, কিন্তু মনের উভয়েই আছে। বাক্ ও পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যেও বক্তব্য ও গৃহীতব্য প্রভৃতি বিষয়ের ঐ নিয়ম; অর্থাৎ একের বিষয়ে অপরের অধিকার নাই; কিন্তু মনের অধিকার সকল বিষয়েই আছে। এই নিমিত্ত, অন্তঃকরণ গুলি প্রধান, আর বাহ্যকরণ গুলি অপ্রধান অর্থাৎ অন্তঃকরণের অধীন (২)।

মন যদি ইন্দ্রিয় হইল, তবে তাহার গোলক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্ প্রদেশ?—

"মনের বাস ভূমি কোথায়?" কাপিল শাস্ত্রে ইহার নির্ণয় দৃষ্ট হয় না। তবে সেশ্বর সাংখ্যকারের "নাভিচক্রে বা হৃৎপদ্মে মনকে স্থির করিবে" এই কথায় এবং সাংখ্যানুমত যোগীদিগের "ভ্রূমধ্যে চ মনঃস্থানং" ভ্রূ যুগলের অভ্যন্তর প্রদেশ মনের স্থান এই কথায়, বোধ হয় মস্তিষ্কাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশই মনের স্থান। কোন কোন দর্শনের মতে হৃদয়াভ্যন্তরই মনের স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। যাহা হউক, মনের স্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের চিন্তা, ধ্যান, সুখ দুঃখাদির অনুভব প্রভৃতি মানসিক কার্য্যোৎপত্তি কালে যেরূপ আকার ভঙ্গি প্রকাশ পায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের অন্যতর স্থান মনের বাস ভূমি হওয়াই সম্ভব।

ন্যায়াচার্য্যেরা বলেন, চক্ষুঃ প্রভৃতি যাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তক; মনও জ্ঞানের কারণ; সুতরাং মনেরও স্থান মস্তক।

মনঃ পদার্থ কি?—মনের কোন আকার আছে কি না?—মনের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ?—মনের শক্তি ও অবাস্তর প্রভেদ কত প্রকার?—এ সকল বিষয় জগৎ-রচনা কালে বক্তব্য; এক্ষণে কেবল মনের ইন্দ্রিয়ত্ব পক্ষ বর্ণন করা গেল (৩)।

---

(১) "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্।" (ঈশ্বর কৃষ্ণ)

(২) "সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্ববিষয়মবগাহতে যস্মাৎ। তস্মাত্ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি।" (সাংখ্য-কারিকা

(৩) ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য পদার্থ। অপিচ, পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। তজ্জন্য এক কালে দুই বা ততোধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মন পরিমাণে এত সূক্ষ্ম যে, এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আর তাহার প্রদেশ থাকে না, সুতরাং তৎকালে

ইংরাজী কবি লর্ড বায়রণ ও ঈশ্বর-প্রীতি।

ইংরাজী কবি লর্ড বায়রণ প্রীতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন " হে প্রীতি! মর্ত্তালোক তোমার নিবাস ভূমি নহে *। আমরা তোমাকে অদৃশ্য দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি,ভগ্নচিত্ত ব্যক্তিরা সেই দেবতার বলি স্বরূপ। চর্ম্ম চক্ষু তোমার যথার্থ আকার কখন দেখে নাই ও দেখিবেওনা ; মন যেমন স্বর্গকে ইচ্ছানুরূপ নিবাসী দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে. তেমনি তোমাকেও তাহা সৃজন করিয়াছে. এবং একটি অবস্তুকে রূপ ও আকৃতি দিয়াছে। সেই আকৃতি অপচ্ছায়ার ন্যায় পিপাসাতুর. সন্তপ্ত. পরিক্লান্ত. নিষ্পীড়িত, এবং বিদীর্ণ হৃদয় ধামে বিচরণ করে। নিজের কল্পিত সৌন্দর্য্যে মন সজ্বর হয় এবং বিকারগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনা করে। ভাস্করের মানসোদিত সুন্দর মূর্ত্তি সকল কোথায়? কেবল তাহাতেই আছে। জগতে তেমন সুন্দর মূর্ত্তি সকল কি দৃষ্ট হয়? যে সকল মনোহারী সৌন্দর্য্য ও গুণ আমরা বাল্যাবস্থায় কল্পনা করিতে সাহসী হই এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যাহার পশ্চাৎ ধাবিত হই. যে দুর্লভ স্বর্গ আমরা না পাইয়া নিরাশ পঙ্কে পতিত হই, যাহা তূলিকা এবং লেখনীকে অতিরিক্ত ও অবিহিত রূপে উত্তেজিত করে এবং যাহা গ্রন্থের বর্ণনায় নবপ্রস্ফুটিত লাবণ্যে প্রকাশিত না হইয়া তাহার পত্রকে স্বকীয় তেজ দ্বারা অবসন্ন করে, সে সকল গুণ ও সৌন্দর্য্য কি যথার্থ বিদ্যমান আছে? যে ব্যক্তি প্রীতি করে সে প্রলাপ বাক্য ব্যক্ত

অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ ঘটে না। রসনার কার্য্য মাধুর্য্যাদি রস গ্রহণ করা, আর ত্বকের কার্য্য শীতোষ্ণাদি স্পর্শ গ্রহণ করা ;—এতদুভয়কে আমরা ভোজন কালে এক কালীন হয় মনে করিয়া থাকি—কিন্তু তাহা হয় না। উহা পূর্ব্বাপর ক্রমেই হইয়া থাকে কিন্তু তদুভয় জ্ঞানের মধ্যে এত সূক্ষ্ম কাল ব্যবধান থাকে যে, তাহাদের পূর্ব্বাপরী ভাব কোন ক্রমেই লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই ব্যাপারটি শত পত্র ভেদন ন্যায় কল্পনা করিয়া লোকের বুদ্ধ্যারূঢ় করান। শত পত্র ভেদন ন্যায়ের মর্ম্ম এই যে, এক শত পত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে, তাহা যেমন এক কালেই বিদ্ধ হইল মনে করা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে যে,বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বাপরী ভাব আছে,তাহা আর লক্ষ্য হয় না ; সেইরূপ উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপরী ভাব থাকিলেও তাহা শীঘ্রতা নিবন্ধন উপলব্ধি হয় না।

উক্ত মতে মনের আর একটি গুণ আছে, লোকে তাহাকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার-শব্দের অর্থ অনেক প্রকার। কোন এক বস্তুতে বেগ উপস্থিত করিলে, অথবা কোন বস্তুতে কিঞ্চিৎ চলন ক্রিয়া উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে। আবার, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও স্পন্দন যদ্দ্বারা জন্মে তাহাকেও সংস্কার বলে। (এই সংস্কার মতবিশেষে পার্থিব পরমাণুর গুণ—মত বিশেষে জল, বায়ু ও তৈজস পদার্থেরও গুণ বটে) বস্তুর স্মরণ হওয়া এবং 'ইহা সেই বস্তুই বটে' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা উপস্থিত হওয়া যাহার প্রভাবে হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে। এই তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্কার মনের ধর্ম্ম, তৃতীয়টি আত্মার ধর্ম্ম।

শারীর বিদ্যা বিশারদ মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার চৈতন্য জন্মে। আত্মার চেতয়িতা মন—ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরয়িতা মন—বেগ, স্পন্দন, আকুঞ্চন, প্রসারণ; তাবতেরই জনক ও উত্তেজক মন। (এই সকল দেখিয়া, মনের বা মনের আধারের তাড়িতত্ত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। বোধ হয় আর্য্যেরা, বিদেশীয়দিগের কল্পিত তাড়িত পদার্থকে পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস পরমাণু বৃত্তি বেগাখ্য সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক বশতঃ যে মস্তিষ্ক জন্মে, তাহাতে উক্ত চতুর্বিধ পদার্থেরই সন্নিবেশ আছে, সুতরাং তাহাতে তাড়িতও আছে। ঐ মস্তিষ্ক স্থান হইতেই তড়িৎ উদ্ভূত হইয়া আত্মাকে চৈতন্য যুক্ত করে—ইন্দ্রিয়দিগকে পরিচালন করে—লজ্জা নামক আকুঞ্চন, আহ্লাদ নামক প্রসারণ, সকলই করে) ইত্যাদি।

---

*Oh love! no habitant of earth thou art
An unseen seraph we believe in thee.
& & &
Childe Harold, Cauto iv, Stanzas 121-24.

করে; উহা যৌবনের উন্মত্ততা কিন্তু এই উন্মাদরোগের প্রতীকার রোগ অপেক্ষা আরো কষ্টদায়ক। যে সকল মনোহর বেশ ভূষা দ্বারা আমাদের পুত্তলিকাকে আমরা ভূষিত করি, তাহা যেমন এক একটী করিয়া খসিয়া পড়ে, এবং আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি যে, গুণ অথবা সৌন্দর্য্য কেবল মনঃকল্পিত ভাব মাত্র, বাহ্যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই,তখন আমাদিগের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়; তথাপি আমরা প্রীতির মোহিনী শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি না; তথাপি উহা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ রোপিত বায়ু হইতে আমরা ঝটিকা রূপ শস্য লাভ করি; দুর্গম্য চিত্ত তাহার ঈপ্সিত স্পর্শমণি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা লাভ করিলাম করিলাম এমন মনে করে, কিন্তু তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। যখন তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখনি আপনাকে পরম ধনী মনে করে। আমরা যৌবন হইতে বিশীর্ণ হইতে থাকি এবং ঈপ্সিত বস্তুর পশ্চাৎ ধাবনে হাঁপাইয়া সারা হই। পীড়িত—অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আমরা কাল যাপন করি। আমাদিগের কাম্য বস্তু আমরা প্রাপ্ত হই না। আমাদিগের পিপাসার শান্তি হয় না। জরা জীর্ণ হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে আলেয়ার অনুসরণে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা দ্বারা প্রতারিত হই। পরিশেষে মৃত্যু সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে সকলই বিফল হইল। এই রূপে আমাদিগের দ্বিগুণিত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। প্রীতি, যশেচ্ছা, উচ্চাভিলাষ, ধনলোভ সকলই সমান পদার্থ, সকলই অনর্থ, সকলই মন্দ, সকলই সমান রূপে মন্দ, ইহার মধ্যে ইতর বিশেষ নাই যেহেতু সকলই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারী উল্কা মাত্র; তাহারা প্রজ্বলিত হইয়া মৃত্যু রূপ ধূমে পরিশেষে পরিণত হয়। অতি অল্প লোক তাহাদিগের প্রেমাস্পদ বস্তুকে প্রাপ্ত হয়। বরং কেহই প্রাপ্ত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না"।

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী কবির বাক্যে আমরা কখন সায় দিতে পারি না। প্রীতির উপযুক্ত বিষয় ঈশ্বর। সেই অনন্ত ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ মনের প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে না। "যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং"। "যাহা ভূমা তাহা সুখ স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই, ভূমাই সুখ স্বরূপ"। গগনবিহারী উৎক্রোশ পক্ষী যেমন পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া কিম্বা তেজঃপুঞ্জ সমরাশ্ব যেমন সামান্য শকট টানিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না তেমনি মনুষ্যের আত্মা কোন মর্ত্ত্য পদার্থ হইতে তৃপ্তি সুখ লাভ করিতে পারে না। যেমন বৃষ্টির জল নগরের পয়ঃ প্রণালীতে পতিত হউক কিম্বা পর্ব্বত বক্ষস্থিত নির্ম্মল হ্রদে নিক্ষিপ্ত হউক একই পদার্থ, তেমনি প্রীতি পদার্থ ঈশ্বরে নিয়োজিতই হউক কিম্বা মর্ত্ত্যলোকের কোন অধম পদার্থের প্রতি সন্নিবিষ্টই হউক তাহা একই পদার্থ। যেমন বৃষ্টির জল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া পবিত্র অথবা অপবিত্র রূপ ধারণ করে, তেমনই প্রীতিবৃত্তি তাহার বিষয়ের পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতা অনুসারে পবিত্র অথবা অপবিত্র আকার ধারণ করে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন "স্ত্রীলোকের প্রীতি লাভ করিবার জন্য আমরা যেরূপ যত্ন পাই, ঈশ্বরের প্রীতি লাভার্থে আমরা যদি সেই রূপ যত্ন করি, তাহা হইলে আমরা দেবতা হইতে পারি"। প্রীতিবৃত্তি যে পর্য্যন্ত না তাহার উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে লর্ড বায়রণের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে নিরাশ হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত হই-

তেই হইবে। এই পুনঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্তির দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন যে যে পর্য্যন্ত না তাঁহার প্রতি প্রীতি নিয়োজিত হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত ইংরাজী কবি যেমন ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ ক্ষোভ আমাদিগকে প্রাপ্ত হইতেই হইবে। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর কিছুতেই আত্মার সৌন্দর্য্যানুরাগ বৃত্তি—প্রীতি বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে না। লর্ড বায়রণের আত্মার অবস্থা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল অথচ তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। মনের এই প্রকার অবস্থা অতি ভয়ানক। এ প্রকার অবস্থাতে আমাদিগের কাহারও আত্মা যেন কখন অবস্থিত না হয়। মনের উল্লিখিত ভয়ানক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লর্ড বায়রণ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে অর্থ-শূন্য হৃদয়-শূন্য আমোদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের সাবধান হইতে হইবে যেন আমাদিগের বায়রণ বর্ণিত "দ্বিগুণিত সর্ব্বনাশ" উপস্থিত না হয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রবঞ্চিত হওয়া এক সর্ব্বনাশ; আর সে সময় চৈতন্য লাভ করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না এই অনুতাপ দ্বিতীয় সর্ব্বনাশ। এই দুই প্রকার সর্ব্বনাশ হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি; তিনি আমাদিগের হৃদয়ে পরমার্থবুদ্ধি প্রকাশ করুন।

সমাজের পত্তনভূমি।

সমাজের পত্তন ভূমি কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহাকে তাহাকে সমাজ বলা এক্ষণকার রীতি হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের পত্তন-ভূমি উন্মূলিত হইলে সমাজ দাঁড়াইবে কোথায় তাহার ঠিক নাই, তথাপি সমাজ সমাজ এই রূপ একটি রব উঠাইয়া সমাজের মূলোচ্ছেদের তুমুল নিনাদ ঢাকিবার জন্য এক প্রকার অস্বাভাবিক চেষ্টা বঙ্গীয় যুবকের অলঙ্কার বলিয়া অনেক স্থানে গণ্য হইয়া থাকে। সমাজের কুসংস্কার উন্মূলন করা অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজ উন্মূলন করা কখন কর্ত্তব্য হইতে পারে না। সমাজকে উন্মূলন করিলেই তদীয় কুসংস্কার সকল উন্মূলিত হইতে পারে ইহা সত্য এবং সে প্রকারে কুসংস্কার উন্মূলন করা অতীব নিষ্কণ্টক, ইহাও সত্য; কিন্তু তাহা নিতান্ত পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারো অনুমোদনীয় হইতে পারে না। রোগীকে বিনাশ করা রোগ-বিনাশের একটি অসামান্য সহজ উপায় বটে কিন্তু তাহা প্রার্থনীয় হইতে পারে না। অতএব সমাজকে রক্ষাও করিতে হইবে এবং তাহার উন্নতি সাধনও করিতে হইবে, এই রূপ ব্রত অবলম্বন না করিয়া কেহ যেন সমাজ-সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সমাজের পত্তন-ভূমি কি? সমাজের জ্ঞান এবং হৃদয়ের যেখানে যোগ, উচ্চ এবং নীচের যেখানে যোগ, এমন একটি স্থান পত্তন-ভূমি নামের যোগ্য। হৃদয়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, কেবলি জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব একরূপ হইলে উচ্চ লোক লইয়াই সমাজ করিতে হয়; জ্ঞানের সহিত কোন সম্পর্কনাই, কেবলি হৃদয়ের প্রাদুর্ভাব, একরূপ হইলে অজ্ঞ লোক লইয়াই সমাজ করিতে হয়। চক্ষুরাদি এবং হস্তপদাদি উভয় লইয়া যেমন শরীর সর্ব্বাঙ্গীন হয়, সেইরূপ উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীর লোক লইয়া সমাজ সাবয়ব হয়। সমাজের পত্তন-ভূমি কি? না, উচ্চ-নীচ উভয়-বিধ শ্রেণী যাহাতে বুদ্ধি-সহকারে যোগ দিতে

পারে এমন সকল শুভ অনুষ্ঠান বিধি। বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি এরূপ করিয়া পরিবর্ত্তন করা উচিত যাহাতে উচ্চ নীচ উভয়-বিধ লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতে পারে। নতুবা যদি বিবাহের স্ত্রী-আচার, জাঁক জমক, উৎসব-আমোদ বাদ দিয়া কেবল মাত্র কঠোর জ্ঞান-সঙ্গত ভাগটি রাখা যায়, হস্ত-পদ ছাটিয়া ফেলিয়া কেবল মাত্র চক্ষুঃ শ্রোত্র রাখা যায়, অথবা যদি জ্ঞান-সঙ্গত ভাগটি ছাটিয়া ফেলিয়া বাহ্যাড়ম্বরকে অনুচিত প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সমাজের সহিত যোগ রক্ষিত হইতে পারে না। অন্যান্য অনুষ্ঠান বিষয়েও এই রূপ।

সমাজের দুই রূপ পত্তন-ভূমি লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক। ইতি পূর্ব্বে যে পত্তন-ভূমির কথা হইল, তাহা লৌকিক। সমাজের আধ্যাত্মিক-পত্তন-ভূমি কি? না ধর্ম্ম। শুভ অনুষ্ঠান যেমন উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীর অনুমোদনীয়, ধর্ম্ম সেই রূপ জ্ঞান এবং হৃদয় উভয়েরই অনুমোদনীয়। যাঁহারা জ্ঞানকে ছাটিয়া ফেলিয়া শুদ্ধ কেবল হৃদয় দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, অথবা হৃদয়কে ছাটিয়া ফেলিয়া শুদ্ধ কেবল জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। হৃদয়ের ভাব-পূর্ণতা, অনুরাগ এবং উৎসাহ চাই, ও জ্ঞানের যোগ, সামঞ্জস্য, দূরদর্শিতা চাই তবেই ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যদি কেবল হৃদয়ের অনুরাগ-বশতঃ অপাত্রে দান করা যায়, তবে তাহা ধর্ম্ম নহে; যদি কেবল ফলাফল গণনা করিয়া কষ্ট-সৃষ্টে দান করা যায়, তাহাও ধর্ম্ম নহে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, এই রূপ নিয়মই ধর্ম্মের নিয়ম। অর্থাৎ জ্ঞান "সৎপাত্র" বলিবা-মাত্র হৃদয় যাহাতে তাহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সায় দেয় এরূপ ভাবে দান করাই ধর্ম্ম-সঙ্গত। জ্ঞান সৎপাত্র বলিতেছে বটে কিন্তু হৃদয় নিস্তব্ধ রহিয়াছে, এ-অবস্থার দান ধর্ম্ম নামের যোগ্য নহে; হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছে কিন্তু জ্ঞান অপাত্র বলিতেছে, এ-অবস্থার দানও ধর্ম্ম নহে। জ্ঞান ও হৃদয় উভয় সমন্বিত যে দান, শ্রদ্ধার সহিত যে দান, তাহাই কেবল ধর্ম্ম নামের যোগ্য। জ্ঞান এবং হৃদয় উভয়াত্মক যে ধর্ম্ম তাহাই সমাজের আধ্যাত্মিক পত্তন-ভূমি, তাহাই সনাতন পত্তন-ভূমি। এবং উচ্চ নীচ শ্রেণী উভয়ের অনুমোদনীয় যে সকল শুভ অনুষ্ঠান তাহাই সমাজের লৌকিক পত্তন-ভূমি। এই দুই রূপ পত্তন-ভূমিকে রক্ষা করিয়া যাঁহারা সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন, তাঁহারাই স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হইবেন।

গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি।

কোন মেঘ-বিনির্ম্মুক্তা তারকা-সমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগন মণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য, না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীব দ্বারা পূর্ণ? প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোন স্থান থাকিতে পারে, যেখানে প্রাণের চিহ্ন মাত্রও নাই? এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞানের গভীরতা নাই, তাহারা হয়তো মনে করিবে, যে দূরবীক্ষণের সাহায্য অবলম্বন করিলেই এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। এই যন্ত্রের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্ন সকলের

উত্তর দেওয়া এখনও উহার সাধ্যাতীত। দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের এখনও এতদুর উন্নতি হয় নাই, যে ইহার সাহায্যে আমরা অতি দুরস্থ লোকের অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্য্যন্ত জাজ্বল্য রূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। দুরবীক্ষণের এক্ষণে এই পর্য্যন্ত ক্ষমতা হইয়াছে, যে অতি দুরের বস্তুকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিয়া দিতে পারে। মনে কর তুমি সহস্র-মাত্রা-শক্তি-সম্পন্ন একটি দুরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। চন্দ্র সৌর জগতের মধ্যস্থিত সমস্ত গ্রহ মণ্ডলী অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—এক্ষণে, এই দুরবীক্ষণের সাহায্যে, ১২০,০০০ ক্রোশ—১২০ ক্রোশে পরিণত হইতে পারে এই মাত্র। তথাপি এই ১২০ ক্রোশ দুর হইতে চন্দ্রলোকের মনুষ্য, ঘোটক, হস্তী অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক পদার্থ আমাদের কি দৃষ্টি গোচর হইতে পারে? কখনই না।

এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি কি না যদিও বিজ্ঞান শাস্ত্র এপর্য্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই,তথাপি আনুমানিক প্রমাণ এতৎসম্বন্ধে এত রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় সমান বিশ্বাস যোগ্য, তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যুন নহে।

যে সকল গ্রহ পৃথিবীর সহিত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত পার্থিব গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়, আমরা প্রথমে সেই সকল গ্রহ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই পার্থিব গ্রহ তিনটি, বুধ, শুক্র, এবং মঙ্গল। ইহারা সৌরজগতের অন্তর্ভূত অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা সূর্য্য হইতে কম দুরে অবস্থিত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। সৌর জগতের অন্যান্য দূরবর্ত্তী গ্রহগণের বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

কি রূপে আমাদের এই পৃথিবী মনুষ্য এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর বাস যোগ্য হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিবীকে আমাদের বাস যোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার পরস্পর উপযোগী ব্যবস্থা সকল পূর্ব্ব হইতে নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা গুলি এমন কোন সাধারণ যান্ত্রিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ জড় জগতের গতিবিধি পরিবর্ত্তন নিয়মিত হইতেছে। জড় জগতে কেবলি গতি ও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, যন্ত্রের ন্যায় চক্র সকল কেবলি ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরস্পর বিরোধী অসংখ্য চক্র সকল পরস্পর উপযোগী হইয়া প্রাণি পুঞ্জের সুখ সৌকর্য্য বিধান করিতেছে, সেই নিয়মটি স্রষ্টার মঙ্গল সঙ্কল্পের যত স্পষ্ট পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। মনে কর, এক্ষণকার ন্যায় তোমার নৈসর্গিক অভাব এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে—মনের প্রবৃত্তি সকল সমান রহিয়াছে—সুখ দুঃখ বোধ জাগরূক রহিয়াছে—অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যই রহিয়াছ—আর হঠাৎ তুমি এই শোভা পূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে। তুমি দেখিবে সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে—স্বচ্ছ নির্ম্মল জল রাশি প্রসারিত রহিয়াছে—প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ জীবন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে—পৃথিবীর এতটুকু আকর্ষণিক শক্তি তোমার শরীরের উপর রহিয়াছে যে তাহাতে তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বিধান হইতেছে অথচ তাহার স্বাধীন গতি বিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না—

তোমার শরীরের মাংশপেশির গঠন প্রণালীর অনুযায়ী, পরিশ্রম এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুসারে আলোক এবং অন্ধকার পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে—তোমার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে, ছয় ঋতু যথা সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—এই সমস্ত উপযোগিতার নিদর্শন পাইয়া, তুমি কি ক্ষণকাল মাত্রও সন্দেহ করিতে পার, যে তোমার বাসের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে?

তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত কাল মধ্যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে—পৃথিবীর ন্যায় আলোক, উত্তাপ, বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসম্পন্ন—একই নিয়মে তথায় আলোক, অন্ধকারের পর্য্যায় উপস্থিত হইতেছে—ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে—শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে—জল ভূমির সুচারু বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে—তখন কি ঐ সকল গ্রহগণ সর্ব্ব প্রকারে আমাদেরই মত জীব-পুঞ্জের যে আবাস ভূমি এ বিষয়ে আর সংসয় হইতে পারে?

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বাহ্য বস্তু দর্শনে আন্তরিক তত্ত্বালোচনা।

কি মনোহর দৃশ্য! বাহিরে নবোদিত সূর্য্য, জগৎকে আশ্চর্য্য সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়াছে! তাহার কিরণ স্পর্শে সহস্রদল পদ্ম কি লাবণ্য ধারণ করিয়াছে! দিক সকল তাহার সৌরভে কেমন আমোদিত! কিন্তু আমার এখনকার অন্তরাকাশের শোভার সহিত এ সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথায়! কি মনোহর রাগে সেই প্রেম-রবি এখানে সমুদিত! হৃদয়-কমল সেই তুলনা-রহিত কিরণ স্পর্শে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সৌরভ প্রদান করিতেছে। বাহিরে যেমন কোকিলগণ মধুর স্বরে জগৎকে মধুময় করিতেছে, দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইয়া জগৎকে অমৃত রসাভিসিক্ত করিতেছে—অন্তরেও তেমনি সেই মধুময় অমৃতময় সখা প্রকাশিত হইয়া আত্মাকে অমৃত রসাভিসিক্ত করিতেছেন। তাঁর এই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া আবার কি আমি ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যে—ক্ষুদ্র বিষয় রাশির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইব? তিনি এখন আমাকে যে প্রেম-পাশে বদ্ধ করিতেছেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার কি আমি মোহ-পাশে আবদ্ধ হইব? এমন পবিত্র শীতল ও অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া, আবার কি আমি বদ্ধ পঙ্কিল জলে স্নান করিব? এমন অনন্ত পরম আকাশে বিহার করিয়া আবার কি পরিমিত বিষয় পিঞ্জরে রুদ্ধ হইব? তিনি যখন কৃপা করিয়া আমার হৃদয় কুটীরে উপস্থিত, তখন কোন্ প্রাণে আবার তাঁহাকে বিদায় দিয়া, তথায় সংসারের পূজা করিব? তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার মঙ্গল কোথায়! তিনি "মঙ্গল নিদান—বিঘ্নের কৃপাণ" তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিলে হৃদয় বিমলানন্দে পূর্ণ হয় ও বিঘ্ন বিপত্তি চূর্ণ হইয়া যায়। যেমন জল-বিহীন সাগর শ্রীহীন—প্রাণ শূন্য কলেবর বিবর্ণ ও মলিন—সেই জীবনের জীবন—প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর বিনা আত্মাও তেমনি জীবন, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ শূন্য হইয়া যার পর নাই মলিন ও বিষণ্ণ বেশ ধারণ করে।

তিনি আশ্রয়—আমি আশ্রিত; তিনি পিতা—তিনি মাতা—আর আমি তাঁর আদরের ধন—সন্তান; সেই স্নেহময়ী মাতার ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে, ভয় নাই শোক নাই, সন্তাপ নাই; হৃদয়ে শান্তি, জ্যোৎস্না

রূপে বিরাজ করিতে থাকে। এই পবিত্র উন্নত ভাব যেন আমার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়।

প্রতিদিন যেমন আমি স্নান করিয়া শরীরকে পবিত্র করি, সেইরূপ ব্রহ্ম-রূপ সাগরে প্রতিদিন নিমগ্ন হইয়া যেন আত্মার পাপ মলিনতা বিধৌত করিয়া ইহাকে পবিত্র করিতে পারি। সময় নাই বলিয়া যেন এমন মুক্তিপ্রদ কার্য্য হইতে বিরত না হই। ধ্যান যোগে হৃদয়ে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করায় যে কি আনন্দ, তাহার ছবি জগতে এমন কে আছে যে অঙ্কিত করিবে? দেবতারাও তাহা দেখিতে স্পৃহান্বিত হন। একবার যখন আমি তাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ ও আত্মার অন্ন পান বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করা অসাধ্য হয়। একবার যখন জ্যোতির জ্যোতি আমার আত্মার চক্ষে পতিত হন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া জীবন ধারণ নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন তাঁহাকে তিলেকের জন্য ছাড়িয়া অন্ন জলের স্বাদ পাই না। সেই মৃত্যুর বিপরীত অমৃত স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হইলে মৃত্যু ভয় পর্য্যন্তও থাকে না। প্রতিদিন আমি যেন সেই করুণাময়ী মাতার নিকট যাইয়া তাঁহার বাক্যাতীত বর্ণনাতীত স্নেহ-পূর্ণ-আনন দৃষ্টে জীবনের ফল অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সেই অতি আদরের ধনকে অতি আদরের সহিত হৃদয়ে স্থাপন করি। হৃদয়ের প্রিয় ধন জানিয়া ভক্তি ভরে শ্রদ্ধার আবেশে দিনে নিশীথে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত হই।

আত্মার অমরত্ব।

"আত্মা অমর" এই সংস্কার যে মনুষ্য-আত্মাতে গূঢ়-রূপে নিহিত রহিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহা যদিও মনুষ্য জাতির সাধারণ বিশ্বাস, তথাপি কেহ কেহ ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে সন্দেহ করেন। আমাদের দুই প্রকার বিশ্বাস, কোন কোন সত্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে তবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, আবার কোন কোন সত্য, যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, আমরা পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস করিয়া লই। এই উভয়বিধ বিশ্বাসের মধ্যে আমরা শেষোক্ত বিশ্বাসের উপর যেমন সর্ব্বতো-ভাবে নির্ভর করিতে পারি, যুক্তির সিদ্ধান্তের উপর সে রূপ পারি না। কথিত বিশ্বাসগুলি মনুষ্য-আত্মার স্বাভাবিক সংস্কার। ইহাদের সহায় না লইয়া আমরা যুক্তি-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। আত্মার অমরত্বের প্রতি বিশ্বাসও এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। যাঁহারা আত্মার অমরত্ব তর্ক মুখে অস্বীকার করেন, তাঁহারা সেই যে একটি অমরত্বের গূঢ় ভাব সকলেরই মনে নিহিত রহিয়াছে, তাহা কখনই মন হইতে অপসারিত করিতে পারেন না—তাঁহাদের চিন্তাকে কখন না কখন ইহা অবশ্যই অধিকার করিবে। এই ভাব—পরিবার শৃঙ্খলার মধ্যে, মৃত-ব্যক্তিদিগের প্রতি সমাদর প্রকাশে, মনুষ্যের তাবৎ কার্য্যে যাহাতে ইহ জীবনের অতীত কোন পদার্থের নিমিত্ত ব্যাকুলতা, ভয়, কি আশা প্রকাশ পায়, সকলের মধ্যেই কোন না কোন আকারে, এই সংস্কারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথা হইতে এই সংস্কারটি উপস্থিত হইল—কোন পথ দিয়া মনুষ্যের আত্মাতে ইহা প্রবিষ্ট হইল? পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য এই সংস্কারটি উপার্জ্জন করেন নাই; পর্য্যবেক্ষণ কিম্বা উপমার পথ দিয়া মনুষ্য ইহাকে বাহ্য জগতের নিকট হইতে ধার করিয়া আনেন নাই। বহির্জগতে একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—জীবন মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তন।

পৃথিবীতে যার জন্ম তারই মৃত্যু—যারি বৃদ্ধি তারি ক্ষয়—পৃথিবীর তাবৎ বস্তু পৃথিবীতেই পরিণাম প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার চঞ্চল ক্ষণ-ভঙ্গুর বিষয় রাশির মধ্যে, অমরত্বের ধ্রুব ভাব কি প্রকারে মনে উদ্বোধিত হইতে পারে? অধিকন্তু যে সকল ব্যক্তি কেবল বাহ্য-বিষয়েই নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের মনে এই ভাবের তাদৃশ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না।

যে সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কেবল ভৌতিক জগতের আলোচনাতেই নিযুক্ত থাকেন, যে রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতেরা প্রজাদিগের ঐহিক অবস্থা ও গতি লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতেই ধাবিত হন অর্থাৎ যাঁহারা নিয়ত বাহ্য জগতের সন্নিধানে এবং তাহার অব্যবহিত আধিপত্যের মধ্যেই অবস্থিতি করেন, যাঁহাদের চিত্ত এই মুগ্ধকারী, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির বিষয় সকল দ্বারাই সর্ব্বদা প্রতিহত হয়, প্রায় তাঁহাদেরই মনে অমরত্বের ভাবটি অতি কষ্টে স্থান পায়। তাঁহাদের অন্তরের ভাবই এই বিশ্বাসের প্রতি বাধা স্বরূপ। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং" "বিত্ত মোহে মূঢ় প্রমাদী বালক স্বভাব লোকদিগের প্রতি পরলোক প্রতিভাত হয় না।" আত্মার অমরত্বের প্রতি সহজেই বিশ্বাস যাহাতে পরিস্ফুট হয় এই নিমিত্ত সকল ধর্ম্মই মনুষ্যগণকে পৃথিবী হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে আদেশ করেন; যেহেতু সংসার অনেক সময় আত্মাকে অমর বলিয়া অনুভব করিতে দেয় না।

কেহ বলেন যে মনুষ্য জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং এক্ষণে পৃথিবীতে যে রূপ অন্যায়ের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এই উভয়ের পরস্পর অসামঞ্জস্য আলোচনায় এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এক্ষণে যে প্রকার বিশৃঙ্খলতা রাজত্ব করিতেছে, তাহা মনুষ্য কখন ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অমঙ্গলের জয়, সৎ লোকদিগের দুঃখ ভোগ, যাহা এই মর্ত্ত্যলোকে সচরাচর দেখা যাইতেছে, তাহাই যে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় এবং তাহাই যে জগতের চিরস্থায়ী অবস্থা ইহা তিনি কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ধর্ম্ম শৃঙ্খলা স্থাপিত করা চাই—ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা চাই, এবং এই ন্যায়, ধর্ম্মের অবশ্যকতা হইতেই অমরত্বের ভাব উৎপন্ন হয়; আর কিছু বিবেচনা না করিলেও কেবল ন্যায় শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত করিতে হইলে আত্মার অমরত্ব নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

উক্ত রূপ যাঁহাদিগের মত তাহাতেও একটু ভ্রম দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম শৃঙ্খলার পুনঃসংস্থাপনের আবশ্যকতা হইতে মনুষ্য এই অমরত্বের ভাবটীকে উদ্ধৃত করেন নাই। এই অমরত্বের সংস্কারটি, এই অনন্ত ন্যায়ের আবশ্যকতাতে সংজড়িত রহিয়াছে মাত্র। কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য-আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এই সংসার যথেষ্ট নহে এবং আত্মার অনন্ত স্পৃহা কিছুতেই এ পৃথিবীতে চরিতার্থ হয় না বলিয়াই অমরত্বের ভাব আমাদের মনে উদিত হয় এবং উদিত হইয়া দূরবর্ত্তী অনন্ত দৃশ্য সমূহ আমাদের জ্ঞান নেত্রের সমক্ষে বিস্তার করে ও অনন্ত-স্পৃহ আত্মাকে অনন্ত রাজ্যে লইয়া যায়। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ রূপে সত্য নহে। সত্য বটে—মনুষ্যের নিমিত্ত সংসার যথেষ্ট নহে, সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যই স্বীয় বাস স্থানের সংকীর্ণ ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন এবং স্বীয় অবস্থা হইতে আপনাকে উন্নত বলিয়া অনুভব করেন। কিন্তু ইহা কখনই

হইতে পারে না যে এই সত্যটি হইতে অমরত্বের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। এই সত্যটি দ্বারা এই ভাবটি প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। বরং এই অমরত্বের ভাবটি আমাদের মনে নিহিত থাকাতেই সংসারে আমাদিগের তৃপ্তি বোধ হয় না এবং ইহার অসম্পূর্ণতা স্পষ্ট রূপে আমাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অনন্তের প্রতি আমাদের যে একটি স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসই আমাদের আত্মার স্পৃহাকে এই অন্তবৎ জগতের বাহিরে লইয়া যায়; আত্মা অমর বলিয়া আপনাকে অনুভব করে বলিয়াই, সংসারের অতীত বস্তু-সমূহের প্রতি তাহার স্পৃহা ধাবিত হয়। অমরত্বের ভাব কি বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? মনুষ্যের প্রকৃতি কি ও মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি এই দুটি প্রশ্ন মীমাংসা করিবার নিমিত্তই কি দার্শনিকেরা এই ভাবটিকে ঘটাইয়া আনিয়াছেন? যে সংস্কারটি সার্ব্বভৌমিক, নানা প্রকার আকারে, সকল শ্রেণীস্থ সভ্য জাতির মধ্যে, এমন কি ঘোর অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি দার্শনিকদিগের কল্পনা মাত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্রের রচনা মাত্র হইতে পারে? কখনই নহে। বলিতে কি, মনুষ্য-বুদ্ধি যত দূর সৃষ্টি-কুশল ও মুক্তস্বভাব বলিয়া আমাদের বোধ হয়, বাস্তবিক ততদূর নয়। লোকে যতই কেন আড়ম্বর করুক না, দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবিত মতগুলি হঠাৎ যেরূপ নূতন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক সে রূপ নহে। দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতের মূল তত্ত্ব গুলি এক পার্শ্বে ও মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক সংস্কার গুলি যদি আর এক পার্শ্বে রাখা যায়, তাহা হইলে এই উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। দার্শনিকদিগের মত গুলি সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও নিপুণরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ; এবং মনুষ্য জাতির সাধারণ বিশ্বাসগুলি শৃঙ্খলা রহিত, ও অস্পষ্ট এই মাত্র—কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে আকারগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মূলে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দর্শন শাস্ত্র এই মাত্র করিয়াছেন যে যাহা মনুষ্যের মনে অব্যক্ত রূপে ছিল, তাহা তিনি আলোকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আমরা যাহাকে শাস্ত্র বলি, তাহা মনুষ্য জাতির স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যান বা ভাষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনে কর, এক জন সামান্য ইতর লোক—তাহার বুদ্ধি নাই বিদ্যা নাই; তাহার কথা গুলি প্রণিধান করিয়া শ্রবণ কর—তাহার কথার মধ্যে যে সকল ভাব মধ্যে মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়, অথচ যে সকল ভাবের কথা সে শিক্ষা করিয়া কিছুই বলিতেছে না—সেই সকল ভাবের মধ্যে প্রবেশ কর—দেখিবে, বর্ত্তমান সকল প্রকার দার্শনিক মতের বীজ গুলি, মূল তত্ত্ব গুলি, তাহার মধ্যে রহিয়াছে। কখন ঐ মনুষ্যের চিন্তা-শৃঙ্খলার মধ্যে আধ্যাত্মিক দর্শনের মত, কখন আধিভৌতিক দর্শনের মতের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। এইরূপ, অমরত্বের ভাবও বীজরূপে আপামর সাধারণ সকলেরই মনে নিহিত আছে; "আমি যে সকল সৎকার্য্য করি তাহা কেবল এই মর্ত্ত্য-লোকে মর্ত্ত্য-ফল প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত হইবে, আর কিছুই নহে" এরূপ বিশ্বাস যদি কাহারো মনে ক্ষণ-কাল স্থান পায় তবে কি তাহার নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্যের সীমা থাকে? কিন্তু বাস্তবিক কি দেখা যায়? অন্তবৎ ফল-প্রাপ্তির আশায় কি কেহ সৎকার্য্য করে? নিরুৎসাহ হইয়া কেহ সৎকার্য্য করে? কখনই না। মনুষ্যের প্রকৃতিই সে রূপ নহে। "কখনই আমি ধ্বংস হইব না" এই ভাবেই মনুষ্যগণ

কার্য্য করিয়া থাকে। স্থায়িত্বের প্রতি মনুষ্যের যে একটি দৃঢ় আস্থা তাহার তাবৎ কার্য্যেই দৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার আত্মার স্থায়িত্বের জাজ্বল্য প্রমাণ-স্বরূপ।

মুসলমান ধর্ম্মের সাঙ্গ্রামিক ভাব*।

পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য সংস্থাপন করাই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে অহিংসা, ন্যায়, ক্ষমা, দয়া মনুষ্যগণ মধ্যে বিরাজ করে, এইটি আমাদিগের শাস্ত্রকারদিগের পরম লক্ষ্য ছিল। এই শান্তির ভাবটি হিন্দুধর্ম্মে নিহিত আছে বলিয়াই, হিন্দুগণ কখন অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে বল পূর্ব্বক আপন ধর্ম্মে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যুত সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে উদার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিক কি মুসলমানদিগের ধর্ম্ম মধ্যেও যেরূপ যুদ্ধের প্রাধান্য, আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও সেই রূপ শান্তির প্রাধান্য জাজ্বল্যতর রূপে উপলব্ধি হয়। শান্ত যেরূপ হিন্দুধর্ম্মের, যুদ্ধ সেইরূপ মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। হিন্দু ধর্ম্মের মূলে যেরূপ স্বয়ং শান্ত স্বরূপ ব্রহ্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলে সেইরূপ যুদ্ধ-প্রিয় মহম্মদ।

ভক্ত মুসলমানদিগের চক্ষে, মহম্মদই—দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান এই উভয় জগতের বন্ধন স্বরূপ—সংযোগ স্থল। তিনিই ঈশ্বর প্রেরিত দূত—তাঁহার প্রতি এই ভার যে তিনি মানবগণকে মুক্তির পথে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবেন; অধিক কি—পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জয়-যুক্ত করিবার জন্যই তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। মহম্মদ স্বয়ংই বলিয়াছেন "আদম-পুত্রদিগের আমিই প্রভু" "আদম ও তাহার বংশজাত তাবৎ মনুষ্যই আমার অধীনে সংগ্রাম করিবার নিমিত্তই হইয়াছে।" এই বচনগুলি দ্বারা মহম্মদ শুদ্ধ যে আপন দৌত্য কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে—পরন্তু যে এক মাত্র উপায়ে, তিনি তাহা সম্পন্ন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহারও আভাষ দিয়াছেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্ম, পৃথিবীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিবা মাত্রই, অপর তাবৎ মানব জাতির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সংগ্রাম করা ভক্ত মুসলমানদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য হইল;—তাহাদিগের চক্ষে, জগৎ দুই অংশে বিভক্ত হইল—বিশ্বাসী ও নাস্তিক; এই নাস্তিকদিগকে মহম্মদের পতাকার ছায়াতলে আনয়ন করাই তাহাদিগের জীবনের মুখ্য কার্য্য হইল। বলিতে কি সমস্ত কোরাণটিই যেন একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধ চীৎকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক স্থলে উক্ত হইয়াছে "পুণ্য মাসচয় অতিবাহিত হইলে, যেখানে পাইবে, নাস্তিকদিগকে বধ করিবে, অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে" (১) অন্যত্র—"ভক্তদিগকে ঈশ্বর স্বর্গে গ্রহণ করিবেন এই অঙ্গীকাররূপ মুল্যে তিনি তাহাদিগের জীবন ও স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। অতএব সাবধান যাহা তোমাদিগের প্রকৃত লভ্যজনক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিও না (২) এবং যাহা ক্ষতিজনক তাহা ইচ্ছা করিও না (৩) যেহেতু ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ, ও তোমাদিগের বুদ্ধি অন্ধ ও সীমাবদ্ধ।"

* কেবল মহম্মদীয় ধর্ম্মে কেন অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মে অর্থাৎ ইহুদি, ধর্ম্মেও সাঙ্গ্রামিক ভাব দৃষ্ট হয়। এই প্রস্তাবে কেবল মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

(১) Koran c VIII V7.

(২) যুদ্ধের বিপদ ও শ্রম।

(৩) শান্তির বিশ্রাম সুখ।

অন্যত্র "যাহারা ঈশ্বরের জন্য হত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত জ্ঞান করিবে না; ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারা জীবন্ত; তাহারা স্বীয় কর্ম্মানুরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে; যাহারা তাহাদিগের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় তাহারা উল্লাস করিতেছে। যেখানে তাহারা অবস্থিতি করে—সেখান হইতে শোক ভয় বহু দূরে।"

মহম্মদ, আরও বলিয়াছেন; "যাঁহার হস্তে আমার জীবন আমি তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে আমি যে শুদ্ধ মরিতে ইচ্ছা করি এমত নহে যদি আমার তিনটে জীবনও থাকে, তাহা হইলেও আমি তাহা এই রূপে বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি"।

ওখদের যুদ্ধে, এক জন সৈনিক মহম্মদকে সম্বোধন করিয়া এই রূপ বলিয়াছিল; "হে মহাপুরুষ—আমি দেখিতেছি আমার মৃত্যুকাল সন্নিকট, আমার আত্মা শীঘ্র কোথায় যাইবে?"—মহম্মদ উত্তর করিলেন "স্বর্গে"—তাঁহার এই কথায়, ঐ যোদ্ধা প্রমত্ত ভাবে সংগ্রাম মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিল—প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আর প্রতি নিবৃত্ত হইল না। একদা, এই ওখদের যুদ্ধেই মহম্মদ এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। তিনি অকস্মাৎ শত্রুগণ কর্ত্তৃক এরূপ আক্রান্ত, বেষ্টিত ও সর্ব্বাংশে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে পলায়নের আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আচার্য্য মহম্মদ, তাঁহার সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈস্বরে বলিলেন "স্বর্গে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত সবে প্রস্তুত হও, তাহা আয়তনে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী উভয়কে অতিক্রম করে" এই কথায় আমির আল-ইমান বলিয়া উঠিলেন, "জয় হোক্ জয় হোক্!"—মহম্মদবলিলেন "এরূপ উল্লাস-ধ্বনি কিসের নিমিত্ত?"—তিনি বলিলেন "হে আচার্য্য! ঈশ্বর সাক্ষী আমি যে এ প্রকার জয় ধ্বনি করিলাম তাহা শুদ্ধ এই আশা ভরে—যে শীঘ্র আমি দিব্যধামবাসীদিগের মধ্যে গণ্য হইব"—আচার্য্য উত্তর করিলেন। "তুই এই মুহূর্ত্তে তাহাই হইলি"—ও আরও বলিলেন, "যদি স্বর্গের খর্জ্জূর কুড়াইতে ইচ্ছা করিস তাহা হইলে অগ্রে তোর হাতে পৃথিবীর যে খর্জ্জূর আছে তাহা দূরে নিক্ষেপ কর (১) "আমিও এক দিন সেই খর্জ্জূর সংগ্রহ করিব, যাহা আমার জন্য সঞ্চিত আছে ও যাহা আমাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করিবে" আমির বলিয়া উঠিলেন "আপনিযথার্থ বলিতেছেন"—পরে,তাঁহার নিকটে যে খর্জ্জূর ছিল তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বেগে সমর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ও যাবৎ আপনি সাংঘাতিক রূপে আহত না হইলেন তাবৎ তিনি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই নিহত করিলেন (২)।

আর এক দিন, মহম্মদ এই ওখদের যুদ্ধ দিবস উল্লেখ করিয়া এই রূপ বলেন; "যৎকালে তোমাদিগের ভ্রাতৃগণ, ওখদের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল, ঈশ্বর তাহাদের আত্মাকে স্বর্গের মধ্যদেশে লইয়া গেলেন—সেই দেশ যেখান হইতে পুণ্য নদী সকল স্যন্দমান হইতেছে—যেখানে সকল প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখান হইতে তাহারা ঈশ্বর-মন্দির-লম্বমান স্বর্গীয় প্রদীপ সকল অবলোকন করিতেছে। কিন্তু যখনই তাহারা আপনাদিগের খাদ্য পানীয়ের

(১) ইহার অভিপ্রায় এই পারমার্থিক পদার্থ অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে পার্থিব পদার্থ সকল হইতে বিযুক্ত হইতে হইবে।

(২) Tahfut P. 38.